المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بالبديعة
Badeea Islamic Center

البديعة
badeea

আল মাজমুউল মুফীদ

المجموع المفيد

بنغالي

অনুবাদকের আরয

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহ্‌মাদুহু ওয়ানুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম।

সাউদী আরবের বিশিষ্ট আলেম ও ফকীহ্ ফযিলাতুশ **শায়খ আল্লামা আবদুল আজীজ বিন আবদুল্লাহ বিন বায (রহ:)** আমরণ হকের দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে নিরলস প্রচেষ্টা করে গেছেন। পবিত্র কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে বিশুদ্ধ আমল ও আখলাক গড়ে তোলার নিমিত্তে ছোট বড় বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। **"আল মাজমুউল মুফীদ আল মুমতায মিন ফুতুবিল আল্লামা ইবনে বায"** নামক পুস্তকটিতে সালাত, যাকাত, সিয়াম, হজ্জ ও বিশুদ্ধ যিকির ইত্যাদি বিষয়ে বিশুদ্ধ দলীল ভিত্তিক আলোচনা পেশ করেছেন। ফলে বিভিন্ন মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করায় বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদের প্রয়োজন বোধ হয়েছে।

সুতরাং বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম মিল্লাতের চাহিদার প্রতি খেয়াল করেই বদীয়া ইসলামিক সেন্টারের অনুমতিক্রমে আমি এই পুস্তিকটির অনুবাদের কাজে অগ্রসর হই। সার্বিক দূর্বলতা থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা রেখে তাঁরই সন্তুষ্টি হাসিলের উদ্দেশ্যে অনুবাদের কাজ শুরু করি।

অনুবাদের কাজে আমাকে যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন, রশিদ মুহিউদ্দীন ও আস'আদুর রহমান। বিভিন্ন ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও অনুবাদটির সম্পাদনা ও শব্দ বিন্যাস করেন জনাব মুহাম্মাদ আবদুল হাই বিন শামসুল হক। আল্লাহ্ তাঁদেরকে জাযায়ে খায়ের দান করুন।

অনুবাদ ও শব্দ বিন্যাসে ত্রুটি থাকা খুবই স্বাভাবিক। সহৃদয় পাঠকের দৃষ্টিতে কোন ত্রুটি ধরা পড়লে তা জানিয়ে সংশোধনের সুযোগ দিলে কৃতজ্ঞ থাকব।

এই পুস্তক দ্বারা পাঠক পাঠিকাগণ উপকৃত হোক সেটি-ই আমাদের আন্তরিক কামনা।

সব শেষে এই ক্ষুদ্র দ্বীনি খেদমতটুকু আল্লাহ্ আমাদের ও আমাদের পিতা-মাতার জন্য সাদকায়ে জারিয়া ও পরকালীন পাথেয় হিসেবে কবূল করুন, সেই কামনা করি। আমীন।

বিনীত

মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান বিন আবদুল গণি

সালাত ও তার গুরুত্ব

সমস্ত প্রসংসা সকল বস্তুর প্রতিপালক মহান আল্লাহর জন্য এবং শত্রুতা শুধু জালেমদের প্রতি। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর পরিবার ও সকল সাহাবার প্রতি।

পর কথা এই যে, প্রত্যেক মানুষের উচিৎ সালাতের প্রতি গুরুত্বারোপ করা, কেননা সালাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এর মর্যাদা অনেক বেশি, আর এবাদতকে খালেছভাবে একমাত্র আল্লাহর জন্য যেন করে এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সকল কিছু থেকে মুক্ত থাকে, সে যে কেউ হোক না কেন, আর এ বিশ্বাস যেন রাখে যে, মহা পবিত্র আল্লাহই একমাত্র সত্য উপাস্য আর তিনি ব্যতীত যাদের উপাসনা করা হয় তারা সকলেই বাতিল। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা সূরা হজ্জে বলেন,

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ هُوَ ٱلْبَٰطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْكَبِيرُ ﴿٦٢﴾ ﴾

'উহা এই জন্য যে, আল্লাহ্ তিনিই প্রকৃত সত্য এবং ওরা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে সে-ই বাতিল।[১]

সূরা লুকমানে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَٰطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْكَبِيرُ

'উহা এই জন্য যে, আল্লাহ্ তিনিই প্রকৃত সত্য এবং ওরা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে তা বাতিল।[২]

আল্লাহ্ সুবহানাহু আরো বলেন,

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ ﴾

'তোমার প্রতিপালক এই মর্মে আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ব্যতীত অন্য কারো 'এবাদত করবে না।'[১]

---

১. সূরা আল হাজ্জ-৬২

২. সূরা লুকমান-৩০

আল্লাহ্ 'আয্যা ওয়া জাল্লা আরো বলেন,

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝﴾

"আমরা একমাত্র তোমার-ই এবাদত করি ও শুধুমাত্র তোমার কাছে-ই সাহায্য প্রর্থণা করি।[২]

আল্লাহ্ তা'আলা অরো বলেন,

﴿وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ ۝﴾

'তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্য করতে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে।'[৩]

ইহা বড় ভিত্তি, দ্বীন ইসলামের মূল বিষয়, ইহা দ্বীন ইসলামে প্রবেশের প্রথম জিনিস, অতঃপর এই সাক্ষ্য প্রদান করা যে, মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু 'আলাআলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। এই দুই সাক্ষ্য দ্বীনের মূল বিষয়, এদুটি বাদে দ্বীন শুদ্ধ হবেনা। একটি অপরটির সাথে অতপ্রত ভাবে জড়িত, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাসূল হিসেবে প্রেরিত হওয়ার পর উভয়ের প্রতি ঈমান আনা জরুরী।

অতঃএব আল্লাহর একত্বের ঘোষনা ও নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান না আনা পর্যন্ত ইসলামে দিক্ষিত হবেনা, কোন ব্যক্তি যদিও দিনে রোজা রাখে এবং রাতে কিয়াম করে ও সব ধরণের 'এবাদত আল্লাহ্র জন্য করে আর মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাসূল রূপে প্রেরণ করার পরও যদি তাঁর প্রতি ঈমান না আনে তাহলে সে কাফেরই থাকবে, বরং সমস্ত আহলে 'এলমের নিকট মানুষের মধ্যে সে বড় কাফের হিসেবে বিবেচিত।

আর যদি কেউ মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু 'আআইহি ওয়া সাল্লামকে সত্য নবী হিসেবে বিশ্বাস করে এবং সব ধরণের ভাল কাজ করে, আর আল্লাহর

---

[১]. সুরা বানী ইসরাইল-২৩

[২]. সুরা আল ফাতেহা-৫

[৩]. সুরা আল বাইয়েনাহ-৫

সাথে শরীক করে, অর্থাৎ ফেরেশ্‌তা, নবী, মুর্তি, বৃক্ষ, পাথর, জীন, ও তারকার উপাসনা করে তাহলে এর ফলে সে পথভ্রষ্ট কাফেরে পরিণত হবে, যদিও সে বলে যে, মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল।

উভয়ের প্রতি ঈমান আনা একান্ত জরুরী। এখলাসের সাথে আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষনা দিতে হবে। আর অবশ্যই এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল, তাঁকে আল্লাহ্ জ্বীন ইনসানের নবী করে পাঠিয়েছেন, পূর্ববর্তি নবীদেরকে শুধুমাত্র নিজ গোত্রের নিকট প্রেরণ করেন, কিন্তু আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ্ আরব-অনারব, জ্বীন-ইনসান, পুরুষ-মহিলা, ধনী-গরীব, রাজা-প্রজা সকলের নিকট নবী করে প্রেরণ করেছেন, অর্থাৎ সকলেই তাঁর রেসালাতের অন্তর্ভূক্ত, অতএব যে ব্যক্তি তাঁর আহ্বানে সাড়া দিবে, আনুগত্য করবে, বিশ্বাস রাখবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে অহংকার করবে, বিমুখ হবে সে জাহান্নামে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَمَن يَكْفُرْ بِهِۦ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ ﴿١٧﴾ ﴾

'অন্যান্য দলের যারা ইহাকে অস্বীকার করে আগুনই তাদের প্রতিশ্রুত স্থান।'[১]

নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, " ঐ সত্ত্বার কসম যার হাতে আমার জীবন, এ উম্মতের ইয়াহুদী-নাসারা যার নিকটেই আমার বার্তা পৌঁছবে সে যদি আমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি ঈমান না এনেই মৃত্যু বরণ করে তাহলে সে জাহান্নামবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"

[১]. সূরা হুদ-১৭

তিনি আরো বলেন, "অন্যান্য নবীকে তাঁর নিজ সমপ্রদায়ের নিকট প্রেরণ করা হোত, আর আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে সকল মানুষের নিকট।"

আল্লাহ্ 'আয্যা ওয়া জাল্লা বলেন,

﴿ قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾

'বলুন, হে মানুষগণ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসূল।' [১]

আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা বলেন,

﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾

'আমি তো আপনাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি।' [২]

আল্লাহ্ সুবহানাহু আরো বলেন,

﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ ﴿١٠٧﴾ ﴾

'আমি তো আপনাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি।' [৩]

অতঃপর এই দুই সাক্ষ্য প্রদানের পরের স্থানেই হচ্ছে সালাত, দুই শাহাদাতের পর ইহাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় রুকন, যে ইহা হেফাজত করবে সে তার দ্বীনকে হেফাজত করবে, আর যে ইহা নষ্ট করবে সে অন্যগুলো আরো বেশি নষ্ট করবে,মুসনাদ আহমদে 'আব্দুল্লাহ্ বিন 'আম্র বিন 'আস রাযিয়াল্লাহু 'আনহুমা হতে সহীহ্ সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, একদা নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সহচরদের নিকট ছালাতের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,

---

[১]. সূরা আ'রাফ-১৫৮

[২]. সূরা সাবা-২৭

[৩]. সূরা আম্বিয়া-১০৭

مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُوراً وَبُرْهَاناً وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلاَ بُرْهَانٌ وَلاَ نَجَاةٌ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ .

"যে সালাতের হেফাজত করবে, কিয়ামতের দিন তার জন্য থাকবে আলো, দলীল-প্রমাণ ও পরিত্রাণ, আর যে তার হেফাযত করবেনা তার জন্য কিয়ামতের দিন আলো, দলীল ও পরিত্রাণ কিছুই থাকবেনা এবং সেদিন ফিরআউন, হামান, কারুন ও উবাই বিন খালাফের সাথে একত্রিত করা হবে।"[১]

এ ব্যাপারে কোন কোন ইমাম বলেছেন, সালাত পরিত্যাগকারীদের হাশর হবে জঘন্যতম কাফের সরদার, ফির'আওন, হামান, কারুন ও উবাই বিন কা'বের সাথে, কেননা তারা তাদের সাথে সাদৃস্যপূর্ণ, আর মানুষ কিয়ামতের দিন তার সাথেই থাকবে যার সাথে যার মিল রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿ ٱحْشُرُوا۟ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ وَأَزْوَٰجَهُمْ وَمَا كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ ﴿٢٢﴾ ﴾

' যালেম ও তার সাথীদেরকে একত্রিত কর।'[২]

যে নেতৃত্বের কারণে সালাত পরিত্যাগ করবে তার হাশর হবে ফির'আওনের সাথে, কেননা ফির'আওনকে তার বাদশাহীত্ব ও অহংকার হযরত মুসা 'আলাইহিস্সালামের সাথে শত্রুতা করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল যার ফলে ঐ সকল খারাপ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল যারা নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে ফেলে জাহান্নামবাসী হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿ أَدْخِلُوٓا۟ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴿٤٦﴾ ﴾

'ফির'আওন সম্প্রদায়কে কঠিন শাস্তির মধ্যে নিক্ষেপ কর।'[৩]

---

[১]. ইবনে হিব্বান-১৪৬৭

[২]. সূরা সাফফাত-২২

[৩]. সূরা গাফির-৪৬

(আল্লাহ্ আমাদেরকে এথেকে রক্ষা করুন)। আর যাকে তার চাকুরী বা মন্ত্রিত্ব সালাত থেকে বিরত রাখবে, তার হাশর হবে ফির'আওনের মন্ত্রি হামানের সাথে কারণ তার সাথে তার মিল রয়েছে। (আমরা এথেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থণা করছি)।

আর যদি সালাত ত্যাগ করে ধন-সম্পদ, মনোবৃত্তি ও নে'আমতের কারণে, তাহলে সে হবে হামানের মত, (যাকে আল্লাহ্ অঢেল সম্পদ দিয়েছিলেন ফলে সে অহংকার ও সীমালংঘন করেছিল যার কারণে আল্লাহ্ তাকে তার বাড়িসহ মাটির মধ্যে জীবিত পুঁতে দিয়েছেন) তার হাশর হবে হামানের সাথে এবং তার সাথে জাহান্নামে যাবে। আর যাকে তার ব্যবসা-বানিজ্য ও দুনিয়া উপার্জনে সালাত হতে বিরত রাখবে তার হাশর হবে মক্কার ব্যবসায়ী উবাই বিন খালাফের সাফে কেননা সে তার মত, অতএব তাকে তার সাথে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে।

সালাত হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ বিষয়। রাসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে সহীহ্ সনদে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,

رَأْسُ الأَمْرِ الإِسْلاَمُ وَعَمُودُهُ الصَّلاَةُ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ.

'ইসলাম হচ্ছে প্রধান বিষয় এবং তার স্তম্ভ হচ্ছে সালাত ও তার চুড়ার শির্শস্থান হচ্ছে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।'[১] তিনি আরো বলেন,

الْعَهْدُ الَّذِى بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.

আমাদের ও কাফেরদের মাঝে অঙ্গিকার হচ্ছে সালাতের, যে উহা পরিত্যাগ করবে সে কাফের হয়ে যাবে।'[২] মুসলিম শরীফে জাবির ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন,

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاَةِ.

"মানূষের মধ্যে ও কুফুর ও শিরকের মধ্যে পার্থক্য সালাত ছেড়ে দেয়া।" [১]

---

১. তিরমিযি, ঈমান, নং ২৫৪১, মুসনাদে আহমাদ ৫/২৩১।

২. তিরমিযি, ঈমান, বাব ৯ তারকুস্সালাত নং ২৫৪৫, নাসাঈ ৫ সালাত, ৮ হুকমে তারকুস্সালাত নং ৪৫৯, আহমাদ, ঈমান ৫/৩৪৬, ইবনে মাযাহ নং ১০৭৯,

বিষয়টি অতি বড় ও অত্যন্ত ভয়াবহ, আমরা যদি মানুষের বর্তমান অবস্থার দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাই যে, সালাত পরিত্যাগকারী ও জামাতের সাথে সালাত আদায়ে অবহেলাকরীর সংখ্যা অনেক বেশি। (লা-হাওলা ওয়ালা-কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্) আল্লাহর নিকট আমার ও সকল মুসলমানের জন্য হেদায়েত কামনা করছি।

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের জন্য তাঁর নে'য়ামত অত্যন্ত প্রসস্ত করেছেন, তবুও আদম সন্তান সীমালংঘন করে, যেমন অল্লাহ্ বলেন, "নিশ্চয় মানুষ সীমালংঘন করেই থাকে, কারণ সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে।"[২] আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে, তিনি নে'আমত ও মঙ্গলের ব্যাপকতা দান করেছেন তবুও অনেক মানুষ অবাধ্যতা ও কুফরীর মাধ্যমে নে'আমতের নাশুকরী করছে। (এ থেকে আল্লাহ্ আমাদের হেফাযত করুন)। এ থেকে বিরত থাকা একান্ত জরুরী।

আর প্রত্যেক মানুষের তার প্রতিবেশীদের যারা সালাত এবং আল্লাহ্ ও তাঁর বান্দাদের অন্যান্য হক আদায় করা থেকে পিছিয়ে রয়েছে, যারা অমনোযোগী এবং যাদের ত্রুটি রয়েছে তাদের নিকট দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া উচিৎ , হয়তবা তার দা'ওয়াতে আল্লাহ্ তাকে হেদায়াত দান করবেন। নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন,

فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ.

"উপস্থিত ব্যক্তিরা যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট আমার বাণী পৌঁছিয়ে দেয়, কেননা যাদের কাছে আমার বাণী পৌঁছানো হবে অনেক সময় তারা অধিক স্বরণ রাখবে আমার নিকট হতে সরাসরি শ্রবণকারী ব্যক্তির চেয়ে।"[৩] সুযোগ্য ওলামায়েকেরামগণ উল্লেখিত আয়াত ও হাদীসের ভিত্তিতে এইমত পোষন করেছেন যে, অলসতা করে সালাত ত্যাগকারী যদিও সালাতের উজুবিয়্যাতকে অস্বীকার না করে তবুও সে

১. মুসলিম ঈমান, ৩৫ নং অনুচ্ছেদ- من ترك الصلاة নং ৮৬, আহমাদ ৩/৩৮৯,
২. সূরা আলাক-৭
৩. সহীহ বুখারী ১৬৫৪

বড় কুফুরীকারীতে পরিণত হবে। আর অলসতা করে সালাত পরিত্যাগ করার অর্থ হ'লো ওয়াজিব নিয়ে খেল-তামাশা এবং প্রভুর সাথে বড় নাফারমানী করা, যার ফলে ওলামাদের দুই মতের প্রধান্য মতানুসারে সে কাফেরে পরিণত হয়, কারণ এ ব্যাপারে যে দলীল-প্রমাণ রয়েছে তা ব্যাপক অর্থ বহন করে, সালাতের ফরয হওয়াকে অস্বীকার করলেই শুধু কাফের হবে এমন কোন শর্তারোপ করা হয়নি।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

الْعَهْدُ الَّذِى بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.

"আমাদের ও তাদের (কাফের) মাঝে অঙ্গিকার হচ্ছে সালাতের, যে উহা পরিত্যাগ করবে সে কাফের হয়ে যাবে।"[১] এখানে তিনি এ কথা বলেননি যে, যে উহার ফরয হওয়াকে অস্বীকার করবে সে কাফের হবে বরং বলেছেন, যে উহা পরিত্যাগ করবে।

অনুরূপ রাসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন,

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاَةِ.

" আল্লাহর বান্দা ও শির্ক ও কুফরীর মাঝে পার্থক্য হচ্ছে, সালাত পরিত্যাগ করা।"[২]

এখানেও এ কথা বলেননি যে, সালাতের ওয়াজিব হওয়াকে অস্বীকার করলে কাফের হবে।

রাসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের মধ্যে সবচেয়ে স্পষ্টভাষী এবং সবার চেয়ে বেশী জ্ঞানী, তিনি ইচ্ছা করলে এ ভাবে বলতে পারতেন, যে সালাতের ওয়াজিব হওয়াকে অসীকার করবে সে কাফের হবে, কিন্তু এ ভাবে তিনি বলেননি বরং বলেছেন, " যে সালাত পরিত্যাগ করবে সে কাফের হয়ে যাবে।" এ কথার দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, শুধুমাত্র ইচ্ছাকৃত সালাত পরিত্যাগ করলেই কাফের হয়ে যাবে। (আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন)। মুসলমান নারীর জন্য তার

---

[১]. মুসতাদরাক হাকেম-১১

[২]. মুসলিম হাদীস নং ৮২

স্ত্রী হিসেবে থাকা বৈধ নয় যতক্ষন সে তাওবা করে আল্লাহর পথে ফিরে না আসবে। প্রখ্যাত তাবে'য়ী 'আব্দুল্লাহ্ বিন শাকীক আল-'ওকাইলী বলেন, রাসূলের সাহাবাগণ সালাত ছাড়া অন্য কোন আমল ত্যাগ করাকে কুফরী মনে করতেন না।

তিনি আরো বলেন, সালাত পরিত্যাগকারী কাফের হওয়ার ব্যাপারে সাহাবাগণ একমত তারাও এ শর্তারোপ করেননি যে, সালাত ওয়াজিব হওয়াকে অস্বীকার করলে কাফের হবে নচেৎ নয়। তবে যে ব্যক্তি সালাত ওয়াজিব হওয়াকে অস্বীকার করবে তার বড় কাফির হওয়ার ব্যাপারে কারো দ্বীমত নেই, যদিও সে মানুসের সাথে সালাত আদায় করে।

অনুরূপভাবে কেও যদি যাকাত, রোযা এবং হজ্ব করার ক্ষমতা থাকা সত্বেও এ গুলির ওয়াজিব হওয়াকে অস্বীকার করে সকলের ঐক্যমতে সে বড় কাফেরে পরিণত হবে। অনুরূপভাবে কেও যদি বলে ব্যাভিচার, মদ পান, সমকামীতা, পিতা-মাতার অবাধ্যতা, সুদ খাওয়া হালাল, তাহলে সে সকলের ঐক্যমতে কাফের, কেননা আল্লাহ্ যা হারাম করেছেন তা সে হালাল মনে করছে, (আল্লাহর নিকট আমরা পরিত্রাণ কামনা করছি)।

কিন্তু যদি সে এগুলোর হারাম হওয়া সম্পর্কে অবগত না থাকে তাহলে তাকে শিক্ষা দেওয়া ওয়াজিব, তবে এর পরও যদি সেগুলোর ওয়াজিব কে অ-স্বীকার করে তাহলে সে সকলের ঐক্যমতে কাফের হয়েযাবে। আল্লাহ্ তাওফীক দাতা। রহমত ও শন্তি বর্শিত হোক আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মাদ ﷺ এবং তাঁর বংশধর ও সাহাবাগণের প্রতি।

كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
নবী ﷺ এর সালাত আদায়ের পদ্ধতি

সমস্ত প্রসংসা একমাত্র আল্লাহ্‌র যিনি একক, সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর দাস ও রাসূল আমাদের নাবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবার ও সাহাবাদের প্রতি। প্রশংসান্তে যানাচ্ছি যে, ইহা নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সালাতের পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিছু কথা, যা আমি সকল মুসলমান নর-নারীর নিকট পৌছানোর ইচ্ছা করেছি, যতে তারা সালাতের ক্ষেত্রে নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুবহু অনুসরণ করতে পারে। আর এটি এ কারণে যে, রাসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي .

অর্থ "আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখছো তোমরা সেভাবে সালাত আদায় কর" [১]

সালাতের পদ্ধতি নিম্নরূপ:

১. **সুন্দর ভাবে ওজু করবে** আল্লাহ্ তা'আলার এই বাণীর প্রতি আমলপূর্বক তাঁর নির্দেশানুযায়ী ।

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ﴾

"হে মু'মিনগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্য প্রস্তুত হবে তখন তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে এবং তোমাদের মাথা মাসেহ করবে এবং পা গ্রন্থি পর্যন্ত ধৌত করবে; ।"[২]

---

১. বুখারী: আযান, নং ২৯২, দারেমী: সালাত,নং ১২২৫

২. সুরা মায়েদা-৬

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُور

"পবিত্রতা ছাড়া সালাত কবুল করা হয়না।" [১]

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতে ত্রুটিকারী একজন ব্যক্তিকে বল্লেন,

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ .

"যখন সালাতের জন্য প্রস্তুত হবে তখন সুন্দরভাবে ওজু কর।"[২]

সালাত আদায়কারী ফরয অথবা নফল যা আদায় করতে চায় সেই নিয়্যাতে সম্পূর্ণরূপে কাবার দিকে মুখ করে দাঁড়াবে। নিয়্যাত মুখে পড়বেনা বরং অন্তরে সংকল্প করবে, কেননা নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবাগণ মুখে উচ্চারণ করেননি।

২. **কিবলামুখী হবে:** কিবলামূখী হয়ে সালাত আদায় করা সালাত শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত। তবে কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে যা বিজ্ঞ আলেমদের কিতাবে উল্লেখিত হয়েছে।

৩. **তাকবীরে তাহরিমা দিবে:** সিজদার স্থানে দৃষ্টি রেখে তাকবীরে তাহরীমার জন্য আল্লাহু আকবার বলবে।

৪. **কাঁধ বরাবর হাত উত্তোলন:** আল্লাহু আকবার বলার সময় দু-হাত দু-কাঁধ বা কান বরাবর উত্তোলন করবে।

৫. **বুকের উপর হাত স্থাপন:** ডান হাতের কব্জি বাম হাতের কব্জির উপর দিয়ে বুকের উপর রাখবে, কেননা নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এমনটি প্রমাণিত রয়েছে।

৬. **ছানা পাঠ:** সালাত শুরু করার দু'য়া পাঠ করা সুন্নাত। দু'আটি নিম্নরূপ:

---

১. মুসলিম: তাহারাত নং ৩২৯, তিরমিযি : তাহারাত নং ১,

২. বুখারী: ইস্তিযান নং ৫৭৮২ ও ৬১৭৪, ও আবু দাউদ: সালাত নং ৭৩০, ও ইবনে মাযাহ্- ৪৪১,

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَـاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ.

উচ্চারণ: "অল্লাহুম্মা বায়েদ বাইনী ওয়া বাইনা খাত্বাইয়াইয়া কামা বা-য়াত্তা বাইনাল মাশরিকি ওয়াল মাগরিবি, আল্লাহুম্মা নাক্কেনী মিন খাত্বাইয়াইয়া কামা ইউ নাক্কাস্‌সাউবুল আবইয়াযু মিনাদ্দানাসি, আল্লাহুম্মাগসিল খাত্বাইয়াইয়া বিলমা-য়ি ওয়াস সালজি ওয়াল বারাদি।"

অর্থঃ "হে আল্লাহ্! আমার ও আমার গুনাহের মাঝে এই পরিমান দুরত্ব রাখ যে পরিমান দুরুত্ব রয়েছে পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে, হে আল্লাহ্! আমাকে অমার পাপ হতে সেরূপ পরিষ্কার কর যেরূপ সাদা কাপড় ময়লা হতে পরিষ্কার করা হয়, হে আল্লাহ্ ! আমাকে আমার পাপ হতে পানি, বরফ ও শিশির দ্বারা ধুয়ে দাও।"

আর ইচ্ছা হলে এর পরিবর্তে এ দু'আও পাঠ করতে পারে ঃ-

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ .

উচ্চারণঃ-" সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়াবি হামদিকা তাবারাকাস্ মুকা ওয়া তা'আ-লা জাদ্দুকা ওয়া লা-ইলাহা গাইরুকা।"

অর্থঃ-'হে আল্লাহ্! আমি তোমার প্রসংসার সহিত পবিত্রতা বর্ণনা করছি। তোমার নাম অতি বরকতময়, তোমার মাহাত্ম্য অতি উচ্চ এবং তুমি ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই।'[১]

এ ছাড়াও সালাত আরম্ভ করার যে সকল দু'আ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে প্রমানিত সে সকল দু'আ পাঠ করতে কোন দোষ নেই, তবে আনুগত্যের দিক দিয়ে উত্তম ও পরিপূর্ণ হোল, একেক সময় একেক দু'আ পাঠ করা।

[১]. বোখারীঃ অযান নং ৭১৪, ও মুসলিমঃ সালাত ৫৯৫, ও তিরমিযিঃ সালাত ২৩০, ও নাসাঈ:৯০১

অত:পর আ'উযুবিল্লাহি মিনাশ্‌শাইত্বা-নির্ রাজীম এবং বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম বলে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

'যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করবেনা তার সালাত শুদ্ধ হবেনা।[১]

৭. **তাকবীর দিয়ে রুকুতে যাবে:** তাকবীর সহকারে রুকু করবে এবং দুই হাত কাঁধ অথবা কান বরাবর উঠাবে, দু'হাত দু'হাঁটুতে রাখবে এবং হাতের আংগুল সমূহ ফাঁক করে রাখবে, পিঠ ও মাথা সমান রাখবে উঁচু-নীচু যেন না থাকে। শান্তশিষ্টভাবে রুকু করবে এবং রুকুতে এ দু'আ পাঠ করবে ঃ-

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ

"সুবহানা রাব্বিইয়্যাল আযীম"[২] 'আমার মহান প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি। উত্তম হ'ল তিন বা ততোধিকবার পাঠ করা। উক্ত দু'আর সাথে এ দু'আ পাঠ করাও মুস্তাহাব।

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى .

"সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া বিহামদিকা আল্লাহুম্মাগ্ ফিরলী।" 'হে আল্লাহ্! হে আমাদের প্রতিপালত! তোমার প্রসংসার সহিত পবিত্রতা বর্ণনা করছি, অতএব হে আল্লাহ্ ! আমাকে ক্ষমা করে দাও।'[৩]

৮. **সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্ বলা:** ইমাম অথবা একাকী সালাত আদায়কারী রুকু থেকে উঠার সময় বলবে, "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্" 'আল্লাহ প্রশংসাকারীর প্রশংসা শুনেছেন' এবং দু'হাত কাঁধ অথবা কান বরাবর উত্তোলন করবে এবং দাড়ানোর পর বলবে,

---

১. বুখারী : নং-৭২৩
২. মুসলিম: নং-৭৭২
৩. বুখারী: নং৭৬১

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ.

'রাব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দু হামদান কাসীরান ত্বাইয়িবান মুবারাকান ফীহ্, মিলআস্ সামাওয়াতি ওয়া মিলআল আরযি ওয়া মিলআ মা শি'তা মিন শাইয়িম বা'দু।"

হে আমাদের রব! একমাত্র তোমারই প্রশংসা, উপযুক্ত, পবিত্র, বরকতময় অনেক প্রশংসা, আসমান সমূহ, পৃথিবী ও উভয়ের মাঝে যা কিছু আছে তা পূর্ণকরে এমন প্রশংসা এবং এর পরও আর যা কিছু আপনি চান তা পরিপূর্ণ আপনার প্রসংসা। মুক্তাদী হলে রুকু হতে উঠার সময় বলবে, "রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদু----"শেষ পর্যন্ত বলবে।

আর ইমাম ও মুক্তাদী উভয়েরই বুকের উপর হাত রাখা মুস্তাহাব, যেমনটি, রুকুর পূর্বে দাড়ানো অবস্তায় করেছিল। ওয়ায়েল বিন হুজর এবং সাহ্‌ল বিন সা'দ (রাযিয়াল্লাহু 'আনহুমা) হতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে এমনটি প্রমাণিত।

৯. **আল্লাহু আকবার বলে সিজদা করবেঃ** তাকবীর দিয়ে সিজদায় যাবে এবং সম্ভব হলে দু'হাতের পূর্বে দু'হাটু রাখবে, আর এটি করা যদি তার প্রতি কঠিন হয় তাহলে দু'হাটুর পূর্বে দু'হাত রাখবে এবং হাত- পায়ের আঙ্গুল গুলো কিবলামুখি করে রাখবে আর হাতের আঙ্গুলগুলো পরস্পর মিলিয়ে রাখবে এবং সাতটি অঙ্গের উপর সিজদা করবেঃ– নাকসহ কপাল, দু'হাত, দু'হাঁটু ও দু'পায়ের আঙ্গুলের পেট।

তারপর এ দু'আ পাঠ করবে,

سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى

উচ্চারণঃ "সুবহানা রাব্বিইয়াল আ'লা" অর্থঃ 'হে আমার মহান প্রতিপালক ! আমি তোমার যথাযথ পবিত্রতা বর্ণনা করছি।' দু'আটি তিন বা ততোধিকবার পাঠ করবে। এর সাথে এ দোয়াটিও পাঠ করা ভাল।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ، اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي.

উচ্চারণঃ "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রব্বানা অয়াবিহামদিকা, আল্লাহুম্মাগ্ ফিরলী" অর্থঃ 'হে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ ! আমি তোমার যথাযথ পবিত্রতা বর্ণনা করছি ও প্রশংসা করছি, হে আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা কর।'[১]

সিজদায় বেশি বেশি দু'আ করবে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'তোমরা রুকুতে তোমাদের রবের মহত্ব বর্ণনা কর এবং সিজদায় বেশি বেশি দু'আ করার চেষ্টা কর, তোমাদের দু'আ কবুল হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।[২]

ফরজ ও নফল নামাযে রবের নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের মঙ্গল কামনা করবে। আর সিজদা অবস্থায় দু'হাত পাজর হতে আলাদা রাখবে, পেট রান হতে দুরে রাখবে, রান পায়ের বাঁশি হতে দুরে রাখবে এবং মাটি হতে বাহু উর্ধে রাখবে। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "সোজা ভাবে সিজদা কর, তোমাদের কেহ যেন তার বাহুকে কুকুরের ন্যায় বিছিয়ে না রাখে।"[৩]

১০. **আল্লাহু আকবার বলে মাথা উঠাবে:** তাকবীর দিয়ে সিজদা হতে মাথা উঠিয়ে বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসবে এবং ডান পা খাড়া রাখবে, দু'হাত দু'রান বা দু'হাঁটুর উপর রাখবে এবং এ দু'আ পাঠ করবে।

اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَاجْبُرْنِي وَارْزُقْنِي.

উচ্চারণঃ "আল্লাহুম্মাগ্ ফিরলী, ওয়ারহামনী ওয়াহ্দিনী অজবুরনী ওয়ারযুকনী।"

---

[১]. বুখারী: নং-৭৬১

[২]. মুসলিম: অধ্যায়:সালাত: হাদীস নং ৭৩৮, আবু দাউদ: অধ্যায়: সালাত-৭৪২, মুসনাদ আহমাদ,: ১২৬০ ও ১৮০১।

[৩]. বুখারী: অধ্যায়: আযান-৭৭৯ , মুসলিম: অধ্যায়: সালাত, হাদীস নং ৭৬২, নাসায়ী: হাদীস: ১০৯৮।

অর্থঃ 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি রহম করুন, আমাকে হেদায়েত দান করুন, আমার ঘাটতিপূরণ করুন এবং আমাকে রিযিক দান করুন।'

১১. **আল্লাহু আকবার বলে দ্বিতীয় সিজদা করবেঃ** তাকবীরসহ দ্বিতীয় সিজদা দিবে এবং প্রথম সিজদার অনুরূপ করবে।

১২. **আল্লাহু আকবার বলে মাথা উঠাবেঃ** তাকবীরসহ সিজদা হতে মাথা উঠিয়ে অল্পক্ষণ বসবে যেমন দু'সিজদার মাঝে বসেছিল, আর এ বসার নাম 'জালসাতুল ইসতেরাহা'। এ বসাটি মুস্তাহাব, বাদ দিলে কোন ক্ষতি নেই এবং এতে কোন জিকির বা দু'আ নেই। অতঃপর সম্ভব হলে হাঁটুতে ভর করে দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাড়িয়ে যাবে, আর সম্ভব না হলে মাটিতে হাত রেখে দাঁড়াবে অতঃপর সূরা ফাতিহা পাঠ করবে অত:পর সহজ সাধ্য যে কোন সূরা পাঠ করবে, এরপর প্রথম রাকাতের ন্যায় বাকী কাজগুলো করবে।

১৩. **বৈঠকে বসবেঃ** সালাত যদি দু'রাকাত বিশিষ্ট হয়, যেমন ফজর, জুম'আহ্, ঈদ তাহলে দ্বিতীয় সিজদা হতে উঠে বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসবে এবং ডান পা খাড়া রাখবে, ডান হাত ডান পায়ের রানের উপর রাখবে এবং সবগুলো আঙ্গুল বন্ধ রেখে শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে আল্লাহর একত্বের ঘোষণা দিবে, অথবা কনিষ্ঠা ও অনামিকা বন্ধ করে মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা গোলাকার করবে এবং শাহাদাত আঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করবে, উভয় পদ্ধতি রাসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে প্রমাণিত, তবে উত্তম পন্থা হচ্ছে, কোন সময় এভাবে কোন সময় ঐভাবে আমল করা। আর বাম হাত বাম রান ও হাঁটুর উপর রাখবে, অতঃপর তাশাহুদ পাঠ করবে।

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

উচ্চারণঃ "আত্তাহিইইয়াতু লিল্লাহি ওয়াস্ সালাওয়াতু ওয়াত্ ত্বাইয়িবাতু, আস্সালামু 'আলাইকা আইউহান্নাবিউ ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, আস্সালামু 'আলাইনা ওয়া 'আলা এবাদিল্লা-হিস্সালেহীন, আশহাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।"

অর্থঃ 'মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক যাবতীয় 'ইবাদাত আল্লাহর জন্য। হে নবী! আপনার উপর আল্লাহর শান্তি, রহমত ও বরকত নাযিল হোক, আমাদের ও আল্লাহর নেক বান্দাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ্ নেই, আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।'[১]

অতঃপর এই দু'আ অর্থাৎ দুরূদে ইবরাহীমি পাঠ করবেঃ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

উচ্চারণঃ "আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া 'আলা আলে মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা 'আলা ইব্রাহীমা ওয়া 'আলা আলে ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ, আল্লাহুম্মা বারেক 'আলা মুহাম্মাদেওঁ ওয়া 'আলা আলে মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা 'আলা ইব্রাহীমা ওয়া 'আলা আলে ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ।"

অর্থঃ 'হে আল্লাহ্! তুমি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর বংশধরের উপর রহমত নাযিল কর যেমন রহমত নাযিল করেছিলে ইব্রাহীম ও তাঁর বংশধরের উপর, নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত গৌরবান্বিত। হে আল্লাহ্! তুমি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সল্লাম) ও তাঁর

[১]. বুখারী-৮৩১, ও মুসলিমসহ অন্যান্য সুনান গ্রন্থ।

বংশধরের উপর বরকত নাযিল কর, যেমন বরকত নাযিল করেছিলে ইব্রাহীম ও তাঁর বংশধরের উপর, নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত গৌরবান্বিত।'

এরপর নিম্নোক্ত চারটি জিনিষ হতে আল্লাহর নিকট পরিত্রাণ চাইবে।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ.

উচ্চারণঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন 'আযাবি জাহান্নামা ওয়া মিন 'আযাবিল কাবরি, ওয়া মিন ফিতনাতিল মাহ্ইয়া ওয়াল মামাতি ওয়া মিন শাররি ফিতনাতিল মাসীহিদ্দাজ্জালি।"

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থণা করছি জাহান্নাম ও কবরের 'আযাব হতে, জীবন ও মরণকালীন ফিৎনা হতে এবং মাসীহিদ্দাজ্জালের (কানা দাজ্জালের) ফিতনা হতে পরিত্রাণ চাইছি।'[১]

অতঃপর দুনিয়া ও আখেরাতের মঙ্গল কামনা করে দু'আ করবে, পিতা-মাতা কিংবা অন্যান্য মুসলমানের জন্য দু'আ করলেও দোষ নেই, আর দু'আর ক্ষেত্রে ফরজ ও সুন্নাতে কোন পার্থক্য নেই, উভয়টি সমান, কারণ এ ব্যাপারে অব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ﵁ হতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লা সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে এমনটি প্রমান রয়েছে। যেমন তিনি বলেন ঃ –"অতঃপর তার পছন্দমত দোয়া চয়ন করে পাঠ করবে।" [২]

অন্য শব্দে এভাবে বর্ণিত হয়েছে, অর্থঃ "অতঃপর সে যেন তার ইচ্ছামত দু'আ চয়ন করে।"[৩] ইহা ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত, দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণকর সব কিছুই এর অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর ডানে ও বামে সালাম ফিরাবে। বলবে, আস্সালামু 'আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্, আস্সালামু 'আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্।

---

১. মুসলিম-১৩৫২ অন্যান্য সুনান।

২. নাসায়ীঃ আস্সাহু, হাদীস নং ১২৮১ আবু দাউদঃ আস্সালাত, হাদীস নং ৮২৫।

৩. মুসলিমঃ আস্সালাত, হাদীস নং ৬০৯।

১৪. প্রথম বৈঠক শেষে পরবর্তী রাকা'আতের জন্য দন্ডায়মানঃ যদি তিন রাকাত বিশিষ্ট সালাত হয় যেমন মাগরিব, অথবা চার রাকাত বিশিষ্ট সালাত যেমন, যোহর, 'আসর ও 'এশা, তাহলে ইতিপূর্বে উল্লেখিত তাশাহুদ এবং রাসূলের প্রতি দরূদ পাঠ করবে, অতঃপর তাকবীর দিয়ে হাঁটুতে ভর দিয়ে দাড়াবে এবং দু'হাত কাঁধ বরাবর উঠিয়ে বুকের উপর রাখবে যেভাবে পূর্বে রাখা ছিল, এরপর শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। কিন্তু যদি যোহরের তৃতীয় কিংবা চতুর্থ রাকাতে সূরায়ে ফাতেহার পর কোন কোন সময় অন্য সূরা পাঠ করে নেয় তাহলে কোন দোষ নেই। আবু সাইদ রাযিইয়াল্লাহু 'আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে এমটি প্রমাণিত। আর প্রথম তাশাহুদের পর কেও যদি দরূদ পাঠ না করে তাতেও কোন দোষ নেই, কেননা প্রথম তাশাহুদের পর দরূদ পাঠ মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। এরপর মাগরিবের তৃতীয় রাকাতের পর এবং যোহর, আসর ও 'এশার চতুর্থ রাকাতের পর তাশাহুদ পাঠ করবে, যেমন দু'রাকাত বিশিষ্ট সালাতের ক্ষেত্রে ইতিপূর্বে আলোচনা হয়েছে।

অতঃপর ডানে ও বামে সালাম ফিরিয়ে তিনবার 'আসতাগ্ ফিরুল্লাহ্' বলে নিম্নের দু'আ গুলো পাঠ করবে ঃ–

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّـهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلاَ يَنْفَـعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَـاءُ الْحَسَنُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আনতাস্ সালামু ওয়া মিনকাস্ সালামু তাবারাকতা ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম, লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারিকালাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর, লাহাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ্, আল্লাহুম্মা লা-

মানি'য়া লিমা আ'তাইতা ওয়ালা মু'তিইয়া লিমা মানা'তা ওয়ালা ইয়ানফা'উ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালা না'বুদু ইল্লা ইইয়াহু লাহুন নি'মাতু, ওয়ালাহুল ফাযলু ওয়ালাহুছ্ ছানাউল হাসানু, লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুখলেসীনা লাহুদ্দীনা ওয়ালাও কারিহাল কাফিরূন'।

অর্থঃ "হে আল্লাহ্! তুমি শান্তিময় তোমার পক্ষ হতে শান্তি, তুমি অতি বরকতময় হে মহিমাময় ও সম্মানী, আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ্ নেই, তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই, একমাত্র তাঁরই বাদশাহী ও প্রশংসা, তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান, আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া গুনাহ্ হতে ফিরে আসার ও নেকী করার কোন ক্ষমতা নেই।

হে আল্লাহ্! তুমি যা দান কর তাতে বাধা দেয়ার কেও নেই আর তুমি যাতে বাধা দাও তাও প্রদান করার কেও নেই এবং অর্থশালীর অর্থ তাকে তোমার থেকে রক্ষা করতে পারবে না। আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ্ নেই, আমরা তিনি ব্যতীত অন্য কারো 'এবাদত করিনা, নে'য়ামত একমাত্র তাঁরই জন্য এবং সমস্ত মর্যাদা ও উত্তম প্রশংসা একমাত্র তাঁরই জন্য। আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ্ নেই, তাঁর দ্বীন নির্ভেজাল কাফিররা যদিও তা অপছন্দ করে।"[১]

অত:পর ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ্, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ্, ৩৩ বার আল্লাহু আকবার বলবে এবং এই দু'আ পাঠ করবে।

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ.

উচ্চারণঃ "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।"

অর্থঃ 'আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই, তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই, বাদশাহী একমাত্র তাঁরই এবং প্রশংসা শুধু তাঁরই নিমিত্তে, তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান।'

---

[১]. মুসলিম-১৩৬২, ও অন্যান্য সুনান।

প্রত্যেক সালাতের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা এখলাস, নাস ও ফালাক পাঠ করবে। ফজর ও মাগরিব সালাতের পর উল্লেখিত সূরা তিনটি তিনবার করে পাঠ করা ভাল, কেননা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এমনটি প্রমানিত রয়েছে। সালাতের পর উল্লেখিত দু'আগুলো পাঠ করা সুন্নাত, ফরজ নয়।

প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর কর্তব্য হ'ল মোট বার রাকাত (সুন্নাত) সালাত আদায় করা, যোহরের পূর্বে চার রাকা'আত এবং পরে দু'রাকা'আত, মাগরিবের পর দু'রাকা'আত, 'এশার পর দু'রাকা'আত, ফজরের আগে দু'রাকা'আত।

এই সালাতকে সুন্নাতে রাতেবা বলা হয়, কেননা এই সালাতগুলো রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাড়িতে থাকা অবস্থায় সর্বদা আদায় করতেন, আর সফর অবস্থায় শুধুমাত্র বিতর ও ফজরের দু'রাকা'আত সুন্নাত আদায় করতেন। বিতর ও সুন্নাতে রাতেবাগুলো ঘরে পড়া ভাল, তবে কেহ যদি মসজিদে আদায় করে তাতে কোন দোষ নেই। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "মানুষের ফরজ ব্যতীত অন্য সালাত ঘরে পড়াই উত্তম।"[১]

এই সালাত সমূহ যথাযথভাবে হেফাজতের মাধ্যমে মানুষ জান্নাত লাভ করতে পারে, যেমন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, " যে ব্যক্তি দিনে-রাতে মোট বার রাকা'আত নফল সালাত আদায় করবে তার জন্য আল্লাহ্ বেহেশতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন।"[২]

কেহ যদি আসরের আগে চার রাকা'আত, মাগরিবের আগে দু'রাকা'আত ও 'এশার পূর্বে দু'রাকা'আত সালাত আদায় করে তাহলে তা-ও ভাল, কেননা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে সহীহ সূত্রে এমনটি প্রমানিত রয়েছে। আর কেহ যদি যোহরের পূর্বে চার

---

১. বোখারীঃ আজানঃ হাদীস নং ৬৯৮, হাদীস নং ৬৮৯, মুসলিমঃ সালাতুল মুসাফেরীন, হাদীস নং ১৩০১, তিরমিযীঃ আস্‌সলাত, হাদীস নং ৪১২।

২. মুসলিমঃ সলাতুল মুসাফেরীন, হাদীস নং ১১৯৮, ১১৯৯, আবুদাউদঃ আস্‌সলাত, হাদীস নং ১০৫৯, তিরমিযীঃ কিয়ামুললাইলি ..... হাদীস নং ১৭৭৩।

রাকা'আত এবং পরে চার রাকাত সালাত আদায় করে তাহলে এমনটি করাও ভাল কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى النَّارِ .

অর্থঃ 'যে ব্যক্তি যোহরের পূর্বে চার রাকা'আত এবং পরে চার রাকা'আত সুন্নাতের হেফাজত করবে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জাহান্নাম হারাম করবেন।'[১]

অর্থাৎ যোহরের পর সুন্নাতে রাতিবার পর আরো দু'রাকা'আত বৃদ্ধি করবে, আর এটি জানা আছে যে, সুন্নাতে রাতিবা যোহরের পূর্বে চার রাকা'আত এবং পরে দু'রাকা'আত, অতএব যখন কেহ যোহরের পরে আরো দু'রাকা'আত বৃদ্ধি করবে তখন সে উম্মে হাবীবা রাযিইয়াল্লাহু 'আনহা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে উল্লেখিত ফজীলত লাভ করবে। আল্লাহ্ তাওফীক দাতা। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পরিবার-পরিজন, সাথীগণ এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা তাঁর অনুসারী হবেন তাদের উপর।

[১]. তিরমিযীঃ আস্‌সলাত, ৩৯৩, আবু দাউদঃ আস্‌সলাত, ১০৭৭, মুসনাদ আহমাদঃ ২৫৫৪৭।

كيفية صلاة المريض
অসুস্থ ব্যক্তির সালাত আদায়ের পদ্ধতি

যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে অক্ষম সে বসে বসে সালাত অদায় করবে, আর বসে সালাত আদায় করতে সক্ষম না হলে কেবলামুখী হয়ে শুয়ে শুয়েই সালাত আদায় করবে, ডান কাতে শয়ন করা ভাল, আর তাও যদি সম্ভব না হয় তাহলে চিৎ হয়ে শুয়ে সালাত আদায় করবে, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম ঐক্যমত হয়েছেন । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'ইমরান বিন হুসাইন কে বলেন, "দাড়িয়ে সালাত আদায় কর, তাতে সক্ষম না হলে বসে সালাত আদায় কর, আর যদি বসে সালাত আদায় করতে না পার তাহলে কাত হয়ে শুয়ে সালাত আদায় কর।"[১]

ইমাম বুখারী এভাবেই বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম নাসা'ঈ বৃদ্ধি করেছেন, 'যদি কাত হয়ে শুয়ে সালাত আদায় করা সম্ভব না হয় তাহলে চিৎ হয়ে শুয়ে সালাত আদায় করবে।'

যদি কেউ দাড়ানোর ক্ষমতা রাখে কিন্তু রুকু সিজদা করার মত ক্ষমতা না রাখে তাহলে তাকে দাড়িয়েই সালাত আদায় করতে হবে এবং রুকুর সময় ইশারায় রুকু করে বসে যাবে অতঃপর ইশারায় সিজদা করবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনিতভাবে দাঁড়াও।'[২]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'দাঁড়িয়ে সালাত আদায় কর" এবং আল্লাহ্ তা'আলার ব্যাপক নির্দেশ, 'তোমরা যথা সম্ভব আল্লাহকে ভয় কর।'[৩]

---

১. বোখারী, জুমআ,হাদীস নং১০৫০, আবু দাউদ, নামায ,৮১৫
২. আল-বাকারাঃ ২৩৮
৩. আত্ তাগাবুন ঃ ১৬

যদি কারো চোখে অসুখ হয় এবং নির্ভরযোগ্য ডাক্তার পরামর্শ দেয় যে, তুমি যদি চিৎ হয়ে শুয়ে সালাত আদায় কর তাহলে তোমাকে ঔষধ দেয়া সম্ভব নচেৎ নয়, তাহলে তার চিৎ হয়ে শুয়ে সালাত আদায় করা উচিৎ।

আর যে রুকু-সিজদা করতে অক্ষম সে ইশারায় রুকু-সিজদা করবে এবং সিজদার সময় রুকুর চেয়ে মাথা বেশি অবনত করবে, আর যদি শুধু সিজদা করতে অপারগ হয় তাহলে রুকু করবে এবং সিজদার জন্য ইশারা করবে, আর কেও যদি পিঠ ভাঁজ করতে সক্ষম না হয় তাহলে হাঁটু ভাঁজ করবে, আর যদি কারো পিঠ ধনুকের ন্যায় বাঁকা হয়ে যায় দেখলে মনে হয় রুকুতে আছে, সে যখন রুকু করতে ইচ্ছা করবে তখন তার ঝুঁকে থাকা অবস্থার চেয়ে সামান্য কিছু বাড়িয়ে দিবে এবং সিজদার সময় যতদুর সম্ভব রুকুর চেয়ে বেশি ঝুঁকে যমীনের কাছাকাছি মুখ নিয়ে যাবে।

কেও যদি মাথা দ্বারা ইশারা করতে সক্ষম না হয়, তাহলে তার জন্য নিয়্যাত করা এবং দু'আগুলো মুখে পড়াই যথেষ্ট। পূর্বের দলীল মতে জ্ঞান থাকা পর্যন্ত সালাত আদায় করতে হবে, অবস্থা যেমনই হোক তার উপর থেকে সালাত রহিত হবেনা।

অসুস্থ ব্যক্তি যে কাজ করতে অপারগ যেমন দাঁড়ানো, বসা, রুকু, সিজদা, ইশারা করা ইত্যাদি, উক্ত সালাতের মধ্যেই যদি ঐ সমস্ত কাজ করার ক্ষমতা ফিরে পায় তাহলে ক্ষমতানুযায়ি কাজ করবে এবং আদায়কৃত সালাতের উপর বাকী সালাতের ভিত্তি করবে।

কেউ যদি সালাতের সময় ঘুমিয়ে থাকে অথবা সালাতের কথা ভুলে যায় তাহলে যখন তার ঘুম ভাঙ্গবে অথবা স্মরণ হবে তখনি সাথে সাথে আদায় করে নিবে এরূপ করা ওয়াজিব, তার জন্য এ অপেক্ষায় বসে থাকা উচিৎ নয় যে, পুনরায় সেই ওয়াক্ত ফিরে আসলে সেই ওয়াক্তের সাথে ছুটে যাওয়া সালাত আদায় করব। কেননা রাসূলুল্লা সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ نَسِيَ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا.

অর্থঃ 'যে ব্যক্তি সালাতের কথা ভুলে যায় অথবা ঘুমের কারনে সালাত আদায় করতে না পারে তাহলে সে যেন তখনি সে সালাত আদায় করে নেয় যখন সে ঘুম থেকে জাগবে অথবা স্মরণ হবে, এটাই তার জন্য কাফ্ফারা এ ছাড়া অন্য কোন কাফ্ফারা নেই।'[১] অত:পর এই আয়াত পাঠ করলেন,

وَأَقِمِ الصَّلَوٰةَ لِذِكْرِىْ

অর্থাৎ 'তোমরা আমার স্মরণার্থে সালাত আদায় কর'।[২]

কোন অবস্থাতেই সালাত পরিত্যাগ করা বৈধ নয়, বরং যার উপর সালাত ফরজ তার অসুস্থতার সময় সালাতের প্রতি সুস্থাবস্থার চেয়ে আরো বেশি আগ্রহী হওয়া উচিৎ এবং জ্ঞান থাকা অবস্থায় অসুস্থ হলেও ফরজ সালাত সাধ্যমত সময়ের মধ্যে আদায় করা অবশ্য কর্তব্য। আর যে ব্যক্তির উপর শরীয়তের বিধান অর্পিত হয়েছে এবং সে সালাত ত্যাগ করার বিধান সম্পর্কেও অবগত রয়েছে।

ইশারা করে হলেও সে সালাত আদায় করতে সক্ষম, এমতাবস্থায় সালাত ত্যাগ করলে গুনাহগার হবে, কিন্তু একদল ওলামায়ে কেরামের মতে সে কাফিরে পরিণত হবে, কেননা নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

الْعَهْدُ الَّذِى بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.

অর্থ: 'আমাদের ও কাফিরদের মাঝে অঙ্গিকার হচ্ছে সালাতের, যে উহা পরিত্যাগ করল সে কুফরী করল'।[৩] তিনি আরো বলেন,

رَأْسُ الأَمْرِ الإِسْلاَمُ وَعَمُودُهُ الصَّلاَةُ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ .

---

১. বোখারী, মাওয়াকীতুস্সালাত নং ৫৬২, মুসলিম , মাসাজিদ ও মাওয়াযিউস্সলাত, হাদীস নং ১১০২,১১০৪,

২. সুরা ত্বাহা- ১৪

৩. ইবনু মাযাহ: ইকামাতুসসালাত , তিরমিযি: ঈমান নং ২৫৪৫,

অর্থঃ 'নির্দেশের মূল বিষয় হ'ল ইসলাম ও তার খুঁটি হ'ল সালাত এবং তার চূড়া হ'ল আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করা'।[১]

কারো যদি প্রতি ওয়াক্তে সালাত আদায় করা কষ্টকর হয়, তাহলে সে যোহর ও আসর একত্রে এবং মাগরিব ও 'এশা একত্রে জমা করে পড়বে। তার সুবিধা মত আসরকে আগে করে যোহরের সাথে অথবা যোহরকে পিছিয়ে আসরের সাথে জমা করে পড়বে, অনুরূপভাবে মাগরিব ও 'এশাকেও একত্রে আদা করবে, কিন্তু ফজরকে তার আগের পরের সালাতের সাথে একত্র করা যাবেনা, কেননা ফজরের সময়ের তার আগের ও পরের সময়ের সাথে কোন সম্পর্ক নেই।

অসুস্থ ব্যক্তির পবিত্রতা ও সালাতের সাথে সম্পৃক্ত সামান্য কিছু আলোচনা পেশ করা হ'ল। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আকুল আবেদন তিনি যেন অসুস্থ মুসলমানদের আরোগ্য দান করেন ও তাদের পাপ মোচন করে দেন এবং আমাদের সকলের প্রতি ক্ষমা ও দুনিয়া-আখিরাতের নিরাপত্তার দ্বারা ইহ্সান করেন, নিশ্চয় তিনি অসীম দয়ালু ও অনুগ্রহপরায়ণ। আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর বংশধর ও সঙ্গি-সাথীদের উপর।

---

[১]. তিরমিযি ঈমান নং ২৫৪১, আহমাদ: মুসনাদুল আনসার নং ২১০০৮,২১০৫৪

রমজানের সিয়াম ও রাতের নফল সালাতের মর্যাদা ও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিধান যা অনেকেরই অজানা।

রমজান মাসের সিয়াম, রাতের কিয়াম (এবাদত) এবং এই মাসে নেক আমলের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফজীলত সম্পর্কে এটি একটি সংক্ষিপ্ত উপদেশ। এবং এর সাথে সম্পৃক্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিধান যা অনেক মানুষেরই অজানা।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে প্রমাণিত আছে যে, তিনি সাহাবাদের কাছে রমজান মাস আসার সুসংবাদ দিতেন এবং বলতেন এই মাসে রহমত ও জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, দোযখের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। এই মাসে শয়তানকে শিকলাবদ্ধ করা হয়। রাসূল ﷺ বলেন, যখন রমজান মাসের প্রথম রাত হয় তখন বেহেশতের সমস্ত দরজা খুলে দেয়া হয় একটি দরজাও বন্ধ থাকে না।

এবং জাহান্নামের সমস্ত দরজা বন্ধ করে দেয়া হয় একটি দরজাও খুলা থাকে না এবং শয়তানকে শিকলাবদ্ধ করা হয়। একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করে, হে পূণ্যকামী! অগ্রসর হও, হে অমঙ্গলকামী তুমি বিরত ও ক্ষ্যান্ত হও। আর আল্লাহ তা'আলা রমজানে প্রতি রাতেই অনেক বান্দাকে দোযখ থেকে মুক্তি দেন।"[১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমাদের কাছে রমজান মাস এসেছে এটি বরকতের মাস, এ মাসে আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় রহমত দ্বারা আচ্ছাদিত করে রাখেন এবং গুনাহ মাফ করেন আর দু'আ কবূল করেন। আল্লাহ তোমাদের সৎকাজের প্রতিযোগিতাকে দেখেন এবং তোমাদেরকে নিয়ে ফেরেশতাদের সামনে গর্ব করেন। সূতরাং আল্লাহকে তোমাদের সৎকাজ দেখিয়ে দাও কেননা হতভাগ্য সে-ই ব্যক্তি যে রমজান মাসে আল্লাহর রহমত হতে বঞ্চিত থাকে।"[২]

---

[১]. তিরমিযী:সাওম হাদীস নং ৬৮২, ইবনে মাযাহ: সিয়াম, হাদীস নং ১৬৪২।

[২]. হায়সামী মাজমাউয্যাওয়াইদে ৩/১৪২ তাবারানী ফীল কাবীরের উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন।

রাসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় রমজানের সিয়াম আদায় করে তার পূর্ববর্তি সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায়। যে ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় রমজানের রাতে সালাত আদায় করে তার পূর্ববর্তি সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায় এবং যে ব্যক্তি ক্বাদরের রাতে ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় সালাত আদায় করে তার পুর্ববর্তি সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায়।"[১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা (হাদীসে কুদসীতে) বলেন, ' আদম সন্তানের সকল আমলের বিনিময়ে তার পূণ্য অর্জন হয় দশগুণ থেকে সাতশতগুণ পর্যন্ত তবে সিয়াম এর ব্যতিক্রম কারণ সিয়াম একমাত্র আমারই জন্য এবং এর প্রতিদান আমি নিজেই প্রদান করি। কারণ রোজাদার তার প্রবৃত্তি এবং পানাহার বর্জন করেছে কেবলমাত্র আমারই সন্তুষ্টির জন্য। রোজাদারের জন্য দু'টি খুশি, একটি তার ইফতারের সময় আর অপরটি তার রবের সাথে সাক্ষাতের সময়। নিশ্চয় রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মেসকের খুশবু অপেক্ষা অধিক প্রিয়।"[২]

রমজানের সিয়াম এবং রাতের এবাদত ও অন্যান্য নফল সিয়ামের ফজীলতের ব্যাপারে অনেক হাদীস রয়েছে। তাই মুমিনদের উচিত যেন তারা এই সুবর্ণ সুযোগকে কাজে লাগান। আর সেই সুযোগ হল রমজান মাসের মত নেয়ামতকে পাওয়ার সুযোগ। তাই তারা যেন আল্লার এবাদতের মধ্যে প্রতিযোগিতা করেন, দুষ্কর্ম থেকে বিরত থাকেন এবং আল্লার ফরজ এবাদত আদায় করতে যেন সর্ববিদ চেষ্টা করেন। বিশেষ করে দৈনিক পাঁচ ওয়াকতের সালাত । কারণ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত

---

১. বুখারী: অধ্যায়ে তারাবীহ্, লাইলাতুল ক্বদরের ফজীলত হাদীস নং ২০১৪। মুসলিম: মুসাফিরের নামাজ ও কৃসর নামাজ: ক্বিয়ামে রমজানে উদ্বুদ্ধ করন, হাদীস নং ৭৬০।

২. বুখারী:রোজা ৯, আমি রোজা রেখেছি এই কথা বলা কি ঠিক? হাদীস নং ১৯০৪ , মুসলিম: রোজা ৯ , রোজার ফজীলত হাদীস নং ১১৫১।

ইসলামের পাঁচটি খুঁটির মধ্যে অন্যতম একটি। কালিমায়ে শাহাদাতের পরে সালাত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফরজ। তাই সকল মুসলিম নারী-পুরুষের দায়িত্ব হল সালাতের প্রতি যত্নবান হওয়া এবং এই সালাতসমূহকে নির্দিষ্ট সময়মত বিনয়ের সাথে ও শান্তশিষ্ট ভাবে আদায় করা। পুরুষদের জন্য সালাতের ওয়াজিব সমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব হ'ল তা মসজিদে জামাতের সাথে আদায় করা।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত আদায় কর এবং রুকু কারীদের সাথে রুকু কর"।[১]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন "তোমরা সালাত সমূহের প্রতি যত্নবান হও বিশেষ করে মধ্যবর্তি সালাতের"।[২]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, "নিশ্চয় মুমিনগণ কৃতকার্য যারা তাদের সালাতের মধ্যে বিনয়ী"।[৩]

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "এবং যারা তাদের সালাত সমূহের প্রতি যত্নবান, তারাই ফিরদাউসের অধিকারী, যারা জান্নাতুল ফেরদৌসের অধিকার পাবেন তারা সেখানে চিরকাল বসবাস করবেন"।[৪]

নবী ﷺ বলেছেন," আমাদের এবং কাফেরদের মধ্যে ব্যবধানের যে অঙ্গিকার রয়েছে তা হল সালাত সূতরাং যে সালাত ত্যাগ করবে সে কাফের হয়ে যাবে।"[৫]

নামাজের পরেই গুরুত্বপূর্ণ ফরজ হ'ল যাকাত আদায় করা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,"তাদেরকে এই আদেশই করা হয়েছে যে, তারা যেন আল্লাহর এবাদত করে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত আদায় করে। এবং ইহাই সত্য দ্বীন।[৬]

---

১. সূরা আল-বাকারা- ৪৩
২. সূরা বাক্বারাহ ২৩৭
৩. সূরা আল মু'মিনূন ১-২
৪. সূরা আল মু'মিনূন ৯-১১
৫. মুসনাদ আহমাদ, ২২৪২৮, তিরমিযী হাদীস নং ২৬২১, ইবনে মাযাহ: ১০৭৯।
৬. সূরা আল- বায়্যিনা ৫

আল্লাহ্ বলেন, "এবং তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রাসূলের অনুগত্য কর যাতে তোমরা দয়া প্রাপ্ত হও।[১]

আল্লাহর পবিত্র কুরআনে ও রাসূলে কারীমের ﷺ সুন্নাতে এটাই প্রমানিত হয় যে, যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করে না ক্বিয়ামত দিবসে তাকে ঐ মাল দ্বারা শাস্তি দেয়া হবে।

সালাত ও যাকাতের পরেই গুরুত্বপূর্ণ এবাদত হ'ল রমজানের সিয়াম পালন। এটিও ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে একটি স্তম্ভ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত আদায় করা ও রমজানের সিয়াম পালন করা এবং বায়তুল্লাহর হাজ্জ করা।"[২]

মুসলমানের প্রতি ওয়াজিব হ'ল তার সিয়াম এবং এবাদতকে যাবতীয় হারাম কাজ ও কথাবার্তা হতে পবিত্র রাখা। কারণ সিয়াম এর উদ্দেশ্য হল আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করা এবং তাঁর পবিত্র নিদর্শণসমূহের সম্মান করা। আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে প্রবৃত্তির বিপরিত চলে নাফসের সাথে জেহাদ করা এবং নাফসকে হারাম কাজ ত্যাগের প্রতি অভ্যস্ত করা। শুধু পানাহার এবং রোজা ভঙ্গের কাজ থেকে বিরত থাকা উদ্দেশ্য নয়। এ জন্যই নবী ﷺ থেকে সহীহ্ সনদে বর্ণিত আছে :"রোজা দোযখের আযাব থেকে বাঁচার ঢাল, সুতরাং যখন তোমাদের কারো রোজার দিন আসে তখন সে যেন অশ্লিল কথাবার্তা না বলে এবং শোর-গোল ও ঝগড়াঝাটি না করে। যদি তার সাথে কেউ (গায়ে পড়ে) গালাগালী করে অথবা মারামারি করতে চায় তবে সে যেন বলে আমি রোজাদার (তাই ঝগড়া করব না)।"[৩]

---

১. সূরা নূর -৫৬

২. বুখারী, ঈমান, ঈমানের ভিত্তি পাঁচটি বস্তুর উপর: হাদীস নং ৮। মুসলিম :ঈমান, ১৬।

৩. বুখারী, সাওম, কেহ ঝগড়া করলে রোজাদার কি বলিবে:হাদীস নং ১৯০৪,

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও মিথ্যা কাজ ছাড়লনা এবং মূর্খতা সুলভ আচরণ পরিহার করলনা, আল্লাহ তা'আলার এরকম রোজাদারের পানাহার পরিত্যাগ করার কোন প্রয়োজন নেই।"[১]

উল্লেখি আলোচনায় প্রমাণিত হয় যে, রোজাদারের উপর ওয়াজিব হ'ল সব ধরনের হারাম কাজ হতে বিরত থাকা এবং আল্লাহ যা ওয়াজিব করেছেন তা পালনে যত্নবান হওয়া। এর দ্বারাই গুনাহ মাফ হওয়ার, দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়ার এবং রোজা-নামাজ কবূল হওয়ার আশা করা যায়।

অনেকেরই অজানা কতিপয় বিষয়

প্রতিটি মুসলিমের উপর ওয়াজিব হল ঈমানের সাথে, সওয়াবের আশায় রোজা রাখা, লোক দেখানো বা শুনানো বা মানুষের দেখাদেখী বা গ্রামের সবার অনুকরণে রোজা রাখা নয়। বরং মুসলমানের ঈমানই তাকে রোজা রাখতে উদ্বুদ্ধ করবে। এই বিশ্বাস রাখবে যে, আল্লাহ এটা তার উপর ফরজ করেছেন। এর বিনিময়ে সে আল্লাহর নিকট প্রতিদান কামনা করবে। অনুরূপভাবে রমজানের রাতের এবাদতকেও মুসলমানগণ ঈমানের সাথে ও আল্লাহর কাছে প্রতিদানের উদ্দেশ্যে পালন করবে। অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়। তাই রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় রমজানের সিয়াম পালন করবে তার পুর্ববর্তি সকল গুনাহ মাফ করা হবে। যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় রমজানের রাতে সালাত আদায় করবে তার পুর্ববর্তি সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে এবং যে ঈমানের সাথে ও

[১]. বুখারী, অধ্যায়: সাওম, যে মিথ্যা কথা ছাড়ল না, হাদীস নং ১৯০৩।

সওয়াবের আশায় লাইলাতুল ক্বাদরে সালাত আদায় করবে তার পূর্ববর্তি সকল গুনাহ মাফ করা হবে।"[১]

অনেকেরই অজানা বিষয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, রোজাদারের যখম হওয়া অথবা নাক থেকে রক্ত প্রবাহিত হওয়া অথবা বমি আসা অথবা পানি কিংবা কোন তরল পদার্থ অনিচ্ছায় গলার ভিতর চলে যাওয়া। এগুলোর কোনটিতেই রোজা ভঙ্গ হয় না। কিন্তু ইচ্ছা করে বমি করলে রোজ ভঙ্গ হয়ে যাবে। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, অনিচ্ছায় যার বমি চলে আসে তার উপর রোজার ক্বাযা নেই এবং যে ইচ্ছা করে বমি করে তার উপর ক্বাজা ওয়াজিব।[২]

যে বিষয় বহু লোক জানে না তা হল, কখন রোজাদারের ফরজ গোসলের প্রয়োজন হয় এবং তা করতে ফজর পর্যন্ত দেরী হয়ে যায়। এরূপ কোন মহিলার হায়েজ নেফাসের গোসল ফজর পর্যন্ত দেরী হয়ে যায়। আর এই মহিলা যদি ফজরের আগে পবিত্রতা দেখে তবে তার রোজা রাখা জরুরী। এমতাবস্থায় পুরুষ বা মহিলা ফরজ গোসল ফজরের ওয়াক্ত শুরুর পরেও সেরে নিতে পারবে । তবে সূর্যোদয় পর্যন্ত গোসল বিলম্ব করবে না। গোসল করে সূর্য উদয়ের পূর্বেই ফজরের সালাত আদায় করতে হবে। পুরুষদের তাড়াতাড়ী গোসল সেরে ফজরের জামা'আতে শরীক হওয়া অত্যন্ত জরুরী।

যে কাজগুলি সিয়াম নষ্ট করে না তা হল রক্ত পরীক্ষা করা এবং ইনজেকশান গ্রহণ করা, তবে খাদ্যের চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে ইনজেকশান গ্রহণ করা যাবে না। রক্ত পরীক্ষা ও সাধারণ ইনজেকশান সতর্কতা বশতঃ সম্ভব হলে রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করা উত্তম। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

---

[১]. বুখারী:অধ্যায়: তারাবীহ নামাযের বর্ণনা, লাইলাতুল ক্বাদরের ফজীলত হাদীস নং২০১৪, মুসলিম: অধ্যায় মুসাফিরের নামাজ ও ক্বাসর নামাজ, কিয়ামে রমজানে উদবুদ্ধ করন হাদীস নং৭৬০ ।

[২]. মুসনাদে আহমাদ , বাকী মুসনাদুল মুকসিরীনে, মুসনাদে আবু হুরায়রাহ হাদীস নং ১০০৮৫, ইবনে মাযাহ অধ্যায়: সিয়াম, রোজাদারের বমি করা, হাদীস নং ১৬৭৬।

" সন্দেহযুক্ত কাজ পরিত্যাগ কর এবং সন্দেহমুক্ত কাজ পালন কর।"[১] রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেন, "যে ব্যক্তি সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকবে সে তার দ্বীনের এবং সম্মানের পবিত্রতা রক্ষা করতে পারবে।[২]

যে বিষয়ের বিধান অনেকেরই অজানা তার মধ্যে রয়েছে: সালাতের মধ্যে ধীরস্থিরতা ও শান্তশিষ্টতা বজায় না রাখা। ফরজ সালাত হোক অথবা নফল। রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত সহীহ হাদীসগুলি ইহা প্রমান করে যে, সালাতে ধীরস্থিরতা বজায় রাখা সালাতের রুকন। আর এই রুকন ছাড়া সালাত শুদ্ধ হয় না। তা হ'ল সালাতে ধীর স্থিরতা ও বিনয় প্রদর্শন করা, তাড়াহুড়া না করা, যাতে সকল মেরুদন্ডের হাড় তার স্থানে স্থির হয়ে যায়। অনেক মানুষ রমজানে তারাবীহর সালাত আদায় করে এমনভাবে যে, সালাতের প্রতি তাদের মনোযোগ থাকে না এবং এতে ধীরস্থিরতাও থাকে না। বরং (মোরগের) ঠোকরের ন্যায় সালাত আদায় করে। এই অবস্থায় সালাত নষ্ট হয়ে যায়, এরূপ সালাত আদায়কারী গুনাহগার হয় তার কোনই ছওয়াব হয় না।

যে বিষয়ের বিধান অনেকেরই অজানা তার মধ্যে রয়েছে; তারাবীহর সালাত। তারা মনে করে যে, তারাবীহর সালাত বিশ রাকাতের কম করা যায় না। কেহ কেহ মনে করে যে, এগার বা তের রাকাত থেকে বাড়ানো যায় না। এ সবই অবাস্তব ধারনা বরং ভুল, দলীল প্রমানের খেলাপ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে সহীহ হাদীস প্রমাণ করে যে, রাতের সালাতের মধ্যে প্রশস্ততা রয়েছে এর কোন নির্দিষ্ট পরিমান নায় যার ব্যতিক্রম করা যাবে না। বরং নবী ﷺ হতে প্রমানিত আছে যে, তিনি রমজানে এবং রমজান মাস ছাড়া রাতে এগার রাকা'আত আদায় করতেন কখনও

---

[১]. মুসনাদে আহমাদ, বাকী মুসনাদুল মুকসিরীনে, মুসনাদে আনাস বিন মালিক হাদীস নং ১১৬৮৯, বুখারী, কিতাবুল বুয়ূএ তাফসীরুশ্ শুবুহাত। নাসায়ী: অধ্যায়: পানীয় সম্বন্ধে, সন্দেহযুক্ত বস্তু বাদ দেওয়ার উৎসাহ হাদীস নং ৫৭১১।

[২]. বোখারী ৫২, মুসলিম ১৫৯৯.

তের রাকা'আত এবং কখও এর চেয়ে কমও পড়তেন। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কে রাতের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তখন তিনি উত্তরে বলেছিলেন, রাতের নামাজ দুই দুই রাকা'আত করে এবং যখন তোমাদের কেহ ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করবে তখন সে এক রাকা'আত পড়ে নিবে যা তার আদায়কৃত সালাতকে বিতর (বিজোড়) বানিয়ে দিবে।[১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের নফল সালাতে রাকা'আতের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করেন নায় রমজানে হোক কিংবা রমজান ছাড়া অন্য কোন মাসে হোক। তাই ছাহাবাগণ উমর ﷺ এর খেলাফতকালে কখনও ২৩ রাকা'আত পড়েছেন এবং কখনও এগার রাকা'আত । এ সবই উমর ﷺ এবং সাহাবাদের থেকে প্রমাণিত, উমর ﷺ এর খেলাফতকালে।

আগের যুগের কোন কোন ইমাম ছত্রিশ রাকা'আতও পড়তেন ও তিন রাকা'আত বিতর মোট উনচল্লিশ রাকা'আত পড়তেন। কেহ কেহ একচল্লিশ রাকা'আতও পড়তেন। পুর্ববর্তিদের এই বিষয়গুলি শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ও অন্যান্য উলামাগণ লিখেছেন। যেমন ইবনে তাইমিয়া লিখেছেন; তারাবীর রাকা'আতের ব্যাপারটি প্রশস্ত। তিনি এও বলেছেন, যে ব্যক্তি লম্বা ক্বেরাত, রুকু ও সিজদা করে তার জন্য রাকা'আতের সংখ্যায় কম করা উত্তম এবং যে ব্যক্তি ক্বেরাত, রুকু, ও সিজদা ছোট করে তার জন্য রাকা'আতের সংখ্যা বাড়ানো উত্তম। এটাই শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এর বক্তব্যের মূল সারাংশ।

রাসূল ﷺ এর সুন্নাত সম্পর্কে চিন্তা-গভেষনা করলে জানতে পারা যাবে যে, রমজান মাসে হোক অথবা অন্য কোন মাসে হোক এ সবের মধ্যে এগার রাকা'আত সালাত আদায় করাই উত্তম। অথবা তের রাকাত। কারণ এরূপই ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অধিকাংশ সময়ের আমল। মুসল্লিদের জন্য সহজও বটে এবং বিনয় ও ধীরস্থীরতার কাছাকাছি।

---

১. বুখারী, অধ্যায়: জুমুআহ, বিভিন্নের বর্ণনা হাদীস নং ৯৯১, মুসলিম, মুসাফিরের নামায ও কৃসরের নামায, রাতের নামায দুই রাকাত দুই রাকাত করে হাদীস নং৭৪৯।

যদি কেউ এর চেয়ে বেশী পড়তে চায় তবে তাতে কোন বাধা নেই ও তা মাকরূহও নয় যেমন আগে বর্ণিত হয়েছে। যে ব্যক্তি রমজানের রাতে ইমামের সাথে সালাত আদায় করেন তার জন্য উত্তম হল ইমামের সথে সালাতের শেষ পর্যন্ত থাকা। নবী ﷺ বলেছেন, নিশ্চয় যে ব্যক্তি ইমামের সাথে ইমাম সালাত শেষ করা পর্যন্ত রমজান মাসে ক্বিয়াম করেন আল্লাহ তার জন্য পূর্ণ রাত এবাদত করার সওয়াব লিখে দেন।[১]
মহিমান্বিত রমজান মাসে বেশী বেশী এবাদত করা প্রতিটি মুসলিমের ঈমানী দায়িত্ব।
যেমন নফল সালাত, গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা কওে কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করা। বেশী বেশী সুবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং আল্লাহু আকবার পড়া।
বেশী বেশী ইস্তেগফার পড়া সেই সাথে শরীয়তে অনুমোদিত অন্যান্য দু'আ সমূহ পড়া, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা, আল্লাহ তাআলার দিকে আহ্বান করা, ফকীর মিসকীনদের সাহায্য করা। মাতা-পিতার খেদমতে অধিক মনোযোগী হওয়া। আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখা। প্রতিবেশীর সম্মান করা, রুগীর সেবা করা এবং অন্যান্য সৎকাজ করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহ তোমাদের সৎকাজে প্রতিযোগিতাকে দেখেন এবং তোমাদিগকে নিয়ে ফেরেশতাদের সামনে গর্ব করেন। সূতরাং আল্লাহকে তোমাদের সৎকাজ দেখিয়ে দাও।' কারণ দুর্ভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি যে রমজান মাসে আল্লাহর রহমত হতে বঞ্চিত থাকে।[২]
রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আরও বর্ণিত আছে , যে ব্যক্তি আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য রমজান মাসে একটি ভাল কাজ করবে সে অন্য মাসে একটি ফরজ কাজ করার সমপরিমাণ সওয়াব পাবে এবং যে রমজান

---

[১]. মুসনাদে আহমাদ, মুসনাদে আনসার, আবু যর গেফারীর হাদীস সমষ্টি হতে হাদীস নং ২০৯১০, তিরমিযী -অধ্যায় :সাওম, ক্বিয়ামে শাহরে রামাযান হাদীস নং ৮০৬ ।

[২]. হাইছামী : মাজমাউয্যাওয়ায়েদ ৩/১৪২ তাবারানীর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন।

মাসে একটি ফরজ আদায় করবে সে অন্য মাসে সত্তরটি ফরজ আদায় করার সমপরিমাণ সওয়াব পাবে।[১]

সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন, "রমজান মাসে একটি উমরা করা পূণ্যের দিক থেকে একটি হাজ্জের সমান। অথবা বলেছেন, আমার সাথে হজ্জ করার সমান"[২] এই সম্মানিত মাসে বিভিন্ন প্রকার নেক কাজের মধ্যে প্রতিযোগিতা করা যে শরীয়ত সম্মত তার প্রমাণ অনেক আয়াত ও হাদীসে রয়েছে। আল্লাহর কাছে দু'আ করি তিনি যেন আমাদেরকে এবং সমস্ত মুসলমানদেরকে ঐ সকল কাজ করার তাওফীক দান করেন যাতে তাঁর সন্তুষ্টি রয়েছে। আমাদের রোজা এবং রাতের নফল (এবাদাত) নামাজ ইত্যাদি কবুল করেন। আমাদের সার্বিক অবস্থা পরিশুদ্ধ করে দেন। আমাদের সবাইকে যেন পথভ্রষ্টকারী ফিতনা থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। অনুরূপভাবে আল্লাহ সুবহানাহুর কাছে দু'আ করি তিনি যেন মুসলিমদের শাসকগণকে পূণ্যবান করে দেন এবং মুসলমানদের শাসকদেরকে সত্যের উপর ঐক্যমত্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার তাওফীক দান করেন। তিনি এই কাজের মালিক এবং সামর্থ্যবান।

---

[১].সহীহ ইবনে খুযাইমাহ ৩/১৯১-পৃ, হাদীস নং ১৮৮৭।

[২].বুখারী অধ্যায়ঃ হজ্জ, মহিলাদের হজ্জ, হাদীস নং ১৮৬৩, মুসলিম অধ্যায় : হজ্জ, রমজানে উমরার ফজীলত হাদীস ১২৫৬, ইবনে মাযাহ, অধ্যায়ঃ মানাসিক, রমজানে উমরার ফজীলত, হাদীস নং ২৯৯১।

হজ্জ ও ওমরা

১. প্রত্যেক সামর্থ্যবান(শারীরিক সুস্থতা ও অর্থনৈতিক সচ্ছলতা) স্বাধীন মুসলিমের জন্য জীবনে একবার হজ্জ ও ওমরা ওয়াজিব।

২. আলেমগণের বিশুদ্ধ মতানুযায়ী সামর্থ্য হলেই বিলম্ব না করে সাথে সাথে হজ্জ আদায় করা ওয়াজিব।

৩. যার কাঁধে ঋণ রয়েছে সে যদি উক্ত ঋণ পরিশোধ করার পর হজ্জ করার মত সামর্থ্য রাখে তাহলে তার উপর হজ্জ আদায় করা ওয়াজিব।

৪. হজ্জ আদায়ের ক্ষেত্রে ঋণ না করাই উত্তম।

৫. বেনামাজী লোকের হজ্জ সহীহ্-শুদ্ধ হবেনা। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি কখনও কখনও সালাত আদায় করে আবার কখনও কখনও ত্যাগ করে তারও হজ্জ সহীহ্ হবেনা। কেননা নবী ﷺ বলেন, "আমাদের ও তাদের মাঝে যে অঙ্গিকার রয়েছে তা হচ্ছে সালাত অতএব যে ব্যক্তি এই অঙ্গিকার ভঙ্গ করে সেই কুফরী করে।" [১]

অন্য বর্ণনায় এসেছে তিনি বলেন,"ব্যক্তি ও শির্কের মাঝে ব্যবধান হচ্ছে সালাত ত্যাগ করা "। [২]

৬. যে ব্যক্তি হারাম উপার্জনের অর্থ দিয়ে হজ্জ করে তার হজ্জ সহীহ্ হয়ে যায় কিন্তু হারাম উপার্জনের জন্য গোনাহগার হবে তাকে অবশ্যই তাওবার শর্তাবলী ঠিক রেখে তাওবা করতে হবে।

৭. কোন মহিলা যদি তার মুহরিম ব্যতীত অন্য কারো সাথে হজ্জ আদায় করে তবে হজ্জ সহীহ্ হয়ে যাবে কিন্তু এই শর্ত ত্যাগ করার কারনে সে অবশ্যই গোনাহগার হবে। কেননা নারীদের মুহরিম ছাড়া কোন সফর করা জায়েয নয় এমনকি হজ্জ ওমরার সফরও বৈধ নয়।

৮. শিশু ও কৃতদাসের হজ্জ সহীহ্ হয়ে যাবে তবে তার ফরয আদায় হবেনা। শিশু বালেগ ও কৃতদাস মুক্ত হওয়ার পর যদি সামর্থ্য হয়

---

১. তিরমিযি, অধ্যায়ঃ ঈমান, তারকুস্সালাত, নং২৬২১

২. মুসলিম, অধ্যায়ঃ ঈমান, নামাজ তরককারীকে কাফের বলা, নং ৮২,

তাহলে তাদেরকে আবার হজ্জ আদায় করতে হবে। আবদুললাহ্ ইবনে আব্বাস ﷺ হাদীস বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলেন, " যে কোন শিশু হজ্জ করল অত:পর বালেগ হ'ল সে যেন দ্বিতীয়বার হজ্জ করে। অনুরূপভাবে কোন কৃতদাস হজ্জ করার পরে মুক্ত হলে সে যেন দ্বিতীয়বার হজ্জ করে"। [১]

৯. যার হজ্জ ফরয হয়েছিল অথচ হজ্জ না করেই মৃত্যু বরণ করেছে, সে অসীয়ত করুক অথবা না করুক তার সম্পদ থেকে তার বদলী হজ্জ করা ওয়াজিব। (তার উত্তরাধিকারীদের দায়ীত্ব)

১০. যার অর্থনৈতিক সচ্ছলতা ও শারীরিক সুস্থতা রয়েছে তার পক্ষ থেকে অন্যকে হজ্জের দায়িত্ব দেয়া শুদ্ধ হবেনা, আর তা ফরয হজ্জ হোক কিংবা নফল হজ্জ। তবে বার্ধক্যজনিত কারনে অপারগ হলে অথবা যদি এমন হয় যে, সে চির রোগা এবং রোগ মুক্ত হওয়ার আশাও করা যায়না তাহলে তার অর্থনৈতিক সচ্ছলতার জন্য ফরয হজ্জ ও ওমরা আদায়ের জন্য অন্যকে দায়িত্ব দেয়া ওয়াজিব। কেননা আল্লাহ্ তা'আলার সাধারণ নির্দেশ হচ্ছে,

﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾

"যে আল্লাহর ঘর পর্যন্ত আসার সামর্থ্য রাখে তার জন্য আল্লাহর ঘরের হজ্জ করা ওয়াজিব।"[২]

১১. অন্ধত্বের অজুহাত দিয়ে হজ্জ আদায়ের জন্য অন্যকে দায়িত্ব দেয়া যাবেনা। সে হজ্জ ফরয হোক অথবা নফল। অন্ধ ব্যক্তি যদি অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল হয় এবং তার শারীরিক সুস্থতা থাকে তাহলে সে নিজেই নিজের হজ্জ আদায় করবে।

১২. যিনি ফরয হজ্জ আদায় করেছেন তিনি দ্বিতীয় বার নফল হজ্জ করার চাইতে ঐ অর্থ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীদের জন্য ব্যায় করাই

---

১. সুনানুল কুবরা বায়হাকী, হজ্জ, দুখূলু মাক্কাহ নং ৯৮৬৫

২. সুর আল ইমরান-৯৭

তার জন্য উত্তম। কেননা নবী ﷺ নফল হজ্জের চাইতে জিহাদকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। যা বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

১৩. যার উপর হজ্জ ফরয হয়েছে এবং ফরয রোজাও রয়েছে যেমন রমযানের কাযা রোজা কিংবা অনুরূপ কোন ফরয রোজা, সে যেন হজ্জকে প্রাধান্য দেয়।

১৪. এক ওমরা থেকে অপর ওমরার মধ্যে সময়ের কোন নির্দিষ্ট ব্যবধান নেই। তবে মক্কার অধিবাসী হলে তার জন্য বায়তুল্লাহ তাওয়াফ, সালাত আদায় ও অন্যান্য নেকির কাজে ব্যস্ত থাকা এবং ওমরা আদায়ের জন্য হারাম সীমানার বাইরে না যাওয়াই উত্তম। যদি সে ফরয ওমরা পালন করে থাকে।

অধ্যায় ঃ মীকাত

১. প্রত্যেক হজ্জ ও ওমরা পালনকারীর মীকাত অতিক্রম করার সময় এহরাম করা ওয়াজিব। সে অতিক্রম আকাশ পথে হোক কিংবা স্থল পথে অথবা নদী পথেই হোক। ইবনে আব্বাস ﷺ এর হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত।

২. নবী ﷺ নিজেই পাঁচটি মীকাত নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যথাঃ- (ক) যুলহুলায়ফা (খ) যুহফা (গ) কারনুল মানাযেল (ঘ) ইয়ালামলাম এবং (ঙ) যাতু ইর্‌ক।

৩. যে ব্যক্তি বিনা এহরামে হজ্জ-ওমরার উদ্দেশ্যে মীকাত অতিক্রম করবে তার ফিরে আসা উচিৎ, যদি ফিরে না আসে তবে তার উপর দম ওয়াজিব হয়ে যাবে। দম হচ্ছে, একটি ছাগল অথবা একটি গরু কিংবা উঁট সম্পূর্ণ আল্লাহর ওয়াস্তে হারাম সীমানায় যবেহ্ করা। যা সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে ইবনে আব্বাস ﷺ এর হাদীসে সাব্যস্ত রয়েছে।

৪. মক্কায় অবস্থানকারীর যদি হজ্জ আবশ্যিক হয়ে থাকে তবে মক্কায় নিজ অবস্থানস্থল থেকে এহরাম করবে। কিন্তু ওমরার জন্য তাকে

অবশ্যই হিল্লে (হারাম সীমানার বাইরে) যেতে হবে। আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে এমনই উল্লেখ রয়েছে।

৫. হজ্জ অথবা ওমরার উদ্দেশ্য ব্যতীত মক্কায় গমণকারীর জন্য এহরাম করা ওয়াজিব নয়। কেননা নবী ﷺ শুধুমাত্র হজ্জ অথবা ওমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় প্রবেশকারীর জন্যই শুধু এহরাম ওয়াজিব করেছেন। আর এবাদত হচ্ছে, তাওকিফিয়াহ্ (অর্থাৎ এর বিধান আল্লাহ্ ও তার রাসূল ﷺ কর্তৃক সীমিত) যা আল্লাহ্ ও তার রাসূল ওয়াজিব করেননি তা অন্য কেউ ওয়াজিব করার অধিকার রাখেনা। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ ও তার রাসূল যা হারাম করেননি তা অন্য কেউ হারাম করতে পারবেনা। কিন্তু যে ব্যক্তি ফরয হজ্জ আদায় করেনি তার জন্য হজ্জের নির্দিষ্ট সময়ে যে কোন মীকাত থেকে হজ্জের এহরাম করা ওয়াজিব। আর ওমরার জন্য যে কোন সময়ে যে মীকাত দিয়ে অতিক্রম করবে সেখানেই এহরাম করতে হবে।

৬. হারাম সীমানার বাইরে থেকে আগতদের জন্য জেদ্দা কোন মীকাত নয়। তবে সেখানে অবস্থানকারীর জন্য মীকাত এবং যারা হজ্জ অথবা ওমরার উদ্দেশ্য ছাড়াই সেখানে আসে অতঃপর হজ্জের সময়ে সেখান থেকে হজ্জের অথবা ওমরার ইচ্ছা পোষন করলে সেখানেই এহরাম করবে। কিন্তু যদি কেউ হজ্জ অথবা ওমরার জন্য জেদ্দার পথ দিয়ে আসে এবং নির্দিষ্ট মীকাতে এহরাম না করে থাকে তাহলে সে জেদ্দাতেই এহরাম করবে।[১]

৭. হজ্জের মাস সমূহ: শাওয়াল, যিলক্বদ ও যিল হজ্জ মাসের প্রথম দশদিন।

১. যে ব্যক্তি সাগর পথে অথবা আকাশ পথে যিদ্দার রাস্তায় আসবে।

অনুচ্ছেদ ঃ-এহরাম

১. শুধু হজ্জ অথবা ওমরা কিংবা কেরান হজ্জের সংকল্পকারীর জন্য মুখে উচ্চারণ করে এহরামের বাক্য বলা শরীয়ত সম্মত। যেমন যদি ওমরার সংকল্প করে তাহলে এভাবে বলবে যে, "আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা ওমরাতান" অথবা যদি শুধু হজ্জের সংকল্প করে তাহলে বলবে, "আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা হাজ্জান" অথবা যদি শুধু কেরান করার সংকল্প করে তাহলে বলবে, "আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা ওমরাতান ও হাজ্জান"। যদি কেউ হজ্জের মাস সমূহে আসে এবং তার সাথে কুরবানীর জানোয়ার না থাকে তবে নবী ﷺ ও সাহাবাদের সুন্নাতের অনুস্মরণ করে তার জন্য শুধুমাত্র ওমরার এহরাম করাই উত্তম। অত:পর যিলহজ্জ মাসের আট তারিখে হজ্জের এহরাম করে তালবিয়া পড়বে।[১]

২. নাবালক নাবালিকা সন্তানরা যদি ভাল-মন্দ যাচাই করার মত না হয় তবে তাদের পক্ষ থেকে তাদের অভিভাবগণ সংকল্প (নিয়্যত) করবে এবং তালবিয়া পড়বে। এহরাম অবস্থায় তারা যেমন নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বেঁচে থাকবে শিশুদেরকেও অনুরূপভাবে দুরে রাখবে এবং তাওয়াফের সময় বড়দের ন্যায় তাদের পোষাক পবিত্র রাখবে।

৩. নাবালক-নাবালিকারা যদি ভাল-মন্দ যাচাই করার মত ক্ষমতার অধিকারী (বুদ্ধিমান) হয় তাহলে তাদের অভিভাবকের অনুমতি নিয়ে এহরাম করবে এবং বড়রা যা করে তারাও তাই করবে। তারা যদি তাওয়াফ ও সাঈ করতে অপারগ হয় তাহলে তাদেরকে কোলে নিয়ে অথবা কাঁধে অথবা হুইল চেয়ারে নিয়ে তাওয়াফ করাবে। এদের হজ্জের দায়িত্ব তাদের অভিভাবকগণই গ্রহণ করবে। আর সে অভিভাবক পিতা-মাতা হোক কিংবা অন্য কেউ হোক।

---

[১]. নাবীর সুন্নতের উপর আমল করে যেমন তিনি আদেশ করেছেন, যে কুরবানী সাথে আনে নাই সে যেন ওমরার নিয়্যাত করে নেয়। তবে তিনি কেরান হজ্জ করেছেন তাই এহরাম ছাড়েন নাই।

৪. অন্যের বদলে এহরাম করার জন্য মনের সংকল্পই যথেষ্ট হবে, মুখে তার নাম উচ্চারণ করার প্রযোজন নেই তবে যদি এহরাম করার সময় তার নাম উচ্চারণ করে তবে সেটাই উত্তম।

৫. যে ব্যক্তি নিজের কিংবা অন্যের পক্ষ থেকে হজ্জ অথবা ওমরার নিয়্যাত বা সংকল্প করে অত:পর নিয়্যাত পরিবর্তন করে অপর জনের পক্ষ থেকে এহরাম করা তার জন্য বৈধ হবে না।

৬. এহরামকারীর জন্য পবিত্রতা অর্জন শর্ত নয়। এ জন্যই হায়েয ও নেফাসগ্রস্থ মহিলাদের ঐ অবস্থায় এহরাম করা সঠিক হয়। তবে সকলের জন্য গোসল করা মুস্তাহাব। হায়েয ও নেফাসগ্রস্থ মহিলা ব্যতীত অন্যদের জন্য ফরয অথবা নফল সালাতের পর এহরাম করা মুস্তাহাব। কেননা হায়েয ও নেফাসগ্রস্থদের জন্য ঐ অবস্থায় সালাত বৈধ নয়।[১]

৭. (ক) ফরয হজ্জ অথবা ওমরা পালনের জন্য হায়েয অথবা নেফাসগ্রস্ত মহিলারা যখন মীকাতে পৌছবে তখন তাদের জন্য এহরাম করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। কিন্তু যদি এর আগে ফরয হজ্জ এবং ওমরা পালনকরে থাকেন এবং এবার নফল করার ইচ্ছা হয়, তবে কল্যাণের প্রতি আগ্রহ ও ভাল এবং নেক আমল বৃদ্ধির আশায় অন্যান্য পবিত্র মহিলাদের ন্যায় তাদেরও মীকাতে এহরাম করা বৈধ। আল্লাহ্ তা'আ বলেন,

﴿ وَتَزَوَّدُوا۟ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ ۚ وَٱتَّقُونِ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿١٩٧﴾ ﴾

"আর তোমরা পাথেয় সংগ্রহ কর, নিশ্চয় উত্তম পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া, অতএব আমাকে ভয় কর হে জ্ঞানী সমাজ।"[২]

অনুরূপভাবে আসমা বিনতে উমাইস (রাঃ) এর হাদীস, তিনি মীকাতে মুহাম্মাদ বিন আবি বকরকে প্রসব করেন, ফলে রাসূল ﷺ তাকে গোসল করে এহরাম করার নির্দেশ দেন। হায়েয অথবা নেফাসগ্রস্থ মহিলারা

১. যদি তারা হাদী প্রেরণ না করে থাকেন।

২. বাকারা- ১৯৭

যদি হজ্জ অথবা ওমরার এহরাম করে থাকে তাহলে যখন পবিত্র হবে তখন তাদের স্বীয় হজ্জ অথবা ওমরার তাওয়াফ ও সাঈ করবে অতঃপর মাথার চুল ছোট করে হালাল হয়ে যাবে। অতঃপর আট তারিখে অন্যান্য হাজীদের ন্যায় হজ্জের এহরাম করবে। কিন্তু যদি এহরাম অবস্থায়ই থাকে হালাল না হয় তাহলেও কোন অসুবিধা নেই তবে এটা সুন্নাতের বিপরিত। কেননা নবী ﷺ বিদায় হজ্জে সাহাবীদেরকে হালাল হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং এই হজ্জকে ওমরাতে পরিণত করতে বলেছিলেন তবে যাদের নিকট কুরবানীর জানোয়ার ছিল তারা ব্যতীত।

(খ) মহিলাদের হায়েয অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত জায়েয রয়েছে কেননা এর নিষিদ্ধতার পক্ষে কোন স্পষ্ট দলীল বিদ্যমান নেই। তবে কুরআন শরীফ স্পর্স করে নয়। পড়া নিষেধের পক্ষে যে হাদীসটি বলা হয় " হায়েযগ্রস্থ ও অথবা নাপাকী অবস্থায় কুরআন শরীফের কোন অংশ পড়বে না" (তিরমিযি) যাঈফ বা দূর্বল।[১]

৮. শুধুমাত্র হজ্জ ও রমযানে মহিলাদের মাসিক ঋতুস্রাব আপাতত: বন্ধের জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী পিল ব্যবহার করা জায়েয যদি তাতে কোন ধরণের ক্ষতির আশংকা না থাকে।

৯. রাসূল ﷺ মীকাতে নিজ সোয়ারী তথা যানবাহনে আরোহণ করে চলতে শুরু করলে এহরাম করতেন [২] অতএব তাঁর সুন্নাত অনুযায়ী মীকাত থেকে বাসে আরোহণ করে হজ্জ অথবা ওমরার এহরাম উত্তম। অনুরূপভাবে ৮ তারিখে মক্কা থেকে মীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার সময়ও যানবাহনে আরোহন করে এহরাম
করবে।

১০. প্রয়োজন হলে এহরামের সময় শর্তারোপ করা যেতে পারে, যেমন আয়শা (রাঃ) এর হাদীসে যাবাআহ্ বিনতে যুবাইর বিন আবদুল মুত্তালিবের ঘটনা, তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমিতো হজ্জ

১. তিরমিযি, তাহারাত , হায়েযগ্রস্থ ও যুনুবীরা কুরআন পড়বে না, হাদীস নং ১৩১,
২. অর্থাৎ তালবিয়া পড়বে।

করতে চাই কিন্তু আমি রুগ্ন, রাসূল ﷺ তাকে বলেন, " তুমি হজ্জ কর এবং এই বলে শর্তারোপ কর যে, যেখানেই আমার কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে সেখানেই আমি হালাল হয়ে যাব"।[১] (বুখারী ও মুসলিম)

১১. এহরামের কাপড়ে সুগন্ধি ব্যবহার করা জায়েয নয় তবে এহরামের সময় তথা লাব্বাইক বলার আগে শরীরে ব্যবহার করা বৈধ। যদি এহরামের কাপড়ে সুগন্ধী ব্যবহার করে থাকে তবে পরার আগে তা ধুয়ে ফেলবে।

১২. এহরামের কাপড় পরিবর্তন করে অপর নতুন অথবা ধৌত করা পরিস্কার এহরামের কাপড় পরিধান করাতে কোন সমস্যা নেই। অনুরূপভাবে পরিধেয় এহরামের কাপড়ে কোন ময়লা অথবা নাপাকী লেগে গেলে ধৌত করতেও পারেন। তবে নাজাসাত লেগে থাকলে ধৌত করা ওয়াজিব।

১৩. যদি কারো এহরামের কাপড়ে অনেক বেশী পরিমাণ রক্ত লাগে তা ধৌত করা আবশ্যিক। আর যদি কোন নাজাসাত লেগে যায় তাহলে তাতে নামাজ পড়বেনা আর যদি সামান্য পরিমান রক্ত লাগে তাতে কোন সমস্যা নেই।

১৪. যদি কেউ এহরাম হিসেবে পরিধান করার মত এজার না পায় তাহলে পায়জামা পরিধান করতে পারবে অনুরূভাবে কেউ যদি সেন্ডেল না পায় তাহলে মোজা পরিধান করবে।

কেননা নবী ﷺ যখন আরাফার ময়দানে উপস্থিত জনগনের সামনে খুতবা দিচ্ছিলেন তখন বলেন, " যে ব্যক্তি ইজার সংগ্রহ করতে না পারবে সে পায়জামা পরবে আর যে ব্যক্তি সেন্ডেল না পাবে সে মোজা পরবে।" [২] (বোখারী) (মুজাকে গুড়ালীর নীচে কাটতে হবে না। কাটা সম্পর্কীয় ইবনে উমর ﷺ এর হাদীসটি উলামাদের মতে দুর্বল।)

---

১. বুখারী, নিকাহ, দ্বীনের মধ্যে সমতা নং ৫০৮৯, মুসলিম, হজ্জ রোগ ইত্যাদির কারনে এহরাম বাঁধতে শর্ত করা যায়েজ, হাদীস নং১২০৭।

২. বুখারী, হাজ্জ, এহরামকারীর জুতা পরা, নং১৮৪১, ও মুসলিম, হজ্জ, এহরামকারীর জন্য কি বৈধ, হাদীস নং-১১৭৯,

১৫. মহিলাদের এহরামের জন্য নির্দিষ্ট কোন পোষাক নেই, যেকোন পোষাকেই তারা এহরাম করতে পারেন। তবে যেন তাতে পর্দার খেলাফ না হয় এবং ফিতনা সৃষ্টিরও সম্ভাবনা না থাকে। নিকাব তথা মুখাচ্ছাদন ও হাত মোজা পরবে না তাই বলে মুখ ও হাত খোলাও রাখবে না বরং অন্য কাপড় দিয়ে আবৃত করে রাখবে।

১৬. হজ্জের তিন প্রকারের মধ্যে যে কোন একটি আদায়ের উদ্দেশ্যে এহরাম করা সঠিক হবে। যারা বলে যে, এফরাদ ও কেরান হজ্জের নীতি মানসুখ হয়ে গেছে তাদের একথা ভিত্তিহীন ও বাতিল। তবে যে কুরবানীর জানোয়ার প্রেরণ না করে তার জন্য তামাত্তু-ই উত্তম কিন্তু যে কুরবানীর জানোয়ার প্রেরণ করে তার জন্য কেরান-ই উত্তম। কেননা নবী ﷺ অনুরূপই করেছিলেন।

১৭. যে ব্যক্তি হজ্জের মাস সমূহে ওমরা করে নিজ পরিবারের নিকট ফিরে আসে অত:পর শুধু হজ্জের এহরাম করে তার জন্য তামাত্তু হজ্জের কুরবানী দিতে হবেনা। কেননা তার বিধান এখন ইফরাদকারীর ন্যায় হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে ওমর ﷺ ও তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ্ রাযিআল্লাহু আনহুমা সহ অন্যান্য বিদ্যানগণের মত। কিন্তু যদি নিজের দেশ ছাড়া অন্য কোথাও যায় যেমন মদীনা, জেদ্দা অথবা তায়েফ এবং সেখান থেকে হজ্জের এহরাম করে আসে তাহলে সে এর বিধানের বাইরে যাবেনা অর্থাৎ সে তামাত্তু করবে এবং তামাত্তুর কুরবানী দিবে। এটাই আলেগণের বিশুদ্ধ মত।

১৮. যে ব্যক্তি হজ্জের মাস সমূহের মধ্যে হজ্জের এহরাম বাঁধবে তাহার জন্য এই এহরামকে উমরার এহরামে পরিবর্তন করা বৈধ আছে। অনুরূপ ভাবে কেরানের নিয়্যাত কারী, হজ্জ ও ওমরার নিয়্যাতকে শুধু ওমরায় রূপান্তরিত করতে পারবে যদি তাদের সাথে হাদী (কুরবানী) নিয়ে না আসেন।[১] ইহা রাসূল ﷺ এর প্রমানিত সুন্নাত। এতে হাজীগণ তামাত্তু হজ্জ পালন কারী হয়ে যাবেন।

---

[১]. যে হাদী (কুরবানী) কে হারামের বাহির থেকে আনা হয়েছে।

১৯. যদি কেউ তামাত্তু অথবা কেরান করার ইচ্ছা করে অত:পর ইচ্ছা পরিবর্তন করে মীকাতে ইহরাম করার পূর্বেই যদি এফরাদের সংকল্প করে তবে তাতে কোন সমস্যা নেই। কেননা হজ্জ, এহরামের সাথে সম্পৃক্ত, যে উদ্দেশ্যে হজ্জের সংকল্প করে এহরাম করবে সেটিই হবে। আর এহরামের পূর্বে ইচ্ছার জন্য কোন কিছুই আবশ্যিক নয় এবং কোন অসুবিধাও নেই।

২০. যে ব্যক্তি কেরান অথবা তামাত্তুর সংকল্প করে তালবিয়া পড়ে তার নিয়্যাত পরিবর্তন করে এফরাদের সংকল্প করা বৈধ নয়।

২১. যে ব্যক্তি ওমরার এহরাম করার পর তা ভঙ্গ করবে তাকে অবশ্যই তাওবা করতে হবে এবং খুব শিঘ্রই ঐ ওমরাও পূর্ণ করতে হবে।

কেননা আল্লাহ্ বলেন, ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾

"তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হজ্জ ও ওমরা পূর্ণ কর"।[১]

আর যদি কেউ স্ত্রী সহবাস করে তাহলে সে দম হিসেবে একটি জানোয়ার যবেহ্ করে মক্কার ফকিরদের মাঝে বিতরণ করে দিবে এবং ওমরার বাকী কাজ পূর্ণ করবে। উল্লেখিত আয়াতের সাধারণ নির্দেশের ভিত্তিতে। এই ফাসেদ ওমরার পরিবর্তে যে মীকাত থেকে এহরাম করে এসেছিল সেই মীকাত থেকে আবার এহরাম করে এসে ঐ ওমরার বদলে আবার ওমরা করতে হবে। অনুরূপভাবে তার স্ত্রীকেও করতে হবে (যদি এহরাম ভঙ্গ করে থাকে)। যদি তাকে জবর দস্তি করা না হয়। এর সাথে আল্লাহর কাছে এই গুনাহের কারণে তাওবা করতে হবে।

---

[১]. সূরা আল বাকারা-১৯৬

এহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কার্যাবলী

১. এহরাম অবস্থায় নিজ শরীরের কোন প্রকার লোম অথবা নখ কাটবে না প্রাথমিক হালাল হওয়ার আগে।

২. সুগন্ধি ব্যবহার, তবে সাবান ব্যবহারে কোন অসুবিধা নেই ইনশাআল্লাহ্, কেননা এটাকে সুগন্ধি হিসেবে ব্যবহার করা হয়না এবং সাবান ব্যবহারকারীকে সুগন্ধি ব্যবহারকারী বলা হয়না। তবে অধিক সতর্কতার জন্য কেউ যদি এটা বর্জন করে তবে সেটাই উত্তম।

৩. মেহেদী সুগন্ধি নয় অতএব এহরাম অবস্থায় মেহেদী ব্যবহারেও কোন অসুবিধা নেই।

৪. থলে-বেল্ট এবং টিস্যু ব্যবহারেও কোন অসুবিধা নেই।

৫. মহিলারা জাওরাব এবং মোজা পরিধান করতে পারবে তবে নেকাব তথা মুখাচ্ছাদন ও হাত মোজা পরিধান করবেনা। কেননা রাসূল ﷺ এ দুটি পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু নেকাব ছাড়া অন্য চাদর দ্বারা স্বীয় মুখমন্ডল এবং হাত ঢেকে রাখবে।

৬. মহিলারা মাথার চাদর ঝুলিয়ে দিয়ে মুখমন্ডল ঢেকে রাখবে তাতে যদি মুখমন্ডল স্পর্স করে তবুও কোন অসুবিধা নেই। আর অপর পুরুষের সামনে মুখমন্ডল ঢেকে রাখা ওয়াজিব। কিন্তু এহরাম অবস্থায় নেকাব তথা মুখাচ্ছাদন ব্যবহার করা কোন ক্রমেই জায়েয নয়। কেননা নবী ﷺ এহরাম অবস্থায় মহিলাদেরকে নেকাব ও কুফ্ফাযিন ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। তাই বলে মুখ ও হাত খোলা রাখাও বৈধ নয়। হাত মোজা ও নেকাব তথা মুখাচ্ছাদন ছাড়া অন্য চাদর দ্বারা মুখ ও হাত ঢেকে রাখবে।

৭. কেউ যদি এহরাম অবস্থায় তাহাল্লুলে আওয়ালের আগেই স্ত্রীর সাথে যৌন মিলন করে তাহলে তাদের দুজনেরই হজ্জ বাতিল হয়ে যাবে। এঅবস্থায় হজ্জের বাকী কাজ পূর্ণ করবে এবং প্রত্যেকেই দম হিসেবে একটি করে উট জরিমানা দিবে। যদি এতে অসমর্থ হয় তবে দশটি

রোজা রাখবে এবং পরবর্তিতে সামর্থ হলে আবার হজ্জ করবে আর সেই সাথে বেশী বেশী তাওবা এস্তেগফার করবে।

৮. কেউ যদি এহরাম অবস্থায় তাহাল্লুলে আওয়ালের পরে ও তাহাল্লুলে ছানির পূর্বে স্ত্রীর সাথে মিলন করে তাহলে প্রত্যেকেই একটি বকরি অথবা একটি গরুর সাত ভাগের এক ভাগ দম হিসেবে জরিপানা দিবে। যদি এতে অপারগ হয় তবে দশটি রোজা রাখবে।

৯. কেউ যদি তাওয়াফে এফাযার পূর্বে অথবা তাওয়াফে এফাযার পরে ও সাঈ'র পূর্বে স্ত্রীর সাথে যৌন মিলন করে তাহলে তাকেও দম দিতে হবে।

১০. যে ব্যক্তি তাহাললুলে আওয়ালের পরে ও তাহাললুলে ছানির পূর্বে ইচ্ছাকৃতভাবে যৌন মিলন ব্যতীত বীর্য স্খলন ঘটায় তাহলে তাকে কোন দম দিতে হবেনা (তবে এ অন্যায়ের জন্য তাকে অবশ্যই তাওবা করতে হবে।) তবে হ্যাঁ! যদি তিনটি রোজা রাখে অথবা একটি বকরি যবেহ্ করে অথবা ছয়জন মিসকিনকে প্রত্যেককে অর্ধ শা করে খাদ্য প্রদান করে তাহলে সেটাই হবে উত্তম। কেননা এর মধ্যে খেলাফ ও শংসয় রয়েছে, আর এমর্মে রাসূল ﷺ এর বানী হচ্ছে, "যে ব্যক্তি শংসয়যুক্ত বিষয় বর্জন করবে সেই তার দ্বীন ও সম্মানকে রক্ষা করবে।"[১]

১১. এহরাম অবস্থায় যদি কারো স্বপ্নদোষ হয় তাহলে সে শুধু গোসল করে নিবে তাকে কোন দম দিতে হবেনা।

---

১. বুখারী, ঈমান, যে ধর্মের পবিত্রতা রক্ষা করল, হাদীস নং ৫২, মুসলিম, মুসাক্বাত, হালাল গ্রহণ ও সন্দেহযুক্ত বস্তু ত্যাগ করা, হদীস নং ১৫৯৯,

ফিদইয়াহ্

১. যদি কেউ এহরাম অবস্থায় ভুলবশত: অথবা অজ্ঞতাবশত: নখ কাটে অথবা বগলের লোম উঠায় অথবা গোফ ছোট করে অথবা যৌনাঙ্গের আশ পাশের লোম পরিস্কার করে অথবা সুগন্ধি ব্যবহার করে তাহলে তাকে কোন দম দিতে হবেনা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾

"হে আমাদের রব্ব! আমরা যদি ভুলে যাই অথবা ভুল করি তাহলে একারনে আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না।"[১]

রাসূল ﷺ বলেন, আল্লাহ বলেন, (قد فعلت) আমি তোমাদের দু'আ কবূল করলাম "[২]

২. অজ্ঞতা বশত: অথবা ভুল বশত: এহরামের কাপড় খুলে সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করে ফেলে তাহলে তাকে কোন দম দিতে হবে না তবে জানতে পারার সাথে সাথে অথবা মনে স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে তা পরিবর্তন করে ফেলতে হবে। মহান আল্লাহর সাধারণ নির্দেশের ভিত্তিতে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾

"হে আমাদের রব্ব! আমরা যদি ভুলে যাই অথবা ভুল করি তাহলে একারনে আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না।" হাদীসে এসেছে, 'আল্লাহ্ বলবেন, আমি অবশ্যই ইহা (কবূল) করলাম।'

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে এও প্রমানিত আছে যে, 'এক ব্যক্তি জুব্বা পরে সুগন্ধি লাগিয়ে তাঁর নিকট মাসআলা জানতে চাইলে তিনি তাকে বললেন, তুমি তিনবার সুগন্ধি

---

[১]. আল-বাকারাহ: ২৮৬

[২]. মুসলিম , ঈমান , অধ্যায়: অল্লাহ সাধ্যের বাহিরে কিছুই চাপাইয়া দেন না, হাদীস নং ১২৬,

ধুয়ে নাও এবং জুব্বা খুলে ফেল'।[১] কিন্তু এই অজ্ঞতার কারনে তাকে ফিদইয়্যাহ্ দিতে নির্দেশ করেন নি।

হারাম সীমানায় শিকার প্রসঙ্গ

১. শরীয়তের দলীলাদী এটা প্রমাণ করে যে, নেকী দশগুন বৃদ্ধি করা হয় এবং সময় ও স্থানের কারনে আরও অনেক গুনে বৃদ্ধি করা হয়। যেমন রমযান মাস ও যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশদিন তেমনিভাবে মক্কা ও মদীনা। তবে পাপের ফলাফল ঐ রকম সংখ্যায় বৃদ্ধি করা হয়না। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ,

﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۖ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰٓ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾

অর্থঃ "কেউ কোন সৎকাজ করলে সে তার দশগুণ পাবে এবং কেউ কোন অসৎ কাজ করলে তাকে শুধু তারই প্রতিফল দেয়া হবে।"[২] যে ব্যক্তি মক্কার হারাম সীমানার মধ্যে বক্রতা অবলম্বনের চিন্তা করবে তার জন্য কঠিন বেদনা দায়ক শাস্তির ওয়াদা রয়েছে। আল্লাহ্ বলেন,

﴿ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٥﴾ ﴾

"আর যে সীমা লংঘন করে তাতে পাপ কাজের ইচ্ছা করবে আমি তাকে মর্মান্তিক (মর্মন্তুদ) শাস্তি আস্বাদন করাব।"[৩]

অতএব যে ধরনের বক্রতা বা হক থেকে বিচ্যুতি অবলম্বন করুক না কেন তার জন্য এই আয়াতে কঠিন শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হক থেকে বিচ্যুত হওয়ার চিন্তা করার কারনে যদি এরূপ শাস্তির ধমক

১. বুখারী, হজ্জ, নং ১৭৮৯, মুসলিম, হজ্জ, ১১৮০
২. সূরা আনআম-১৭৬
৩. সূরা হজ্জ-২৫

থাকে তাহলে ঐ হকটির বিচ্যুতির শাস্তি আরও কঠিন হওয়ার প্রতিই ইঙ্গিত বহণ করে।

মক্কায় প্রবেশ

১. নবী ﷺ বাবুস সালাম দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করার আদেশ দেননি বরং তিনি নিজে সেখান দিয়ে প্রবেশ করেন। অতএব যদি সেখান দিয়ে প্রবেশ করা সহজ ও সম্ভব হয় তাহলে তাই করবে এবং সেটাই হবে উত্তম আর তা সম্ভব না হলে তাতেও কোন অসুবিধা নেই।

২. তাওয়াফে কুদুমের সময় ব্যতীত এহরাম অবস্থায় এহরামের চাদর দিয়ে কাঁধ ঢেকে রাখা সুন্নাত। আর তাওয়াফে কুদুমের সময় ডান কাঁধ খুলে রাখবে সেটাও সুন্নাত। তাওয়াফে কুদুম শেষ হলে পুণরায় কাঁধ ঢেকে নিবে।

ইযতেবা': এহরামের চাদরটির এক কিনারা বাম কাঁধের উপর রেখে অপর কিনারা ডান হাতের বা বগলের নিচ দিয়ে বাম কাঁধের উপর রাখা, এ অবস্থায় ডান কাঁধ খালি থাকবে। এভাবে তাওয়াফ শেষ করবে। অতঃপর কাঁধ ঢেকে নিয়ে তাওয়াফ শেষের দুই রাকাত সালাত আদায় করবে।

৩. প্রতি তাওয়াফের সময় হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী স্পর্স করা সুন্নাত সম্মত। তেমনিভাবে যদি সহজ সাধ্য হয় ও কোন রূপ কষ্টকর না হয় তবে হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করা ও ডান হাতে স্পর্স করা মুস্তাহাব। আর অত্যধিক ভিড় হওয়ার কারনে ভিষন কষ্ট সহ্য করে চুম্বন করা মাকরুহ। চুম্বন করতে সক্ষম না হলে হাত দিয়ে বা লাঠি দিয়ে ইশারা করে আল্লাহু আকবার বলাও বৈধ। তবে রুকনে ইয়ামানীর ক্ষেত্রে এরূপ ইশারা করার কোন দলীল প্রমান জানা যায় না। হাজরে আসওয়াদকে যদি হাত অথবা লাঠি দ্বারা স্পর্স করা সম্ভব হয় তাহলে তাতে চুম্বন করাও বৈধ। রাসূলের ﷺ সুন্নাতের অনুসরণ কল্পে।

৪.তাওয়াফ শেষের দুই রাকাত সালাত মাকামে ইবরাহীমের পিছনে আদায় করা কুরআন ও সুন্নাহ্ দ্বারা সাব্যস্ত রয়েছে। তবে যদি অধিক

ভিড়ের কারনে সম্ভব না হয় তবে মসজিদের যে কোন স্থানে দুই রাকাত সালাত আদায় করে নিবে।

৫.প্রতিবার তাওয়াফ সম্পন্ন করার পর অথবা একাধিকবার তাওয়াফ সম্পন্ন করার পর শেষে প্রত্যেক তাওয়াফের জন্য দুই রাকাত সালাত আদায় করা জায়েয।

৬.আলেমগণের বিশুদ্ধ মতানুযায়ী তাওয়াফ শুদ্ধ হওয়ার জন্য অযু থাকা শর্ত। এটাই অধিকাংশ বিদ্যানগণের কথা। কেননা নবী ﷺ যখন তাওয়াফের ইচ্ছা করেন তখন অযু করেন অত:পর তাওয়াফ করেন। আয়েশা (রাঃ) রাসূল ﷺ এর নিকট থেকে অনুরূপই বর্ণনা করেন । ইবনে আব্বাস ﷺ ও অনুরূপ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন " কা'বা ঘরের তাওয়াফ হচ্ছে সালাত, তবে ভিন্নতা হচ্চে এই যে, তাওয়াফে কথা বলা বৈধ আর সালাতে কথা বলা বৈধ নয়।"[১]

অতএব তাওয়াফ চলাকালে যদি তাহারাত তথা অযু নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সে অবশ্যই পবিত্রতা অর্জন করবে এবং প্রথম চক্কর থেকে আবার তাওয়াফ শুরু করবে, যেমনভাবে সালাতে করা হয়ে থাকে। আর এই তাওয়াফ ফরয তাওয়াফ হোক অথবা নফল তাওয়াফ হোক।

৭.তাওয়াফ চলাকালে যদি পায়খানা ও পেশাবের দ্বার ব্যতীত অন্য কোন স্থান থেকে সামান্য রক্ত নির্গত হয় তাতে তাওয়াফের উপর কোন প্রভাব পড়বেনা, এটাই প্রাধান্যযোগ্য মত।

৮.নেফাসগ্রস্থ মহিলা যদি চল্লিশ দিনের পূর্বে পবিত্র হয়ে যায় তবে তাহার জন্য তাওয়াফ করা জায়েয। নেফাসের জন্য সর্বনিম্ন কোন সময়সীমা নেই তবে সর্বোচ্চ সময় সীমা হচ্ছে চল্লিশ দিন। চল্লিশ দিনেও যদি পবিত্র না হয় গোসল করলেই তার জন্য সালাত, সিয়াম,

---

[১].মুসনাদে আহমাদ,হাদীস নং ১৪৯৯৭, নাসাঈ , অধ্যায়: মানাসিকিল হজ্জ, তাওয়াফে কথা বলা যায়, হাদীস নং ২৯২২ ।

তাওয়াফ ও স্বামীর সাথে মিলন বৈধ হয়ে যাবে। যতক্ষণ রক্ত বন্ধ না হয় ততক্ষণ ইস্তেহাযাগ্রস্তের ন্যায় প্রতি সালাতের জন্য শুধু অযু করবে।

৯.যে ব্যক্তি তাওয়াফ চলাকালে জামা'আতে সালাতের জন্য তাওয়াফে বিরতি দেয় সে সালাত শেষে ঐ চক্করের প্রথম থেকে শুরু করবে না বরং যেখান থেকে বন্ধ রেখেছিল সেখান থেকেই আবার তাওয়াফ শুরু করবে। এটাই হচ্ছে অধিকাংশ আলেমগণের বিশুদ্ধ মত। যদি ঐ চক্করের প্রথম থেকে শুরু করে তবে তাহা ভাল,মতবিরোধ থেকে বাঁচার জন্য।

(ক) যে ব্যক্তি শিশুকে বহন করে সে নিজের সংকল্পের (নিয়্যাত) সময় ঐ শিশুর পক্ষ থেকেও সংকল্প করবে, এটা তার জায়েয। কেননা জনৈক মহিলা যখন তার শিশু সম্পর্কে রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞেস করেন, "হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! এই শিশুর কি হজ্জ আছে? তিনি বলেন, হ্যাঁ! তবে এর বিনিময়ে তোমার জন্য নেকী রয়েছে।"[১] রাসূল ﷺ তার জন্য তাওয়াফ অথবা সাঈ' নির্দিষ্ট করার নির্দেশ দেননি। এতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, ঐ শিশুকে নিয়ে তার তাওয়াফ ও সাঈ করা তার এবং ঐ শিশু উভয়ের জন্যই যথেষ্ট ছিল।

১০.হজ্জ ও ওমরাকারীর জন্য যখন সম্ভম হয় তখনই যমযম পানি পান করা বৈধ, এই পানি দিয়ে অযু করাও জায়েয এমনকি প্রয়োজন হলে পবিত্রতা অর্জনের জন্য গোসল ও এস্তেন্‌জা করাও জায়েয। এর প্রমান রাসূল ﷺ এর হাতের দুই আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে যে অলৌকিক পানি বের হয়েছিল তা দিয়ে সবাই সকল প্রকার প্রয়োজন সেরেছিলেন। ঐ পানি থেকে যমযমের পানি উত্তম নয়।

১১.যমযম পানি ক্রয়-বিক্রয় ও মক্কা থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করনে কোন সমস্যা নেই।

১২.বেশী বেশী তাওয়াফ করা ও বেশী বেশী নফল সালাত আদায়ের মধ্যে কোনটি বেশী ভাল এ নিয়ে কিছু মতভেদ রয়েছে। তবে উত্তম

১. মুসলিম , অধ্যায় : শিশুর হজ্জ শুদ্ধ হওয়া, হাদীস নং ১৩৩৬,

হচ্ছে, দু'প্রকারই বেশী বেশী করবে। কোন কোন বিদ্যান দুটির মধ্যে প্রাধান্য নির্ণয় করেছেন। তারা বলেন, যারা বহিরাগত তাদের জন্য বেশী বেশী তাওয়াফ করাই উত্তম আর যারা বহিরাগত নয় তাদের জন্য বেশী বেশী সালাত আদায় করাই উত্তম। তবে উভয় ক্ষেত্রেই নির্দেশের প্রশস্ততা রয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্।

১৩.যে ব্যক্তি আছর অথবা ফজরের পরে হারামে প্রবেশ করবে সে শুধুমাত্র তাওয়াফের সুন্নাত এবং ঐ সমস্ত সুন্নাত আদায় করবে যা কারণ বশতঃ পড়া হয় যেমন মসজিদে প্রবেশের সুন্নাত।

১৪.সাঈ' করার সময় প্রথম চক্করে ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ﴾ এই আয়াতটি[১] পড়া শরীয়ত সম্মত। তাছাড়া বার বার প্রতি চক্করে পড়া মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে কোন দলীল আমাদের জানা নেই।

১৫.সাফা এবং মারওয়া পাহাড়ে আরোহণ করা ওয়াজিব নয় বরং দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে সাঈ করাই যথেষ্ট। তবে যদি সহজসাধ্য হয় তাহলে আরোহণ করা উত্তম।

১৬.নীচের তলার ন্যায় উপরের তলা সমূহেও সাঈ' করাও বৈধ। কেননা মানুষ সংকুলানের প্রয়োজনের তাগিদেই অনুরূপ করা হয়েছে।

১৭.যদি সাঈ'র কোন অংশ বাদ দেয় অথবা ভুলে যায় এবং এর মাঝে সময়ের খুব বেশী ব্যবধান না হয় তাহলে সেটা পূর্ণ করে নেয়া উত্তম।

১৮.ওমরার ক্ষেত্রে যদি কেউ সাঈ'র এক চক্কর অথবা আরো বেশী চক্কর বাদ দেয় তাহলে সে ফিরে এসে গোটা সাঈ' পূর্ণ করবে। এবং তিনি এহরাম অবস্থার মত স্ত্রী এবং সব নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বেঁচে থাকবেন।আর তাকে সাঈ শেষে দ্বিতীয়বার চুল ছোট করতে হবে। প্রথম বারের চুল ছাঁটার উপর ভিত্তি করলে সহীহ্ হবে না।

১৯.যদি কেউ বিনা অযুতে সাঈ করে তবে সেটা তার জন্য জায়েয হয়ে যাবে কেননা সাঈ'র জন্য পবিত্রতা অর্জন শর্ত নয় বরং মুস্তাহাব।

---

[১]. বাকারা-১৫৮

২০.যদি কেউ ভুলে গিয়ে অথবা ভুল করে তাওয়াফের পূর্বে সাঈ' করে ফেলে তাহলে কোন অসুবিধা নেই। কেননা রাসূল ﷺ থেকে এটা সাব্যস্ত হয়েছে যে, জনৈক ব্যক্তি যখন তাকে জিজ্ঞেস করেন যে, আমি তাওয়াফের পূর্বে সাঈ' করে ফেলেছি? জবাবে তিনি বললেন, তাতে কোন অসুবিধা নেই।[১]

এতে প্রমাণিত হয় যে, যদি তাওয়াফের পূর্বে সাঈ' করে তবুও জায়েয। তবে সতর্কতা অবলম্বন করত: ইচ্ছাকৃত অনুরূপ না করাই উত্তম। আর যদি অজ্ঞতা অথবা ভুলবশত: হয়ে যায় তাতে কোন সমস্যা নেই।

হজ্জ ও ওমরার বিবরণ

১. যারা ওমরা করে হালাল হয়ে আছে তাদের জন্য তারবিয়ার দিন অর্থাৎ জিলহজ্জ মাসের আট তারিখে নিজ অবস্থান স্থল থেকে হজ্জের এহরাম করা শরীয়ত সম্মত নীতি। তারা মক্কার ভিতরে অবস্থান করুক অথবা মক্কার বাহিরে কিংবা মিনাতে অবস্থান করুক। কেননা নবী সা: যে সমস্ত সাহাবীগণ ওমরা পালন করে হালাল অবস্থায় ছিলেন তাদেরকে তারবিয়ার দিনে নিজ অবস্থান স্থল থেকে হজ্জের জন্য এহরাম করতে নির্দেশ দেন।

২. মিনাতে অবস্থানকারীও সেখান থেকেই আট তারিখে এহরাম করবে, এহরামের জন্য মক্কায় প্রবেশ করার প্রয়োজন নেই। এই মর্মে ইবনে আব্বাস ﷺ এর হাদীসের ব্যাপক অর্থের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয় যে, রাসূল সা; যখন মীকাত সমূহ বর্ণনা করেন তখন বলেন, " আর যারা এর ভিতরে অবস্থান করবে তাদের জন্য নিজ অবস্থান স্থলই হচ্ছে তাদের মীকাত, এমনকি মক্কায় অবস্থানকারীগণও মক্কা থেকেই এহরাম করবে।"[২]

---

[১]. আবু দাউদ,মানাসিক, হজ্জে কিছু আগপিছ করার বিধান হাদীস নং ২০১৫,

[২].বুখারী ,শামবাসীর মীকাত, হাদীস নং ১৫২৬, মুসলিম ,হজ্জ ও ওমরার মীকাত, হাদীস নং ১১৮১,

যে ব্যক্তি আরাফার সীমানার বাহিরে অবস্থান করবে তার হজ্জ সহীহ্ হবে না, যদিও সে সীমানার অতি নিকটে অবস্থান করে।

৩. যে ব্যক্তি আরাফার দিনে সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পুর্বে আরাফায় অবস্থান করবে অধিকাংশ বিদ্যানগণের মতে তার আরাফায় অবস্থান পূর্ণ হবে না। কেননা নবী ﷺ যাওয়াল তথা সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পরই আরাফাতে অবস্থান করেছিলেন। আর এটাই হচ্ছে উত্তম।[১] অর্থাৎ দুপুরের পরে আরাফাতে অবস্থান করতে হবে।

৪. যে ব্যক্তি যাওয়াল তথা সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পর আরাফায় অবস্থান করবে তার অবস্থান সঠিক হবে তবে যদি সূর্যাস্তের পূর্বে আরাফার সীমানা ত্যাগ করে এবং ঐ রাত্রে আবার আরাফায় ফিরে না আসে তবে তাকে অবশ্যই দম দিতে হবে।

৫. কেউ যদি সূর্যাস্তের পরে অর্থাৎ নয় তারিখ দিবাগত রাতে আরাফায় অবস্থান করে কিংবা আরাফার উপর দিয়ে অতিক্রম করে তবুও তার জন্য আরাফায় অবস্থানের বিধান যথেষ্ট হবে।

৬. আরাফায় অবস্থানের উত্তম ও সর্বসম্মত সময় হচ্ছে, নয় তারিখ সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পর থেকে রাত্রির শেষ পর্যন্ত। এই মর্মে বর্ণিত হাদীসের আলোকে।

৭. অর্ধ রাত্রি পর্যন্ত মুযদালেফায় অবস্থান করা ওয়াজিব আর যদি রাত্রি পূর্ণ করে ফজর পর্যন্ত এমনকি পূর্বাকাশ ফর্সা হওয়া পর্যন্ত অবস্থান করে তবে সেটাই উত্তম।

৮. সাধারণভাবে মহিলাদের জন্য মুযদালেফার রাত্রিতে অর্ধ রাতের পর মুযদালেফার সীমানা থেকে বের হওয়া জায়েয। অনুরূপভাবে অন্যান্য দূর্বল বৃদ্ধ ও অসুস্থরা এবং এদের সহায়ক সঙ্গিরাও অর্ধ রাত্রির পরে বের হতে পারবে। কেননা এদেরকে রাসূল ﷺ সাধারণ অনুমতি দিয়েছেন।

---

[১]. মুসনাদে আহমাদ, মাদানিয়্যীন হাদীস নং ১৫৭৭৫, তিরমিযি, হাদীস নং ৮৯১

৯. যে ব্যক্তি মুযদালেফা অতিক্রম করে কিন্তু সেখানে রাত্রি যাপন করে না অত:পর ফজরের পূর্বেই ফিরে এসে সেখানে তথা মুযদালেফায় কিছুক্ষণ অবস্থান করে, তার জন্য এর বিধান আদায় হয়ে যাবে এবং এজন্য তাকে কোন দম দিতে হবে না।

১০. যে ব্যক্তি মুযদালেফায় রাত্রি যাপন না করবে তাকে অবশ্যই দম দিতে হবে।

১১. কংকর সংগ্রহ শুধু মুযদালেফাতেই নয় বরং মিনাতেও সংগ্রহ করা বৈধ।

১২. কুরবানীর ঈদের রাতে অর্থাৎ নয় তারিখ দিবাগত মধ্য রাতের পূর্বে জামরাতুল আকাবাতে কংকর নিক্ষেপ করা বৈধ নয় অনুরূপভাবে মধ্য রাতের পূর্বে তাওয়াফে ইফাযাহ্ করাও বৈধ নয়।

১৩. কুরবানীর ঈদের রাতের মধ্য ভাগের পর থেকে দূর্বলসহ অন্যান্যদের জন্য জামরাতুল আকাবাতে কংকর নিক্ষেপ করা জায়েয, কিন্তু যারা সুস্থ-সবল মুসলিম তারা যেন সূর্যোদয়ের পর কংকর নিক্ষেপের চেষ্টা করে কেননা রাসূল ﷺ সূর্যোদয়ের পরই জামারাতুল আকাবাতে কংকর নিক্ষেপ করেছেন। অতএব তাঁর সুন্নাতের অনুসরণ করাই উত্তম।

১৪. ইবনে আব্বাস ﷺ এর হাদীসটি " সূর্যোদয়ের পূর্বে তোমরা জামারাতে কংকর নিক্ষেপ কর না"[১] যঈফ বা দূর্বল। কেননা সনদের মধ্যে আল হাসান আল উরানী ও ইবনে আব্বাসের মধ্যে ছিন্নতা রয়েছে। অন্যান্য হাদীসের সমন্বয়ের আলোকে যদি সহীহ্ ধরে নেয়াও হয় তবুও এটা মুস্তাহাবের জন্য প্রজোয্য হবে। হাফেয ইবনে হাজার অনুরূপভাবে মত প্রকাশ করেছেন।

১৫. তাশরিকের দিনগুলি অর্থাৎ এগার, বার ও তের তারিখ সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পূর্বে জামারাতে কংকর নিক্ষেপ করা জায়েয নয় কেননা নবী ﷺ উল্লেখিত দিনগুলি সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার

১. মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ২০৮৩, তিরমিযি হজ্জ, হাদীস নং ৮৯৩,

পরই কংকর নিক্ষেপ করেছেন এবং বলেছেন, " তোমরা আমার নিকট থেকে হজ্জের নিয়ম-নীতি শিখে নাও"।[১]

১৬. রাতের বেলায় কংকর নিক্ষেপ নিষিদ্ধ মর্মে কোন দলীল সাব্যস্ত হয়নি বরং জায়েয তবে ঈদের দিনে অর্থাৎ দশ তারিখে দিনভর নিক্ষেপ করাই উত্তম এবং পরবর্তী তিনদিন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পরে নিক্ষেপ করাই উত্তম। আগামী দিনেরটা রাতে নিক্ষেপ করা বৈধ নয় বরং বর্তমান দিনেরটা সূর্যাস্তের পরেও বৈধ রয়েছে।

অতএব যে ব্যক্তি ঈদের দিনে অর্থাৎ দশ তারিখে দিবাভাগে কংকর নিক্ষেপ করতে না পারে তার জন্য ঐদিন শেষে সূর্যাস্তের পরও শেষ রাত্রি পর্যন্ত নিক্ষেপ করা জায়েয। এগার তারিখ সূর্যাস্তের পূর্বে যদি কেউ নিক্ষেপ করতে না পারে তাহলে তার জন্য সূর্যাস্তের পরেও রাতের বেলায় নিক্ষেপ করা জায়েয। অনুরূপভাবে বার তারিখ দিনের বেলায় নিক্ষেপ করতে না পারলে সূর্যাস্তের পরেও নিক্ষেপ করা বৈধ।

আর যে ব্যক্তি তের তারিখ দিনের বেলায় সূর্যাস্তের পূর্বে কংকর নিক্ষেপ করতে না পারবে তার ঐ দিনের কংকর নিক্ষেপ বাতিল হয়ে যাবে এবং এজন্য তাকে অবশ্যই দম দিতে হবে। কেননা তের তারিখ সূর্যাস্তের সাথে সাথে কংকর নিক্ষেপের সময় শেষ হয়ে যায়।

১৭. কংকর নিক্ষেপের স্থানে কংকর বিদ্যমান থাকা শর্ত নয় বরং সেখানে পতিত হওয়া শর্ত। এমন যদি হয় যে, কংকরটি নির্দিষ্ট স্থানে আঘাত খেয়ে বাহিরে ছিটকে পড়ে তবুও বিদ্যানগনের মতানুযায়ী বৈধ হবে। ইমাম নববী অনুরূপই বলেন। আসলে পিলারে আঘাত করা নয় বরং হাউজে নিক্ষিপ্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

১৮. কংকরটি হাউজে নিক্ষিপ্ত হল কি না এই মর্মে যদি কেউ শংসয় করে তবে শংসয় দুর না হওয়া পর্যন্ত সংখ্যা পূর্ণ করতে হবে।

১৯. হাউজে নিক্ষিপ্ত কংকর নিয়ে নিক্ষেপ করা বৈধ নয় তবে আশে পাশে পড়ে থাকা কংকর নিয়ে নিক্ষেপ করাতে কোন সমস্যা নেই।

---

১. মুসলিম, অধ্যায়: হজ্জ, আরোহী হয়ে পাথর নিক্ষেপ করা, হাদীস নং ১২৯৭.

২০. যে কংকর একবার নিক্ষেপ করা হয়েছে সেই কংকর দ্বিতীয়বার নিক্ষেপ না করাই উত্তম।

২১. যদি কেউ একই সাথে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করে তবে তার একটি হিসেবে গণ্য হবে তাকে অবশ্যই বাকি ছয়টি পূর্ণ করতেহবে।

২২. জামারাতের ক্ষেত্রে তারতিব তথা ধারাবাহিকতা বজায় রাখা ওয়াজিব। অতএব শুরু করবে প্রথমটিতে তারপর দ্বিতীয়টি অত:পর তৃতীয়টি অর্থাৎ জামারাতুল আকাবা।

২৩. কংকর ধৌত করা মুস্তাহাব নয় বরং না ধুয়ে ঐভাবেই নিক্ষেপ করবে। কেননা রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবাগণ না ধুয়েই নিক্ষেপ করেছেন। ধুয়েছেন এই মর্মে কোন দলীল প্রমাণিত হয়নি।

২৪. রাসূলুল্লাহ ﷺ যে রকম পাথর মেরেছেন সেই রকম পাথর নিক্ষেপ করা সুন্নাত। দশ তারিখে শুধু জামরায়ে আকাবায় যাহা মক্কার নিকটে, সাতটি পাথর মারবে এবং এগার তারিখে তিনটি শয়তানেই মারবে , প্রথমে জামরায়ে সুগরায় মারবে যাহা মসজিদে খায়ফের ধারে তারপর মধ্যম তারপর বড়টিতে এবং বার তারিখে ও এই নিয়মে তিনটিতে পাথর মারবে। যদি বার তারিখে চলে না আসেন তবে তের তারিখে ও দুপুরের পরে মারবেন। যদি কেহ পাথর মারার সুযোগ না পায় তবে বার তারিখ তিনদিনের পাথর নিক্ষেপ একসাথে করতে পারবে। তবে ধারাবাহিক ভাবে নিয়ত করে করতে হবে। প্রথমে দশ তারিখের, পরে এগার পরে বার তারিখের মারবেন।

২৫. যারা অপারগ যেমন অসুস্থ, অতি বৃদ্ধ ও শিশু এবং শিশুর মাতা যদি শিশুকে রাখার কেহ না থাকেন। তাদের পক্ষ থেকে অন্যরা কংকর নিক্ষেপ করতে পারবে।

২৬. শরঈ ওযর ব্যতীত অন্যকে কংকর নিক্ষেপের দায়িত্ব দেয়া জায়েয নয়।

২৭. যদি কেউ কোন প্রকার শরঈ ওযর ব্যতীত অন্যকে কংকর নিক্ষেপের দায়িত্ব দেয় তাহলে সঠিক হবেনা বরং তার কংকর

নিক্ষেপের কাজ অসম্পূর্ণ থেকেই যাবে। সে যদি সময়ের মধ্যে নিজে নিক্ষেপ না করে তাহলে তাকে অবশ্যই দম দিতে হবে এবং তা মক্কার সীমানার মধ্যে যবেহ্ করে সেখানকার ফকিরদের মাঝে বিতরণ করতে হবে।

২৮. যে ব্যক্তি অন্যের কংকর নিক্ষেপের দায়িত্ব নিবে সে যেন প্রথমে নিজেরটি নিক্ষেপ করে অত:পর অন্যেরটি।

২৯. যে ব্যক্তি অন্যের কংকর নিক্ষেপের দায়িত্ব নিবে সে প্রত্যেক জামারাতে নিজেরটি দিয়ে শুরু করবে।

৩০. যে ব্যক্তি অন্যের কংকর নিক্ষেপের দায়িত্ব নিবে তার দুটি অবস্থা হতে পারে: (ক) প্রত্যেকটি জামারাতে আগে নিজের কংকর মেরে আসবে অত;পর প্রথম থেকে দ্বিতীয় জনের কংকর নিক্ষেপ করবে। (খ) প্রত্যেক জামারাতেই প্রথমে নিজের কংকর নিক্ষেপ করবে অত;পর সেই সাথে অন্যের কংকর নিক্ষেপ করবে। এটাই বেশী সঠিক এবং সহজ।

৩১. প্রথম দিনে কুরবানী করা দ্বিতীয় দিনে কুরবানী করার চেয়ে উত্তম, দ্বিতীয় দিনে কুরবানী করা তৃতীয় দিনে কুরবানী করার চাইতে উত্তম, তৃতীয় দিনে কুরবানী করা চতুর্থ দিনে কুরবানী করার চাইতে উত্তম।

৩২. হজ্জ ও ওমরার ক্ষেত্রে মাথার চুল ছোট করার চাইতে ন্যাড়া করাই উত্তম কেননা নবী ﷺ ন্যাড়কারীদের জন্য রহমত ও মাগফেরাত কামনা করে তিনবার দু'আ করেছেন আর চুল ছোটকারীদের জন্য একবার। মাথার কিছু অংশের চুল কাটা যথেষ্ট হবে না বরং পুরো মাথার চুল ছোট করতে হবে। তবে যদি হজ্জের অতি নিকটবর্তী সময়ে ওমরা আদায় হয়ে থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে পুরো মাথার চুল ছোট করাই উত্তম কেননা হজ্জের পরে আবার তাকে ন্যাড়া করতে হবে। এই জন্যই রাসুল ﷺ বিদায় হজ্জে তাঁর সাহাবীদের তাওয়াফ ও সাঈ' শেষে চুল ছোট করার নির্দেশ দেন। কিন্তু যাদের নিকট কুরবানীর জানোয়ার ছিল, অর্থাৎ কেরানকারীগণ ব্যতীত, কেননা তারা এহরাম অবস্থায় থাকবে (হজ্জের পরে তাহারা মাথা ন্যাড়া করবেন)।

(ক) যদি কেউ ভুল বশত: অথবা অজ্ঞতা বশত: মাথার কিছু অংশের চুল ছোট করে থাকে তাহলে তার জন্য পুরো মাথার চুল ছোট করা ওয়াজিব এবং এ কারনে তাকে কোন প্রকার দম দিতে হবে না। আর মহিলারা নিজ চুলের অগ্রভাগ থেকে আঙ্গুলের এক গিরা পরিমাণ কিংবা তার চেয়ে কম অংশ কর্তন করবে। (খ) যদি কেউ মাথা ন্যাড়া করা অথবা চুল ছোট করার কথা ভুলে যায় এবং জামারাতে কংকর নিক্ষেপের পর হালালও হয়ে যায় তাহলে স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে সে মাথা ন্যাড়া করবে। কেননা আল্লাহ্‌র বানী, " হে আমাদের রব্ব! আমরা যদি ভুলে যাই অথবা ভুল করি তাহলে আপনি আমাদেরকে একারনে পাকড়াও করবেন না।"[১]

৩৩. জিলহজ্জের পরে তাওয়াফে এফাযাকে বিলম্ব না করার পক্ষে কোন দলীল নেই অতএব বিলম্ব করা জায়েয কিন্তু তাড়াতাড়ী করে নেয়া উত্তম।

৩৪. যদি কোন মহিলা তাওয়াফে এফাযার পূর্বেই ঋতুবতী হয়ে যায় তাহলে সে এবং তার মুহরিম তার পবিত্র হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে অত:পর পবিত্র হলে তাওয়াফে এফাযা করবে। যদি অপেক্ষা করা সম্ভব না হয় তবে সফর করা জায়েয কিন্তু তাকে পূনরায় এসে তাওয়াফে এফাযা করতে হবে। আর যদি অনেক দুর দেশের অধিবাসী হওয়ার কারনে পূনরায় ফিরে আসা সম্ভবপর মনে না করে তাহলে সতর্কতা অবলম্বন করত: হজ্জের নিয়তে তাওয়াফ করলে তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে কতিপয় বিদ্যানের সিদ্ধান্ত অনুযয়ী। যেমন শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ্ ও আল্লামা ইবনুল কাইয়েম রাহেমাহুমাল্লাহ্ ও অন্যান্য ওলামাগণ।

৩৫. কেরান ও এফরাদকারীদের জন্য একটি সাঈ', যদি তা তাওয়াফে কুদুমের সাথে করে থাকে তাহলেই যথেষ্ট হবে তার জন্য দ্বিতীয়বার সাঈ' করা আবশ্যিক নয়। আর যদি তাওয়াফে কুদুমের সাথে সাঈ' না

---

১. সুরা বাকারা ২৮৬

করে থাকে তাহলে তাওয়াফে এফাযার সাথে অবশ্যই সাঈ' করতে হবে।

৩৬. অসুস্থতা ও অন্যান্য শরঈ কারনে মিনায় রাত্রি যাপন করতে অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য মিনাতে রাত্রি যাপনের প্রতি বিশেষ জোরারোপ করা হয়নি। তবে যদি সম্ভব হয় তাহলে রাসূল ﷺ ও সাহাবাদের সুন্নাতের অনুস্মরণ করে বাকি সময় অন্যান্য হাজীদের সাথে মিনায় অবস্থানের আন্তরিক প্রচেষ্টা করা বাঞ্ছনীয়।

৩৭. শরয়ী ওযরের কারণে মিনায় যারা রাত্রি যাপন করতে পারবে না,তারা ঈদের দিনের রামি (পাথর নিক্ষেপ)করে বাকী রামিগুলো তের তারিখে করে নিতে পারবেন। (প্রত্যেক দিনের রমির নিয়ত করে ধারাবাহিক মারতে হবে)।

৩৮. যে ব্যক্তি ক্ষমতা থাকা সত্বেও মিনার সীমানা সম্পর্কে অজ্ঞতা বশতঃ বাহিরে রাত্রি যাপন করবে তাকে অবশ্যই দম দিতে হবে। কেননা সে কোন শরঈ ওযর ব্যতীতই এরূপ ওয়াজিব তরক করেছে, এই ওয়াজিব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে অবহিত হওয়া তার জন্য ওয়াজিব ছিল।

৩৯. যদি কোন ব্যক্তি অনেক চেষ্টা করেও মিনার সীমানাতে রাত্রি যাপনের স্থান না পায় তাহলে তার মিনা সংলগ্ন স্থানে অবস্থান করাতে কোন সমস্যা নেই। এ জন্য তাকে কোন দমও দিতে হবে না। কেননা আল্লাহ্ বলেন, " তোমরা সাধ্যমত আল্লাহ্ ভীতি অর্জন কর"।[১]

রাসূল ﷺ বলেন, " আমি যখন তোমাদেরকে কোন বিষয়ে নির্দেশ করি তখন তা থেকে যতটুকু তোমাদের পক্ষে পালন করা সম্ভব হয় তাই করবে।"[২]

---

১. সূরা তাগাবুন ১৬

২. বুখারী, অধ্যায় আল-এ'তেসাম বিল কিতাবে ওয়াস সুন্নাহ, হাদীস নং ৭২৮৮, মুসলিম, অধ্যায়: হজ্জ, হজ্জ জীবনে একবারই ফরজ, হাদীস নং ১৩৩৭।

৪০. যে ব্যক্তি বিনা কারনে এগার ও বার তারিখের রাত্রি মিনাতে যাপন না করবে তাকে অবশ্যই দম দিতে হবে।

৪১. যে ব্যক্তি বার তারিখ দিবাগত সূর্যাস্তের পূর্বেই মিনা হতে বের হয়ে যাবে তার জন্য তাকে কোন জরিমানা বা দম দিতে হবে না। আর যে ব্যক্তি বার তারিখ দিবাগত সূর্যাস্তের পূর্বে মিনা সীমানা ত্যাগ করতে না পারবে তাকে অবশ্যই ঐ রাত্রিও মিনাতে যাপন করতে হবে এবং তের তারিখ সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পর জামারাতে কংকর মারতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, " যে ব্যক্তি দুই দিন কংকর মেরে দ্রুত সরে আসবে তাতে তার কোন গোনাহ্ হবে না"।[১]

আর যার বার তারিখ দিবাগত রাত হয়ে যাবে তাকে তাড়াহুড়াকারী বলা যাবে না।

৪২. যে ব্যক্তি বিদায়ী তাওয়াফ তরক করবে কিংবা তাওয়াফের কোন চক্কর ছেড়ে দিবে তাকে অবশ্যই দম দিতে হবে যা মক্কার সীমানার মধ্যে যবেহ্ করে সেখানকার ফকীরদের মাঝে বিতরণ করতে হবে। যদি সে ফিরে এসে তাওয়াফ আদায় করে তবুও দম রহিত হবে না।

৪৩. পবিত্রতা ব্যতীত তাওয়াফ সহীহ্ হবে না কেননা নবী ﷺ যখন তাওযাফের ইচ্ছা পোষন করতেন তখন অযু করতেন। তিনি বলেন, "তোমরা আমার নিকট হতে হজ্জের নিয়ম কানুন শিখে নাও"[২] অনুরূপভাবে ইবনে আব্বাস ﷺ থেকেও প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, " বায়তুল্লাহর তাওয়াফ হচ্ছে সালাতের ন্যায় তবে সালাতে কথা বলা বৈধ নয় কিন্তু তাওয়াফে কথা বলা বৈধ।"

৪৪. হায়েয ও নেফাসগ্রস্ত অর্থাৎ ঋতুবতী ও সন্তান প্রসবোত্তর রক্তস্রাব চলছে এরূপ মহিলাদের জন্য বিদায়ী তাওয়াফ রহিত হয়েছে। ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত হয়েছে যে, লোক সকলকে এমর্মে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, মক্কায় তাদের শেষ কাজ যেন বায়তুল্লাহর তাওয়াফ হয়,

---

১. সূরা বাকারা ২০৩

২. মুসলিম, অধ্যায় : হজ্জ, কুরবানীর দিন আরোহী হয়ে পাথর নিক্ষেপ, হাদীস নং ১২৯৭।

তবে তা হায়েযগ্রস্ত মহিলাদের জন্য হালকা করা হয়েছে।[১] অধিকাংশ আলেমদের মতে নেফাসগ্রস্থ মহিলাদের অবস্থাও অনুরূপ।

৪৫. যে ব্যক্তি জামারাত সমূহে কংকর নিক্ষেপ শেষ বা পূর্ন হওয়ার পূর্বেই বিদায়ী তাওয়াফ করবে তার বিদায়ী তাওয়াফ পরিপূর্ণ হবে না কেননা সে তা নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই তাওয়াফ করেছে। সে যদি মক্কা ছেড়ে চলেও যায় তবুও তাকে দম দিতে হবে।

৪৬. যদি কেউ বিদায়ী তাওয়াফ সমাপ্ত করার পর কোন কিছু ক্রয়ের প্রয়োজন বোধ করে তা যদি ব্যবসার জন্যও হয় তবুও তা বৈধ তবে যেন তাওয়াফের সময়ের ব্যবধান খুব বেশী না হয়"। আর যদি সাধারণ অবস্থার চেয়ে সময়ের অনেক ব্যবধান হয়ে যায় তাহলে তাকে দ্বিতীয়বার বিদায়ী তাওয়াফ করতে হবে।

৪৭. শুধু ওমরাকারীর জন্য বিদায়ী তাওয়াফ ওয়াজিব নয় কেননা এ মর্মে কোন দলীল প্রমাণ বিদ্যমান নেই। আর এটাই হচ্ছে জমহুরের মত।

৪৮, যদি কেউ হজ্জের কার্যাদী চলাকালে মৃত্যু বরণ করে তবে তার পক্ষ হতে হজ্জ পূর্ণ করতে হবে না। কেননা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে : যে ব্যক্তি জানোয়ারের পা চাপা পড়ে মারা যায় তাকে হজ্জ পূর্ণ করার নির্দেশ দেননি। রাসূল ﷺ বলেন," নিশ্চয় সে কিয়ামত দিবসে তালবিয়া পাঠ করতে করতে উঠবে"।[২]

৪৯. অধিকাংশ মানুষই হজ্জের পরে তানঈম (মসজিদে আয়েশা) অথবা জে'রানা নামক স্থান থেকে এহরাম করে এসে একাধিক ওমরা করে থাকে অথচ এর পক্ষে শরীয়তের কোন দলীল প্রমাণ বিদ্যমান নেই বরং দলীলে এটা বর্জন করাই উত্তম হিসেবে প্রমাণিত হয় কেননা নবী ﷺ ও সাহাবাকেরামগণ বিদায় হজ্জে এরূপ করেননি।

---

১. বুখারী, অধ্যায়: হজ্জ, বিদায় তাওয়াফ, হাদীস নং ১৭৫৫, মুসলিম অধ্যায়: হজ্জ, বিদায় তাওয়াফ ওয়াজেব এবং হায়েজ গ্রস্থদের জন্য রহিত, হাদীস নং ১৩২৮,

২. বুখারী, অধ্যায় : জানাইজ, দুই কাপড়ে কাফন, হাদীস নং ১২৬৫, মুসলিম, অধ্যায়: হজ্জ ,মুহরিম মারা গেলে কি করবে হাদীস নং ১২০৬,

৫০. ইবনে আব্বাস ﷺ এর হাদীস " যদি কেউ হজ্জের কোন বিধান তরক করে অথবা ভুলে যায় তবে সে অবশ্যই রক্ত প্রবাহিত করবে অর্থাৎ একটি দম দিবে"[১] হাদীসটি মারফু' হাদীসের সমতুল্য কেননা এটি তার চিন্তা প্রসুত বক্তব্য নয় এবং সাহাবীদের কেউ তার এ কথার বিপরীত কিছু বলেছেন বলেও জানা যায়না। অতএব যে ব্যক্তি কোন ওয়াজিব তরক করবে যেমন জামারাতে কংকর নিক্ষেপ, তাশরিকের দিনগুলিতে মিনায় রাত্রি যাপন, বিদায়ী তাওয়াফ অথবা অনুরূপ কোন কিছু তরক করলে তাকে অবশ্যই দম দিতে হবে। আর এসব ইচ্ছাকৃত ত্যাগ করুক অথবা ভুলবশতঃ করুক অথবা অজ্ঞতাবশত: করুক। এ দম হয় একটি ছাগল অথবা একটি উটের এক সপ্তমাংশ কিংবা একটি গরুর এক সপ্তমাংশ হতে পারে।

১. মুআত্তা মালিক, অধ্যায়: হজ্জ তাকৃদীর, হাদীস নং ৯০৫, অধ্যায়: হজ্জ কিছু ভুলে গেলে কি করবে, হাদীস নং ৯৫৭,

যিয়ারত

১. বছরের সব সময় মসজিদে নববী যিয়ারত করা সুন্নাত, হজ্জের সাথে এই যিয়ারতের কোন সম্পর্ক নেই এবং এই যিয়ারত ওয়াজিবও নয়।

২. "যে ব্যক্তি মসজিদে নববীতে চল্লিশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হবে এবং মুনাফিকি থেকেও মুক্ত থাকবে" [১] হাদীস বিশারদদের নিকট এটি যাঈফ (অর্থাৎ দুর্বল সনদে বর্ণিত) অতএব এর উপর ভিত্তি করা যাবে না।

হজ্জ নষ্ট অথবা বাধা গ্রস্থ হওয়ার আশংকা

১. বিভিন্নভাবে নষ্ট হতে পারে; যেমন:- শত্রু অথবা অন্য কোন কারনে বাধা গ্রস্থ হওয়া, যেমন অসুস্থ হওয়া এবং খরচের টাকা ফুরিয়ে যাওয়া, এমতাবস্থায় শিঘ্রই অসুবিধা দূর হওয়ার আশা থাকলে তাড়াতাড়ী এহরাম ভঙ্গ করবে না।

২. বাধাগ্রস্থ ব্যক্তি হাদী (কুরবানী) যবাই করে মাথা মুন্ডন করে অথবা চুল ছোট করে হালাল হবে। যদি হাদী না পায় তবে দশ দিন রোজা রাখবে। কেহ যদি এহরামের সময় এই শর্ত করে যে, বাধা গ্রস্থ হলে হালাল হয়ে যাবে , তবে তার হাদী (কুরবানী) যবাই করা লাগবে না।

৩. যে স্থানে বাধা গ্রস্থ হবে সেখানেই কুরবানী যবাই করবে। তা মক্কার ভিতরে হোক অথবা বাহিরে। গোস্ত ফকীরদের মাঝে বিতরণ করতে হবে সেখানে যদি ফকীর না থাকে তাহলে যেখানে ফকীর আছে সেখানেই পৌছিয়ে দিতে হবে।

---

১. মুসনাদে আহমাদ, মুকসিরীন ছাহাবা, আনাস বিন মালিক, হাদীস নং ১২১৭৩,

হাদী ও কুরবানী

১. মক্কা বাসীর জন্য হজ্জে তামাত্তু' এবং কেরানে হাদী (কুরবানী) ওয়াজিব নয়। যদিও তারা হজ্জের মাস সমূহে ওমরা ও হজ্জ করে থাকেন।

আল্লাহ তা'আলা যখন বললেন, তামাত্তু'কারীর জন্য কুরবানী ওয়াজিব এবং অপারগ হলে দশটি রোজা রাখতে হবে। তখন উক্ত আয়াতে বলেন, ﴿ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾

অর্থ: "এই আদেশ তাদের জন্য যারা মক্কার বাসিন্দা নয়।"[১]

২. যে ব্যক্তি কুরবানীর দিনের আগে কুরবানী যবাই করবে তাহার কুরবানী যথেষ্ট হবে না। কারণ নবী ﷺ এবং তাঁর সাহাবাগণ কুরবানীর দিনগুলো ছাড়া কুরবানী যবাই করেন নাই।

কুরবানীর দিনের আগে যদি কুরবানী যবাই করা যায়েজ হত তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ তা বর্ণনা করতেন। আর তিনি বর্ণনা করলে তাঁর সাহাবীগণ (রাঃ) নিশ্চয়ই তা উম্মতের কাছে পৌছিয়ে দিতেন।

কুরবানী যবাই করা ১৩ তারিখ পর্যন্ত বিলম্ব করা যায়। কারণ আইয়ামে তাশরীক সবই পানাহার এবং পশু যবাই করার দিন। তবে ঈদের দিনে কুরবানী যবাই করাই উত্তম।

৩. আইয়ামে তাশরীকে ফরজ বা নফল কোন রোজা রাখা বৈধ নয়। তবে ঐ ব্যক্তি রাখতে পারে যে ওয়াজিব কুরবানী দিতে অপারগ। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ এবং আয়শা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস; তাঁরা উভয়ে বলেন, আইয়ামে তাশরীকে রোজা রাখার অনুমতি দেওয়া হয়নি তবে ঐ ব্যক্তির জন্য অনুমতি আছে যে হাদী (কুরবানীর) পশু সংগ্রহ করতে অপারগ।[২]

---

১. সূরা বাকারা-১৯৬

২. বুখারী, কিতাবুসসাওম, আইয়ামে তাশরীকের রোজার, হাদীস নং ১৯৯৮

৪. যে ব্যক্তি হজ্জে কেরান বা হজ্জে তামাত্তু'র কুরবানী করতে অপারগ তার জন্য উত্তম হল আরাফার দিনের আগে তিনটি রোজা রাখা। যদি এই তিন রোজা আইয়ামে তাশরীকে রাখে তাতেও বাধা নেই। যেমন পূর্ববর্তী মাসআলায় আলোচিত হয়েছে।

৫. যে ব্যক্তি হাজ্জে তামাত্তু' এবং হাজ্জে কেরানের কুরবানী করতে সক্ষম হওয়া সত্বেও রোজা রাখবে তার রোজা যথেষ্ট হবে না। তার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব যদিও তা কুরবানীর দিনগুলি অতিবাহিত হওয়ার পরও হয়। কারণ এটা তার নিকট আল্লাহর প্রাপ্য।

৬. কুরবানীর মূল্য ছাদকা করা যায়েজ নয় বরং জানোয়ার যবাই করা ওয়াজিব। মূল্য ছাদকা করা জায়েজ বলা নতুন শরীয়তের প্রবর্তন এবং অগ্রহনযোগ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন, অর্থ "তাদের কি কোন শরীক আছে যারা তাদের জন্য দ্বীনের বিধান আরোপ করে যার অনুমতি আল্লাহ দেন নাই।"[১]

৭. হাজ্জে তামাত্তু' এবং হাজ্জে কেরানের হাদী কেনার জন্য কর্জ করা যায়েজ আছে। পরিশোধ করতে অপারগ হলে কর্জ করা ওয়াজিব নয় বরং তার জন্য রোজা রাখা যথেষ্ট।

৮. ফিদইয়া স্বরূপ যে খাদ্যদ্রব্য দেয়া হয় তা এবং ফিদিয়ার কুরবানী উভয়টিই হারামের ফকীরদের হক।

৯. হাদীর (কুরবানী) গোশ্ত বন্টন করা হবে হারামের ফকীর মিসকীন এবং হারামে বসবাসকারীদের মধ্যে। তারা মক্কার স্থায়ী বাসিন্দা হোক অথবা বাহিরের।

১০. যে তার কুরবানী (গোশ্ত) এমন স্থানে রেখে আসল যেখানে কোনই উপকারে আসেনি তার সেই কুরবানী যথেষ্ট হবে না।

১১. যে হারামের বাইরে কুরবানী যবাই করে, যেমন আরাফা, জিদ্দা, তার কুরবানী যথেষ্ট হবেনা। যদিও তা হারামে বন্টন করে। তার উপর

---

[১]. সূরা শূরা-২১

আরেকটি কুরবানীর জানোয়ার যবাই করা ওয়াজিব। সে বিধান সম্পর্কে অবগত থাকুক অথবা না থাকুক।

১২. তামাত্তু' অথবা ক্বেরান হজ্জের হাদী এবং সাধারণ কুরবানীর গোশত নিজে খাওয়া, ছদকা করা এবং অন্যকে হাদিয়া দেয়া মুস্তাহাব।

১৩. কুরবানী যবাই করার সময় বলবে: "বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহুম্মা মিনকা ওয়া লাকা"; এবং পশুকে কিবলামুখি করে শুয়াবে। পশুকে কিবলামুখি করে শুয়ানো মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়।

১৪. উলামাদের বিশুদ্ধ মতানুযায়ী কুরবানীর বিধান হচ্ছে, সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। তবে যদি ওসিয়ত হয় তবে তা আদায় করা ওয়াজিব। কুরবানী ও অন্যান্য ছাদকা দ্বারা লোকে তার মৃত ব্যক্তির প্রতি সদ্ব্যবহার করতে পারে।

হজ্জ ফরজ হওয়ার রহস্য, হজ্জের বিধান সমূহ ও এর উপকারিতা।[১]

হে সম্মানিত শ্রোতা মন্ডলী! হজ্জব্রত খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এর উপকারীতা অনেক এবং এর রহস্য বিভিন্ন প্রকার। যে ব্যক্তি হজ্জের ব্যাপারে আল্লাহর কিতাবকে নিয়ে গবেষনা করবে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাতকে পর্যালোচনা করবে সে এই ব্যাপারে অনেক কিছু জানতে পারবে। মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য এই 'এবাদতের বিধান করেছেন, কারণ এতে আনেক উপকারীতা রয়েছে এবং পরস্পরে পরিচয় ও সৎ কাজে সহযোগীতা ও পরস্পরে সদূপদেশের বিনিময় এবং ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করা, আল্লাহর কালিমা ও তঁর একত্বকে সমুন্নত

১. শাইখ বিন বায (রঃ) এর একটি বক্তব্য যা মক্কাস্থ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে ১৪১২ হিজরীর হজ্জ উপলক্ষে প্রদান করেছিলেন।

করা এবং তাঁর 'এবাদতে আন্তরিকতা অর্জন করা ইত্যাদি অসংখ্য বৃহৎ উপকারা এবং লাভ রয়েছে যা হিসাব করে শেষ করার মত নয়। আল্লাহ তাঁর নিজ রহমতে হজ্জকে ফরজ করেছেন সারা বিশ্বের সমস্ত মুসলমানদের উপর, সুতরাং যার সামর্থ্য আছে এমন সকল মুসলমান নর-নারী আরব অনারব রাজা ও প্রজা সবার উপর হজ্জ একটি সার্বজনীন ফরজ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴾

অর্থ: "মানুষের উপর আল্লাহর উদ্দেশ্যে কা'বা গৃহের হজ্জ ফরজ, যিনি কা'বা গৃহ পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম। আর যে কুফুরী করবে (হজ্জের ফরজ হওয়াকে অস্বীকার করবে) আল্লাহ তা'আলা (তার থেকে বরং) সমস্ত সৃষ্টি জগত থেকে বেপরওয়া (অমুখাপেক্ষী)।"[১]

সুতরাং এই সম্মানিত আয়াত পরিস্কার ভাবে এই কথা প্রমাণ করে যে, হজ্জ সমস্ত সক্ষম লোকের উপর জীবনে একবার ফরজ। যেমন নবী ﷺ এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, হজ্জ কি প্রত্যেক বৎসর ফরজ? হে আল্লাহর রাসূল! রাসূল ﷺ বলেছিলেন "আমি যদি হ্যাঁ বলতাম তবে প্রত্যেক বৎসর ওয়াজিব হয়ে যেত, হজ্জ একবারের, বেশী যা হবে তা নফল হবে"। [২]

এটি আল্লাহর পক্ষ হতে বিরাট নিয়ামত যে তিনি হজ্জ কে সারা জীবনে একবার ফরজ করেছেন, যদি এর চেয়ে বেশী বার ফরজ হত তবে অতিরিক্ত ব্যয় সাপেক্ষ হওয়ায় কষ্ট অনেক বেড়ে যেত ঐ লোকদের যারা মক্কা থেকে দূরে বসবাস করেন। কিন্তু আল্লাহ তাঁর কৃপায় এবং রহমতে হাজ্জকে জীবনে একবার ফরজ করেছেন। আর যে

---

১. সূরা আলে ইমরান ৯৭

২. মুসনাদ অহমাদ, ২৬৩৭, দারেমী অধ্যায় :মানাসেক কাইফা উজুবুল হাজ্জ ১৭৮৮ নং

একাধিকবার হজ্জ করবে, তা ঐ ব্যক্তির জন্য নফল হবে। নবী ﷺ বলেন,

الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ

অর্থ:"এক উমরা হতে অন্য উমরার মধ্যবর্তী সময়ের (সগীরা) গুনাহগুলি মাফ হয়ে যায়। মাবরুর (গর্হিত আচরণমুক্ত) হজ্জের পুরস্কার জান্নাত ব্যতীত আর কিছুই নয়" [১]

বুখারী ও মুসলিমে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে আরও বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, "যে হজ্জ করল এবং এতে কোন প্রকার অশ্লীল ও গর্হিত কাজ করলনা, সেব্যক্তি ঐ হজ্জ থেকে সদ্য প্রসূত নিষ্পাপ শিশুর ন্যায় নিজ গৃহে ফিরল।" [২]

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেন, "তোমরা হজ্জ এবং ওমরা পাশাপাশী কর। কেননা হজ্জ ও ওমরা দারিদ্রতা ও গুনাহকে এমনভাবে দূর করে যেমনভাবে (হাফরের) অগ্নি লৌহ ও স্বর্ণ-রৌপ্যের মরিচাকে দূর করে। আর শুদ্ধ হজ্জের পুরস্কার একমাত্র জান্নাত।" [৩]

সূতরাং হজ্জের গুরুত্ব অপরিসীম এবং উপকারিতাও অনেক। এর উল্লেখযোগ্য উপকারিতা হচ্ছে, যদি হজ্জে মাবরূর (গর্হিত আচরণমুক্ত এবং পূণ্য কাজে ভরপূর) হয় তবে এর প্রতিদান হচ্ছে জান্নাত এবং সৌভাগ্য লাভ ও গুনাহ মোচন। এগুলি হল হজ্জের বিরাট উপকারিতা এবং উপার্যন যা অন্য কিছুর সাথে তুলনা করা যায়না।

আল্লাহ তা'আলা এই কাবা ঘরকে মানুষের মিলন স্থান এবং নিরাপত্তা লাভের স্থান বানিয়েছেন যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا ﴾

---

১. বুখারী- অনুচ্ছেদ, ওমরাহ ওয়াজিব ও তার ফযিলত-১৭৭৩, মুসলিম-অনুচ্ছেদ: হজ্জ ও ওমরাহ্ এর ফযিলত-৩৩৫৫।

২. বুখারী (হজ্জ) হজ্জে মাবরুরের ফজিলত ১৫২১নং,এবং মুসলিম, অধ্যায়: হজ্জ, হজ্জ উমরা ও আরাফার দিনের ফজীলত হাদীস নং ১৩৫০।

৩. মুসনাদ আহমাদ হাদীস নং ৩৬৮০, তিরমিযি হাজ্জ, হজ্জ ও ওমরার ছওয়াবের বর্ণনা হাদীস নং ৮১০।

অর্থ: "স্মরণ কর সেই সময়ের কথা যখন আমি কাবা ঘরকে মানুষের জন্য মিলন স্থান এবং নিরাপত্তা বানিয়েছি।"[১] এর দিকে মানুষ ধাবিত হয় সব জায়গা হতে বার বার। এখানে আসার স্পৃহা মিটেনা কারণ এখানে আসলে অনেক কল্যান ও উপকার সাধিত হয়। এই গৃহটির ভিত্তি হয়েছে অল্লাহর তাওহীদ ও এখলাসের উপর। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَٰهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِى شَيْـًٔا وَطَهِّرْ بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْقَآئِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿٢٦﴾ ﴾

অর্থ: "যখন আমি ইবরাহীমের জন্য কাবা গৃহের স্থান ঠিক করে দেই এই শর্তে যে, আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবেনা এবং আমার ঘরকে পবিত্র করে দিবে তাওয়াফ ও ক্বিয়ামকারীদের (অবস্থান) জন্য এবং রুকু সিজদাকারীদের জন্য"[২] সুতরাং আল্লাহ্ এই ঘরকে প্রস্তুত করেছেন তাঁর খলীল ইবরাহীম ﷺ এর জন্য যাতে তিনি এই ঘরকে আল্লাহর তাওহীদ ও এখলাসের ভিত্তির উপর স্থাপন করেন এবং কাওকেও আল্লাহর সাথে শরীক না করেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ কে প্রশ্ন করা হয়েছিল; প্রথম কোন ঘর মানুষের জন্য নির্মিত হয়েছে? রাসূলুল্লাহ ﷺ জবাবে বললেন, মাসজিদুল হারাম।[৩]

এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তাঁর পবিত্র কিতাবে বলেন,

﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَٰلَمِينَ ﴿٩٦﴾ ﴾

অর্থ: "নিশ্চয় মানবজাতির জন্য সর্ব প্রথম ঘর নির্মাণ করা হয়েছিল তা হচ্ছে, বাক্কাতে; অশেষ বরকতময় এবং বিশ্ববাসীর জন্য পথ প্রদর্শক।"[৪]

---

১. সূরা বাক্বারাহ ১২৫

২. সূরা হাজ্জ-২৬

৩. বুখারী, আহাদীসুল আম্বিয়া, ৩৪২৫, মুসলিম, মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহ, হাদীস নং ৫২০,

৪. সূরা আলে ইমরান- ৯৬

সূতরাং এটি-ই সর্ব প্রথম ঘর যা সবার জন্য ইবাদতের নিমিত্তে বানানো হয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেছেন, তিনি ঘরকে তাওহীদ ও এখলাসের ভিত্তির উপর বানিয়েছেন।

সূতরাং সকল মুসলমানের উপর ওয়াজিব এই ঘরের উদ্দেশ্যে আসা এবং একমাত্র আল্লাহর জন্য এবাদত করা এবং এই চেষ্টা করা যাতে তার সকল এবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য হয়। তার নামাজ, দু'আ, তাওয়াফ, সাঈ' এবং তার সকল এবাদাত। এই জন্য মহান আল্লাহ্ বলেন, (وَطَهِّرْ بَيْتِيَ) অর্থ: আমার ঘরকে পবিত্র কর। অর্থাৎ ঘরের যায়গাকে শিরক থেকে পবিত্র কর তাওয়াফকারীদের জন্য। আল্লাহ তা'আলা তাওয়াফ দিয়ে শুরু করেছেন, কারণ তাওয়াফ শুধু এই পবিত্র পুরাতন ঘর ছাড়া আর কোথাও করা হয়না। তাওয়াফ আছে এমন এবাদত, পৃথিবীতে শুধু এই পবিত্র পুরাতন কাবা ঘর ছাড়া আর কোথাও করা হয় না।

কবরের তাওয়াফ, বৃক্ষ ও পাথরের তাওয়াফ করা বড় শিরক। যেমন; কবর, গাছ-গাছালী ও পাথরের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করা এবং সেজদা করা বড় শিরক। যদি আল্লাহর এবাদতের উদ্দেশ্যে কবর অথবা গাছ-গাছালী কিংবা পাথরের তাওয়াফ করে তবে তা হবে বিদ'আত। আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে তাওয়াফ একমাত্র বায়তুল্লাতেই হতে হবে।

বায়তুল্লাহকে পবিত্র করণ সাধিত হয় অল্লাহর সাথে শিরক এবং পথভ্রষ্টকারী বিদ'আত থেকে মুক্ত থাকা ও করার মাধ্যমেই। বায়তুল্লাহর আশে পাশে আল্লাহর তাওহীদ (একত্ব), তাঁর প্রতি এখলাস (একনিষ্টভাবে তাঁর এবাদত) এবং তাঁর আদেশকৃত এবাদত ছাড়া কিছুই থাকবে না।

সূতরাং এই ঘরের রক্ষক ও সেবকদের আবশ্যিক দায়িত্ব হ'ল এই ঘরকে যাবতীয় শিরক-বিদ'আত ও পাপের কাজ হতে মুক্ত করা যাতে এই ঘরটি আল্লাহর বিধান মাফিক সব ধরনের অবৈধ কাজ থেকে পূত

পবিত্র থাকে। এই পবিত্র পুরাতন গৃহে রয়েছে আল্লাহর প্রকাশ্য নিদর্শন মাক্বামে ইবরাহীম এবং হারামের সমস্ত ভূমি-ই ইবরাহীম ﷺ এর অবস্থানস্থল। সাফা-মারওয়া, বায়তুল্লাহ, মিনা, মুজদালিফা, আরাফা এসবই ঐতিহাসিক স্থান যা সেই বিশাল মর্যাদাশালী নবী ও রাসূল ইবরাহীম ﷺ এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি তাওহীদ ও এখলাস প্রতিষ্ঠার জন্য এবং তাঁর কাওমকে আল্লাহর তাওহীদের প্রতি আহ্বান এবং তাঁর শরীয়তের উপর আমলের দাওয়াত দিতে যে বিরাট ত্যাগ ও জিহাদ করে গেছেন তাও স্মরণ করিয়ে দেয়।

আল্লাহ্ তা'আলা হজ্জব্রত সম্পর্কে বলেন, ﴿ ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ ﴾
অর্থ: "হজ্জের মাস নির্ধারিত।"[১] আর এগুলো হ'ল শাওয়াল জুল কা'দাহ ও জুলহিজ্জার প্রথম দশ দিন।
অর্থাৎ দুই মাস এবং এক মাসের কিছু অংশ। অতঃপর আল্লাহ বলেন,

﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِى ٱلْحَجِّ ﴾

অর্থ: "সুতরাং যে ব্যক্তি ঐ মাস সমূহে নিজের উপর হজ্জ অবধারিত করবে সে হজ্জে অশ্লিলতা (স্ত্রী মিলন) করবে না এবং শরীয়তে নিষিদ্ধ কিছু করবেনা এবং ঝগড়া বিবাদও করবেনা।"[২]
হজ্জের বিরাট উপকারের মধ্যে হল এই যে, এই ঘরের উদ্দেশ্যে আগমনকারীগণ সব ধরণের শরীয়ত বিরোধী কাজ থেকে দূরে থেকে পবিত্র হয়ে আসেন শুধুমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে এবাদত করার জন্য তাঁর সাথে শিরক করার জন্য নয়। যাতে এবাদত পরিপূর্ণ ভাবে মহান আল্লাহর জন্য হয় এবং কোন প্রকার অপূর্ণতা না থাকে। আর এরূপ হজ্জ করতে পারলেই পাপ থেকে এমন ভাবে পবিত্র হবে যেমন তার মা তাকে নিষ্পাপ অবস্থায় প্রসব করেছিলেন। এরূপ হজ্জ তখনই হবে

---

১. সূরা বাক্বারা -১৯৭
২. সুরা বাকারা-১৯৭

যখন সে তার হজ্জকে যাবতীয় অশ্লিলতা ও গুনাহের কাজ থেকে মুক্ত রাখবে।

হাদীসে এসেছে, হাজীগণ রাফাছ করবে না। রাফাছের অর্থ হল, স্ত্রী সঙ্গম করা এবং যত কাজ এর প্রতি উৎসাহিত করে যেমন; স্পর্শ ও আলিঙ্গন করা এবং খাহেসের সাথে কথা বলা ইত্যাদি। হাদীসে উল্লেখিত "আল ফুসূক" অর্থ; সব ধরণের গোনাহ্ যা হজ্ব অবস্থায়ও হারাম এবং সাধারণ ভাবেও হারাম ।

এহরাম অবস্থায় বর্জনীয়

এহরাম অবস্থায় যা যা হারাম তা হল; হাত-পায়ের নখ কাটা, শরীরের যে কোন ধরনের লোম কাটা কিংবা উপড়ানো, সুগন্ধী ব্যবহার, সেলাইযুক্ত পোষাক পরিধান, পুরুশদের মাথা ঢাঁকা, পুরুষ ও মহিলার হাত মোজা পরা এবং মহিলাদের নেকাব পরা, ইত্যাদি কাজ যা আল্লাহ্ তা'আলা এহরামকারীদের উপর হারাম করেছেন। এছাড়াও সর্বদা হারাম কাজ যেমন ব্যভিচার, চুরি-ডাকাতি, অন্যের প্রতি শারিরীক অথবা মানসিক অত্যাচার করা এবং সুদ খাওয়া ইত্যাদি সমস্ত প্রকার হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা। মু'মিনগণ জেদাল (ঝগড়া বিবাদ) থেকে দূরে থাকবে যা পরস্পরের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি করে। হজ্জ হল ভ্রাতৃতবোধ, সহানুভূতি ও সৌহার্দ সৃষ্টির বড় উপায়।

হজ্জের বিরাট রহস্যগুলির মধ্যে হল; হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করে এমন সব কাজ বর্জন করা। যেমন অশ্লিলতা, গুনাহের কাজ ও ঝগড়া বিবাদ। হজ্জ হল অন্তর পরিস্কার হওয়ার বড় উপায় এবং মনের মিল এবং সৎ কাজ ও পূণ্যে পরস্পরে সহযোগিতা করার এবং সারা বিশ্বের মুসলমানদের পরস্পরে পরিচয় হওয়ার উপায়। আরবদের মধ্যে অজ্ঞতার যুগে ঝগড়া বিবাদ ছিল তাই আল্লাহ এ থেকে তাদের নিষেধ করলেন।

হজ্জের ঝগড়া-বিবাদ নিষিদ্ধ। জাহেলী যুগের ঝগড়া, পরস্পরে শত্রুতা সৃষ্টিকারী ঝগড়া, সবই নাযায়েজ। যদি তোমার দ্বারা তোমার ভায়ের গীবত করা হয়ে যায় তবে আল্লাহর কাছে এর থেকে তাওবা কর এবং এর জন্য তোমার ভায়ের কাছে ক্ষমা চাও যাতে হজ্জে সমস্ত কথা-বার্তা ভালো, পূণ্য ও আল্লাহকে ভয় করা ও ভালো কাজে সহযোগিতা ও অন্তর পরিশুদ্ধির দিকে ডাকে এবং দূরত্ব ও মতবিরোধ সৃষ্টিকারী কাজ থেকে দূরে থাকার দিকে ডাকে। তবে ভাল কাজের দিকে ডাকতে উত্তম পন্থায় বিতর্ক করা সব সময়ই কাম্য। আল্লাহ তাআলা বলেন,

ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۖ وَجَٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ

অর্থ: "তোমার প্রভুর দ্বীনের দিকে আহ্বান কর প্রজ্ঞার সাথে এবং সুন্দর উপদেশের সাথে এবং তাদের সাথে বিতর্ক কর উত্তম পদ্ধতিতে।"[১]

এই কাজটি এহরামকারী এবং যারা এহরামকারী নন সবার কাছ থেকেই কাম্য। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

﴿ وَلَا تُجَٰدِلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ﴾

অর্থ: "ইহুদী ও খ্রীস্টানদের সাথে একমাত্র সুন্দর পদ্ধতিতে বিতর্ক করবে।"[২]

তাই সন্দেহ দূর করতে ও প্রমাণ দ্বারা সত্য উদ্ঘাটন করতে সুন্দর পদ্ধতিতে বিতর্ক করতে কোন বাধা নেই। তবে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী কাজ থেকে দূরে থাকতে হবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ ﴾

অর্থ: "এবং তোমরা যে ভাল কাজ কর আল্লাহ তা জানেন।"[৩] এতে সব ধরণের ভাল কাজের প্রতি উৎসাহ দেয়া হয়েছে। অতএব হাজীগণ যেন সকল পন্থায় ভাল কাজ করতে উৎসাহী হন। কথা ও কাজের মাধ্যমে

---

১. সূরা আল- নাহল-১২৫
২. সূরা আল আনকাবূত-৪৬
৩. সূরা আল-বাক্বারা-১৯৭

নেকী হয়ে থাকে; তাই ভাল কথা, উপদেশ এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হতে নিষেধ, সাদকা, দান-খায়রাত, সহানুভূতি, পথ হারা ব্যক্তিকে পথ দেখানো ও অজ্ঞ ব্যক্তিকে দ্বীন শিক্ষা দেয়া ইত্যাদি সবই উত্তম কাজ। তাই শরীয়ত সম্মত যত কাজ হাজীদের অথবা সাধারণ মুসলিমদের উপকারে আসে সবই উত্তম কাজ।

আল্লাহ পাক বলেন, ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ﴿١٩٧﴾﴾
অর্থাৎ : 'এবং তোমরা পাথেয় সংগ্রহ কর কারণ উত্তম পাথেয় হল তাকওয়া।'[১] আল্লাহ তা'আলা হাজীগণকে পথের খরচ এবং যা কিছু হজ্জে উপকারে আসে তা সংগ্রহ করার জন্য আদেশ দিয়েছেন। যেমন উপকারী বিদ্যা এবং উপকারী বইপত্র ও যত বস্তু নিজের অথবা অপরের উপকারে আসে।

(وَتَزَوَّدُوا) শব্দের অর্থ পাথেয় সংগ্রহ কর। ইহা ব্যাপক অর্থে, পার্থিব এবং দ্বীনের সব ধরণের উপকারী বস্তু সংগ্রহ করা বুঝায়। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, কিছু লোক পথের খরচ না নিয়েই হজ্জে আসতেন এবং বলতেন আমরা (তাওয়াক্কুল কারী) আল্লাহর উপর ভরসা কারী। তাই আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাজিল করলেন।

(وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ)
অর্থাৎ: 'এবং তোমরা পাথেয় সংগ্রহ কর কারণ উত্তম পাথেয় হল তাকওয়া।' এই আয়াত ব্যাপক, তাই সকল লোকই এই আদেশের আওতায় আসেন। তাই পৃথিবীর সর্বত্র সব লোকের উপর ওয়াজিব হ'ল তারা প্রয়োজনীয় ইলম, মাল এবং সব উকারী বস্তু সংগ্রহ করবে। যা তাদের হজ্জে উপকারে আসে, যাতে তারা মানুষের মুখাপেক্ষী হয়ে না যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, (فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ) অর্থাৎ

[১]. সূরা বাকারা-১৯৭

মুমিনদের জন্য এবং তাদের ভাইদের জন্য উত্তম পাথেয় হল তাকওয়া। অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় করা তাঁর আনুগত্য করে এবং আন্তরীকতার সাথে তাঁর এবাদত করে, হাজী ভাইদের উপকার করে, তাদেরকে ভাল কাজের পরামর্শ দিয়ে এবং সৎ কাজের আদেশ করে ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে, তাদের অভাবীদের উত্তম পন্থায় এবং উত্তম রীতিতে সাহায্য করে।

আল্লাহ অবারও বললেন, (وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ) অর্থ: "এবং আমাকে ভয় কর হে বুদ্ধিমানগণ।" একবার আদেশের পর দ্বিতীয়বার আদেশ করে আল্লাহ তাকওয়ার তাকিদ দিয়েছেন। কারণ তাকওয়াতে রয়েছে বিরাট কল্যাণ।

সুতরাং মানুষের মধ্যে সব চেয়ে বেশী পরহেজগার লোকই আল্লাহর কাছে বেশী সম্মানী এবং উত্তম, এতে আরব-অনারব, কৃতদাশ-স্বাধীন, পুরুষ-মহিলা, মানব অথবা জিন হওয়ায় কোন পার্থক্য নেই। এদের সর্ব শীর্ষে সম্মানিত লোক হলেন রাসূল ও নবীগণ, এর পর ক্রমান্বয়ে পরহেজগার লোকগণ।

আল্লাহ্ বলেন, (يَا أُولِي الْأَلْبَابِ) অর্থ: 'হে বুদ্ধিমানগণ।' প্রকৃত অর্থে বুদ্ধিমানগণই আল্লাহর হুকুম আহকাম বুঝেন। তারাই আল্লাহর বাণীর মর্ম বুঝেন এবং তাঁরাই আল্লাহর আদেশ ও উপদেশের যথাযথ মর্ম উপলব্ধি করেন। পক্ষান্তরে হতবুদ্ধিগণ, তাদেও কোনই মূল্য নেই। যারা আল্লাহ থেকে বিমূখ হয়েছে এবং আল্লাহর আদেশ নিষেধ থেকে অমনস্ক তারা সুস্থ বুদ্ধিমানদের মধ্যে নয়। সুস্থ বুদ্ধিমান হলেন যারা আল্লাহর দিকে আকৃস্ট হয়েছেন, আল্লাহর আনুগত্যে আগ্রহী, মানুষের উপকার করতে আগ্রহী। সব মানুষই তাকওয়া বা পরহেজগারী অবলম্বন করতে আদিস্ট। কিন্তু সুস্থ বুদ্ধিমানগণের স্বতন্ত্র সম্মান আছে কারণ তাদের আল্লাহ তাআলা বুদ্ধি এবং বিবেক দান করেছেন। যেমন আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন,

﴿ وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴾ অর্থ: "যাতে বুদ্ধিমানগণ নসীহত কবূল করে"।[১]

সুতরাং আমরা সবাই নসীহত গ্রহন করতে এবং তাকওয়া অবলম্বন করতে আদিষ্ট। কিন্তু সুস্থ বুদ্ধি সম্পন্ন লোকদের আলাদা মর্যাদা ও স্বাতন্ত্রতা আছে আল্লাহর আদেশ বুঝতে ও তা কার্যকর করতে এবং এ রকমই অল্লাহর বানী :

﴿ إِنَّ فِى خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَءَايَٰتٍ لِّأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿١٩٠﴾ ﴾

অর্থ: "নিশ্চয় আকাশমন্ডলী এবং ভূমি সৃষ্টি করার মধ্যে এবং দিবা রাত্রির আবর্ত্তনের মধ্যে নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমানদের জন্য"।[২]

এতে সবার জন্যই নিদর্শন আছে কিন্তু তা একমাত্র বুদ্ধিমানগণ ছাড়া কেহ বুঝেনা ও মূল্যায়ন করেনা। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿ وَأَذِّن فِى ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴾

অর্থ: "এবং (হে ইবরাহীম!) তুমি মানূষের মাঝে ঘোষণা করে দাও যাতে তারা তোমার ডাকে পায়ে হেঁটে এবং সকল ক্ষীণকায় জন্তুর পিঠে করে দূর- দুরান্তের রাস্তা অতিক্রম করে (হজ্জ করতে) আসে।"[৩]

অর্থাৎ "হে ইবরাহীম! ﷺ মানূষের মধ্যে আওয়াজ দাও ও ঘোষনা করে দাও হাজ্জ পালন করার জন্য। তিনি নিজে তা পালন করলেন এবং মানষের মধ্যে ঘোষণা করলেন। আল্লাহর দিকে আহ্বান কারীগণ

---

[১]. সূরা ইবরাহীম-৫২

[২]. সুরা আল ইমরান-১৯০

[৩]. সূরা হাজ্জ-২৭

হজ্জের আহ্বান করবেন ইবরাহীম ﷺ এবং তাঁর পরের সকল নাবীদের অনুকরণে এবং আমাদের নবী ﷺ এর অনুকরণেও।

অর্থাৎ তারা তোমার নিকট পায়ে হেঁটে আসবে। এই আয়াত দৃষ্টে অনেক আলেম বলেছেন যে পায়ে হেঁটে হজ্জ করা উত্তম। কিন্তু এখানে তার বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়। কারণ রাসূল ﷺ আরোহী অবস্থায় হাজ্জ করেছেন, তিনি সবার জন্য আদর্শ ও পথ প্রদর্শক ﷺ।

তবে পায়ে হেঁটে হজ্জ করা হজ্জের বেশী আগ্রহ ও হজ্জে বেশী সামর্থ্যের পরিচয় বহন করে। তাই বলে পায়ে হাঁটলে সওয়াব বেশী হবে তা বুঝা যায়না। যে পায়ে হেঁটে আসবে তার জন্য সওয়াব আছে এবং যে আরোহী হয়ে আসবেন আল্লাহর রহমত ও দয়ার আশায় তাঁর জন্যও তার ছওয়াব রয়েছে এবং এটাই উত্তম।

وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

পূর্ব পশ্চিমসহ প্রত্যন্ত দুর-দুরান্ত অঞ্চলের প্রশস্ত রাস্তা দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখেরাতে মুক্তির আশায় তারা আসবে। তারা কেন আসবে?

(لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ) "যেন তারা উপকার অর্জনের জন্য আসতে পারে।"

এই লাভগুলিকে আল্লাহ তা'আলা এখানে অস্পষ্ট রেখেছেন। এবং অন্যান্য অনেক স্থানে ব্যাখ্যা করেছেন এবং তার মধ্যে হল এর পরের আল্লাহর বাণী

(وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ) "এবং যাতে তারা আল্লাহর নাম যপে নির্ধারিত দিনসমূহে।" এবং হাজীগণ আল্লাহর এবাদতের যত কাজ করে এবং অল্লাহর বান্দাদের উপকারের যত কাজ করে যা উল্লেখ করা হয়েছে বা যা উল্লেখ করা হয় নাই সব কিছুই হজ্জের উপকারের মধ্যে গণ্য। আয়াতে উপকারকে অস্পষ্ট রাখার রহস্য ইহাই। যাতে মু'মিন নর নারীর এবাদত ও জনসেবা, সবগুলোই উপকারের মধ্যে

গণ্য হয়ে যায়। ফকীরের উপর সাদাকা একটি উপকার, অজ্ঞকে শিক্ষা দেওয়া একটি উপকার। সৎ কাজের আদেশ দেওয়া ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা একটি উপকার এবং আল্লাহর দিকে ডাকার মধ্যে মহা উপকার রয়েছে, মসজিদুল হারামে নামাজ পড়া একটি উপকার, কুরআন তিলাওয়াত করা উপকার, ইলম অর্জন করা ও শিক্ষা দেওয়া উপকার, যত সব কাজ তুমি কর যাহা মানূষের উপকারে আসে, কথায়-কাজে বা সাদাকা অথবা অন্যান্য কাজ যা শরীয়তে আল্লাহ বিধান করেছেন এই সবই উপকারের মধ্যে গণ্য।

তাই সেই মহান সুযোগকে কাজে লাগান হাজীগণের উচিত। এই সুযোগকে তাকওয়ার দ্বারা আবাদ করেন। আর যে উপকার আল্লাহকে খুশি করে এবং তার বান্দাদের উপকার করে উহার প্রতি আগ্রহী হওয়া। সুতরাং মক্কায় ও অন্যান্য নিদর্শনীয় স্থানে যেমন মিনা, আরাফা, মুযদালিফা এবং সকল স্থানে আল্লার যিকরে রত থাকা এবং মানূষের উকার হয় এমন এবাদতে মশগূল থাকা। যদি তার কাছে ইলম থাকে তবে অন্য লোককে শিক্ষা দিবে ধর্মের জ্ঞান দিবে আল্লার দিকে ডাকবে আল্লাহর দিকে পথ প্রদর্শন করবে, সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজ থেকে বাধা দিবে। আর যদি তার কাছে মাল থাকে তবে মানূষের উপকার করবে ও গরীবের প্রতি সহানুভূতী দেখাবে এবং সত্য প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করবে এবং সময়কে আল্লার যিকর ও কুরআন পাঠ দ্বারা কাজে লাগাবে এবং হজ্জের কর্মগুলি আল্লাহর হুকুম মত সম্পাদন করতে যত্নবান হবে এবং এতে রাসূল ﷺ এর সুন্নাতের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। সবচেয়ে বড় উপকার হ'ল সব কাজে আল্লাহর তৌহীদকে কেন্দ্রবিন্দুতে পরিনত করা এবং এখলাস (আন্তরীকতা) কে উদ্দেশ্য করা এবং রাসূল ﷺ এর কৃয়া কর্ম অনুসরন করা যাহা তিনি আমাদের হেদায়েতের জন্য নিয়ে এসেছেন।

হাজীদের জন্য করণীয় বিষয়সমূহের মধ্যে হ'ল তার দ্বীন সম্মন্ধে জ্ঞান লাভ করা। নিজের জ্ঞান না থাকলে জিজ্ঞাসা করবে বা ইলমের

মজলিসে উপস্থিত হবে মসজিদে হারামে বা মক্কার অন্যান্য মসজিদে এবং মসজিদে নববীতে। অথবা আলেমদেরকে জিজ্ঞাসা করবে এবং উপকারী কিতাব সংগ্রহ করবে। এবং ইসলাম সম্মত এবাদতের পদ্ধতি অবলম্বন করবে যাহাতে শরীয়তের খেলাপ কিছু না থাকে। বিদ'আত ও কমজোর মতামত গ্রহন করা থেকে বিরত থাকবে এবং রাসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুবহু অনুসরণের পথ অবলম্বন করবে, যাতে তার হজ্জ মাকবূল (মাবরূর) হয় এবং তার সফরটি তার নিজের জন্য ও অন্যের জন্য বরকতময় ও উপকারী হয় এবং এই সফর দ্বারা সে যেন তার দেশে গিয়েও উপকৃত হয়।

হজ্জের আহকাম ও মাসায়েল এবং হজ্জে করনীয় কাজ সম্পর্কে উলামায়ে কেরাম জ্ঞাত এবং অনেক মুসলমান যারা হজ্জ নিয়ে গবেষনা করে তারাও জানে। কিন্তু অনেক লোক যারা হজ্জের আহকাম জানে না, তারা জ্ঞানার্জন করবে এবং যা তাদের বুঝে আসেনা তা উলামাদের নিকট জিজ্ঞাসা করবে এবং হজ্জের মাসায়েলের শারয়ী সমাধান শিখতে আগ্রহী হবে। এরূপ প্রত্যেক 'এবাদতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাতের অনুসরণ করতে আগ্রহী হতে হবে এবং একে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে থাকবে। অনুরূপ ভাবে উলামাদের কিতাব পড়তে আগ্রহী হবে যে কিতাবগুলি প্রমান সহ সত্য প্রকাশ করে। মুমিনদের উপর ওয়াজিব সে হাজী হোক বা না হোক সব ধরনের হারাম কাজ থেকে যেন সে বেঁচে থাকে। এই হারাম কাজ হজ্জে হোক বা হজ্জের বাইরে, তার ঘরে হোক বা রাস্তায়, বা তার সমাজের লোকদের সাথে, সব যায়গায় বেঁচে থাকবে এবং এর জন্য আল্লাহর সাহায্য চাইবে। মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য ভাল বাসেন তারা যেন তাঁর কাছে প্রার্থনা করে এবং তাঁর কাছে কাকুতি মিনতী করে। তিনি পরম দাতা দয়ালু পবিত্র ও সর্বোচ্চ মর্যাদাশীল।

হজ্জ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের জন্য বিধান হ'ল তারা সম্ভব হলে মিকাতে গোসল করে নিবে এবং ওজু করে তাহিয়্যাতুল ওজুর দুই

রাকা'আত সালাত আদায় করবে। তবে ফরজ সালাতের পরে এহরাম বাঁধলে ঐ সালাতই যথেষ্ট। কারণ নবী ﷺ বিদায় হজ্জে জুল হুলায়ফাহ নামক স্থানে জোহরের নামাজের পরে এহরাম বেঁধেছিলেন। মীকাতের নিকটে যাদের ঘর যেমন তায়েফ, মদীনা, তারা নিজ ঘর থেকে গোসল করে বের হলে তা যথেষ্ট হবে। তবে মীকাতে না এসে এহরাম বাঁধবেনা। এহরামের অর্থ হল হজ্জ অথবা উমরাহ অথবা দুটিরই এক সাথে নিয়ত করাএবং তালবিয়া পড়া।

সেলাই করা পুশাক মীকাতের আগেই তার ঘরে অথবা রাস্তায় পরিবর্তন করতে পারবে। এ রকমই গোসল তার ঘরে বা মীকাতের আগে রাস্তায় করতে পারবে, যেমন আগে বর্ণনা করেছি। সেলাই করা কাপড় খুলে এহরামের কাপড় পরবে। অতঃপর গাড়ীতে চড়বে। গাড়ীতে চড়েই হজ্জ উমরার এহরাম করা ও তালবিয়াহ পড়া ভাল। কারণ নবী ﷺ এহরাম বেঁধেছিলেন বাহনে সওয়ার হওয়ার পরে। অর্থাৎ সওয়ারীতে উঠার পরে হজ্জ বা ওমরাতে প্রবেশ করার নিয়্যাত করবে এবং সর্বদা তালবিয়াহ পড়বে, আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা ও তাওবা ইস্তেগফারের সাথে। সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করার সাথে। এবং আল্লাহর পথে ডাকবেন। এই যিকিরগুলি করতে থাকবেন ওমরাকারী হলে ওমরার তাওয়াফ আরম্ভ করা পর্যন্ত , তাওয়াফ শুরূ করলে তালবিয়া পড়বেন না। হাজ্জকারী হলে তালবিয়াহ ইত্যাদি পড়তে থাকবেন জামারাতুল আকাবায় (বড় শয়তানকে) পাথর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত। ঈদের দিনের সকালে পাথর মারার পর তালবিয়া বন্ধ করবেন এবং তাকবীরে তাশরীক পড়া শরূ করিবেন।

পাথর নিক্ষেপকারীকে নিশ্চিত হতে হবে অথবা বেশীর্ভাগ অনুমান হবে যে পাথর হাউজে পড়েছে। যদি নিশ্চিত না হয় বা তার বেশীর্ভাগ অনুমান না হয় তবে সাথে সাথে আবার পাথর নিক্ষেপ করবেন। আর এই সন্দেহ অবস্থায় যদি মিনা থেকে বাহির হন এবং ফিরে এসে আবার

পাথর নিক্ষেপ না করেন তবে তিনি দম দিবেন। কারণ তিনি একটি ওয়াজিব ছেড়েছেন।

যদি তিনি মিনায় অবস্থানের দিনসমূহে দ্বিতীয়বার পাথর নিক্ষেপ করতে পারেন তবে তারতীবের নিয়তের সাথে পাথর নিক্ষেপ করবেন। এটি জানা কথা যে, হাজীগণ বার জিলহাজ্জ তারিখের দুপুরের পর তিন স্থানে পাথর নিক্ষেপের পর মিনা ত্যাগ করতে পারেন। যদি সফর করার ইচ্ছা করেন তবে বিদায়ী তাওয়াফ সফর করবেন। যিনি হাজ্জের তাওয়াফ করেছেন তার জন্য এই আদেশ। যিনি হাজ্জের তাওয়াফ করেন নাই তিনি মক্কা ত্যাগ করতে চাইলে হাজ্জের তাওয়াফের সাথে তাওয়াফে বেদার নিয়ত করে নিলেই যথেষ্ট হবে। সূতরাং তার তাওয়াফে এফাযাহ তাওয়াফে বেদার জন্য যথেষ্ট হবে যদি এর পরে সফর করেন। যদি তের তারিখ মিনায় থাকেন এবং দুপুরের পর তিন স্থানে পাথর নিক্ষেপ করেন তবে সেটিই উত্তম। রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপই করেছিলে। যেব্যক্তি বার তারিখ মিনা থাকাবস্থায় সূর্যাস্ত হয় তার জন্য মিনায় রাত্রি যাপন জরূরী, তিনি তের তারিখ দুপুরের পর পাথর নিক্ষেপ করবেন। যিনি তের তারিখ মিনায় থেকেও পাথর নিক্ষেপ করেন নাই তার উপর দম ওয়াজিব, একটি বিরাট ওয়াজিব ছাড়ার কারণে।

আরাফা হল হজ্জের সর্ব বৃহৎ অঙ্গ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ অর্থ : "আরাফা-ই হচ্ছে আসল হজ্জ"[১]। তাই নয় তারিখ দুপুরের পরে আরাফায় অবস্থান করা জরুরী। এটি-ই অধিকাংশ উলামাদের প্রসিদ্ধ মত। কিছু সংখ্যক আলেম বলেন, যদি দুপুরের আগেও আরাফায় অবস্থান করে তবে তাতেও যথেষ্ট হবে কারণ ইহাও আরাফায় গণ্য। কিন্তু বিধান হল দুপুরের পর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করা। যদি ঈদুল আযহার রাত ফজরের আগেও আরাফায় অবস্থান করতে পারেন তবে তাতেও হাজ্জ শুদ্ধ হবে। ইয়াওমে নাহারের ফজরের আগে যিনি আরাফায় অবস্থান করেন নায় তার হাজ্জই হয় নায়। যিনি দিনের

১. মুসনাদ আহমদ হাদীস নং ১৮৪৭৫। তিরমিযী হাদীস নং ৮৮৯।

বেলায় সূর্যাস্তের পুর্বে আরাফা থেকে চলে আসেন তিনি ওয়াজিব ছাড়ার কারণে একটি দম দিবেন। (সন্ধ্যা পর্যন্ত আরাফায় থাকা ওয়াজিব) অধিকাংশ উলামাদের মত।

হাজীগণ আরাফায় হাত উঠিয়ে বেশী বেশী করে দুওয়া, আল্লাহর যিকর ও তালবিয়াহ পাঠ করবেন, যেমন নবী ﷺ করেছিলেন। সুন্নাত হল জোহর ও আছরকে এক সাথে জোহরের ওয়াক্তে এক আজান ও দুই একামতে কছরের সাথে জমা তাকদীম পড়বে। মসজিদে নামেরায় যদি নামাজ পড়া সম্ভব হয় তবে ভাল।

যদি আরাফার মসজিদে নিমরায় সম্ভব না হয় তবে সব জামাতই নিজের স্থানে থেকে জমা ও কছর পড়িবে নবী ﷺ এর অনুকরণে। অতঃপর হাজী সাহেবগণ আরাফায় নিজ স্থানে অবস্থান করবেন। আরাফার ময়দান পুরোটাই অবস্থান স্থল। আল্লাহকে সর্বাবস্থায়ই ডাকবেন। বসে অথবা শুয়ে অথবা দাঁড়িয়ে। আল্লাহর যিকর ও তালবিয়াহ (ও দু'য়া) বেশী বেশী করবেন সূর্যাস্ত পর্যন্ত। যখন সূর্য ডুবে যাবে তখন শান্ত-শিষ্ট ভাবে ধীর স্থীর গতিতে মুযদালিফার দিকে প্রত্যাবর্তন করবেন।

মুযদালিফায় নিজের অবস্থান তৈরী করার আগে মাগরিব এবং এশার নামাজ একত্রে এক আজান ও দুই একামতের সাথে পড়বেন। মাগরিবের নামাজ তিন রাকাত এবং এশার নামাজ দুই রাকাত। এর মধ্যখানে কিছুই পড়বে না। আরাফাতেও জোহর ও আসরের মধ্যখানে অন্য কোন নফল সালাত পড়বে না। কারণ নবী ﷺ এই দুই স্থানে জমা করে পড়েছেন এবং এর মধ্যখানে সুন্নাত নামাজ পড়েন নাই। হাজীগণ মাগরিব ও এশার সালাতের পরে যা ইচ্ছা কাজ করতে পারেন। ইচ্ছা হলে ঘুমাতে পারেন, ইচ্ছা হলে খেতে পারেন, কুরআন পড়তে পারেন এবং আল্লার যিকর করতে পারেন।

দূর্বল লোকগণ রাতের শেষ অর্ধেকে মিনার দিকে রওয়ানা হতে পারেন এবং উত্তম হল ভিড় লাগার আগে চাঁদ অস্তমিত হওয়ার পরে রওয়ানা হওয়া। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ দুর্বল লোকদেরে অনুমতি দিয়েছিলেন

তাদের প্রতি দয়া করে এবং তাদের কষ্ট দূর করার জন্য। দুর্বলদের জন্য ঈদের রাতে ফজরের পূর্বে জামারায়ে উকবায় ৭টি পাথর নিক্ষেপ করা বৈধ। পাথর নিক্ষেপে দ্বিপ্রহরের আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করলে অসুবিধা নেই। সবলদের জন্য দ্বিপ্রহরের আগে পাথর নিক্ষেপ করা ভাল এবং এরূপ করাই সুন্নাত, রাসূলুল্লাহ ﷺ এমনই করেছিলেন।

পাথর নিক্ষেপের পরে অথবা আগে হজ্জের তাওয়াফ করা বৈধ আছে। তবে নবী ﷺ এর অনুকরণে পাথর নিক্ষেপ, কুরবানীর জানোয়ার যবেহ এবং মাথা মুন্ডানোর পরে তাওয়াফ করা ভাল। যদি তাওয়াফকে সব কিছুর আগে করে তবে তাতেও কোন অসুবিধা নেই কেননা নবী ﷺ কে ঈদের দিনে যখনই প্রশ্ন করা হয়েছে কোন কাজ আগে পিছে করা সম্মন্ধে তার উত্তরে বলেছেন : (افعل فلا حرج) অর্থাৎ : (কর কোন অসুবিধা নেই) [১]

সুতরাং পাথর নিক্ষেপ, কুরবানীর জানোয়ার যবেহ, মাথা মুন্ডানো অথবা চুল ছোট করা, তাওয়াফ এবং সাঈ' করা এসবের ধারাবাহিকতা নষ্ট হলে কোন অসুবিধা নেই।

সার কথা হল :ঈদের দিনে সুন্নাত হল, প্রথমে পাথর নিক্ষেপ করা, পরে কুরবানী করা অতঃপর হলক করা অথবা চুল ছাঁটা এবং হলক করা উত্তম অতঃপর হালাল হওয়া (সেলাই করা কাপড় পরা) অতঃপর তাওয়াফ ও সাঈ' করা (যদি আগে সাঈ' না করে থাকেন)।

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন সকল মুসলিমকে তাঁর দ্বীনের উপকারী ইল্‌ম ও নেক আমল দান করেন এবং দ্বীনের উপর অটল থাকার তাওফীক দান করেন। সর্বত্র মুসলমানদের অবস্থাকে ভাল (পূণ্যময়) করেদেন। তাদেরে দ্বীনের বুঝ দান করেন এবং তাদেরকে দ্বীনী কাজ-কর্মে তৎপর রাখেন।

আরও দু'আ করি আল্লাহ সুবহানাহু যেন মুসলমানদের উপর তাদের মধ্য হতে উত্তম ব্যক্তিদের শাসক নিয়োগ করেন। তাদের নেতাদের

১. বুখারী ৮৩, মুসলিম ১৩০৬

যেন পূণ্যবান করেন এবং সর্বত্র সব মুসলিমদের শাসকগণকে যেন আল্লাহ তাআলা তাঁর শরীয়তকে শাসনতন্ত্র রূপে আমল করার তাওফীক দান করেন, এর উপর সন্তুষ্ট থাকার এবং এই শাসনতন্ত্রকে অন্য সব শাসনতন্ত্রের উপর প্রাধান্য দেওয়ার তাওফীক দান করেন। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা দানশীল ও দয়ালু। আল্লাহ তাআলার রহমত শান্তি ও বরকত অবতীর্ণ হোক তাঁর বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর, তাঁর পরিবারবর্গ, তাঁর সাহাবাগণ এবং যারা পূণ্য কাজে তাঁদের অনুসরণ করছেন তাদের সকলের উপর।

যাকাতের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা।[১]

আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও নবী ﷺ এর উপর সালাত ও সালাম পেশ করার পর। এই লেখাগুলি পেশ করার উদ্দেশ্য হল উপদেশ দেয়া এবং যাকাতের অপরিহার্যতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া। যে বিষয়টি অনেক মুসলমানই অবহেলা করে থাকেন। গুরুত্ব থাকা সত্বেও যাকাত যথাযথ ভাবে আদায় করেন না। যাকাত ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে অন্যতম একটি। যে পাঁচটি স্তম্ভ ছাড়া ইসলামের প্রাসাদ দাঁড়াতে পারে না।

নবী ﷺ বলেন,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত: তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত, এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই এবং হযরত মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল, সালাত প্রতিষ্ঠা করা যাকাত আদায় করা রমজানের রোজা রাখা এবং কাবা শরীফে হজ্জ করা।"[২]

মুসলমানদের উপর যাকাত ফরজ হওয়াটা ইসলামের প্রকাশ্য সৌন্দর্য্যের মধ্যে একটি। ইহা ইসলামে দীক্ষিতদের প্রতি যত্নবান হওয়ার একটি প্রমাণ। যাকাতের মধ্যে অনেক উপকার রয়েছে এবং মুসলিম ফকীরদের অনেক প্রয়োজন মেটাতে সহায়তা করে। যাকাতের উপকারীতার মধ্যে রয়েছে ধনী গরীবদের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক সুদৃঢ় করা। কারণ প্রত্যেক আত্মাতেই তার প্রতি উপকারীকে ভাল বাসার

---

১. যাকাতের গুরুত্ব সম্বন্ধে শেখ বিন বাযের (রঃ) একটি কথিকা। যা যাকাত ও রোজা বিষয়ে একটি পুস্তিকারে প্রকাশ করা হয় জ্ঞান গবেষণা ফতওয়া দাওয়াত ও এরশাদ প্রকাশনী হতে সন ১৪০১ হিজরীতে (مجلة الدعوة) নামক সাময়িকীতে ১০৮৯ সংখ্যা ২৯/৮/১৪০৭ হিজরীতে প্রকাশিত হয়।

২. বুখারী, অধ্যায়: ঈমান, মুসলিম (অধ্যায়: ঈমান) আরকানে ইসলামের বৃহৎ ... ১৬। তিরমিযি ২৬০৯

স্বভাব রয়েছে। যাকাত অত্মাকে কৃপণতা থেকে পবিত্র ও পরিস্কার করে। কুরআনের এই আয়াত সেই অর্থের দিকেই ইঙ্গিত করে,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا .

অর্থ: "তুমি তাদের মাল থেকে সাদাকা গ্রহণ কর এর দ্বারা তাদেরকে পবিত্র ও পরিশোধিত করতে পারবে।"[১] এর দ্বারা মুসলিমদের মধ্যে দানশীলতা ও দয়া এবং অভাবীদের প্রতি সদয় হওয়ার গুণকে আত্মস্ত করা হয়। এতে রয়েছে আল্লাহর পক্ষ হতে বরকত এবং মাল বৃদ্ধি ও প্রতিদান। যেমন আল্লাহ বলেছেন:

﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ﴾

অর্থ:" বল! নিশ্চয় আমার প্রতিপালক তার বান্দাদের মধ্য হতে যার জন্য ইচ্ছা রিযিক বৃদ্ধি করেন এবং সঙ্কীর্ণও করেন।"[২]

রাসূল ﷺ বলেন, সহীহ হাদীসে কুদসী আল্লাহ তাআলা বলেন,

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ

অর্থ : "হে আদম সন্তান! তুমি (আল্লাহর রাস্তায়) খরচ কর তাহলে তোমার প্রতিও খরচ করব।"[৩] এ ছাড়াও যাকাতের আরও অনেক উপকার রয়েছে। অপরদিকে যারা যাকাত আদায় করতে কৃপণতা করে অথবা ত্রুটি করে তাদের জন্য অনেক ভয়ানক শাস্তির ধমক ও হুমকিও এসেছে। ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

১. সূরা তাওবা-১০৩

২. সূরা সাবা ৩৯

৩. বুখারী ৫৩৫২, মুসলিম ৯৯৩

﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ فَبَشِّرْهُم
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ
وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ

অর্থ: "এবং যারা স্বর্ণ রৌপ্য জমা করে রাখে এবং এর যাকাত (আল্লার রাস্তায় খরচ তথা ওয়াজিব ছাদকা) আদায় করে না তাদেরকে ভীষণ শাস্তির সংবাদ দাও। ঐদিন যে দিন ঐ সব সম্পদকে জাহান্নামের আগুনে গরম করা হবে এবং ইহা দ্বারা তাদের কপালে, পার্শ্বদেশে ও পিঠে দাগ দেয়া হবে। তাদেরকে বলা হবে, এগুলি সেই সম্পদ যা তোমরা জমা করে রেখেছিলে। অতএব তোমরা যা জমা করে রেখেছিলে তার স্বাদ ভক্ষণ কর"।[১]

তাই যে মালের যাকাত দেওয়া হয়না তা-ই (কানয) শাস্তি যোগ্য ভান্ডার। এর জমা কারীকে কিয়ামতের দিন আযাব দেওয়া হবে। যেমন একটি সহীহ হাদীসে এর প্রমান রয়েছে : নবী (ﷺ) বলেন:

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ .

অর্থ : "যত স্বর্ণ রৌপ্যের মালিকগণ এর যাকাত আদায় করে না যখন ক্বিয়ামতের দিন হবে তখন ঐ গুলিকে আগুনের পাত বানানো হবে অতঃপর উহাকে দুযখের আগুনে গরম করা হবে অতঃপর উহা দিয়া দাগ দেওয়া হবে তাহার বাজুতে এবং কপালে এবং পিঠে। যখন ইহা ঠান্ডা হবে আবার তাহার জন্য গরম করা হবে এই রকম করা হবে পঞ্চাশ হাজার বৎসর লম্বা দিনে বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা হওয়া পর্যন্ত,

---

[১]. সূরা তাওবা ৩৪,৩৫

অতঃর তাহার রাস্তা দেখিবে বেহেস্তের দিকে হোক অথবা দুযখের দিকে হোক।"[১]

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আলোচনা করলেন উট গরু ছাগলের মালিকদের কথা যারা এসবের যাকাত দেয়না এবং সংবাদ দিলেন যে এর মালিকগণ কিয়ামতের দিন এদের দ্বারা পদদলিত হয়ে শাস্তি ভোগ করবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ) হতে সহীহ হাদীস বর্ণিত আছেঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ

অর্থ : "আল্লাহ যাকে সম্পদ দিবেন এবং সে ঐ সম্পদের যাকাত আদায় করবে না ক্বিয়ামত দিবসে তার ঐ মাল টাক মাথা বিশিষ্ট (বিষধর) সাপ হবে যার চোখের উপরে দুটি কাল দাগ থাকবে। ঐ সাঁপ তার গলায় পেঁচানো হবে। সেই সাঁপ দুই চোয়াল দ্বারা ঐ ব্যক্তির হাতে কামড় দিবে অতঃপর বলবে আমি তোমার মাল আমি তোমার গচ্ছিত সম্পদ। অতঃপর নবী ﷺ এই আয়াতটি পড়লেন,

﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ هُوَ خَيْرًا لَّهُم ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا۟ بِهِۦ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ ﴿١٨٠﴾ ﴾

অর্থ: " আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে যা তাদেরকে দান করেছেন তাতে যারা কৃপণতা করে তাদের জন্য ঐ সম্পদ মঙ্গল, এরূপ যেন তারা কিছুতেই মনে না করে। বরং ঐ সম্পদ তাদের জন্য অমঙ্গল। যে সম্পদে তারা কৃপণতা করবে কিয়ামত দিবসে সেই সম্পদই তাদের গলায় বেড়ী হবে।"[২]

১। মুসলিম : যাকাত না দেওয়ার গুনাহ , ৯৮৭ নং

২. বুখারী (যাকাত) যাকাত না দেওয়ার গুনাহ ১৪০৩, সুরা আল ইমরান-১৮০।

যে সমস্ত সম্পদে যাকাত ওয়াজিবঃ

প্রধানতঃ চার প্রকার সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হয়; (১) জমিতে উৎপাদিত ফসল, (২) চতুস্পদ প্রাণী (৩) স্বর্ণ রৌপ্য (৪) ব্যবসায়ী সামগ্রী।

উল্লেখিত প্রত্যেক প্রকার সম্পদের ভিন্ন ভিন্ন নির্দিষ্ট নিসাব রয়েছে। নেসাবের কম হলে যাকাত লাগবে না। শষ্য ও ফলের নেসাব পাঁচ ওয়াসাক, এর কম হলে যাকাত ওয়াজিব হবে না। আর এক ওয়াসাক সমান নবী ﷺ এর ব্যবহৃত ষাট সা'। অতএব পাঁচ ওয়াসাকে তিনশত সা' হবে, এর কমে যাকাত ওয়াজিব নয়।

যদি বৃষ্টির পানিতে উৎপাদিত হয় তাহলে দশ ভাগের এক ভাগ আর নিজস্ব সেচের মাধ্যমে উৎপাদিত হয় তাহলে বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে।

বিস্তারিত জানতে আগ্রহী ব্যক্তিগণ বিজ্ঞ উলামাদের নিকট জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন।

রৌপ্যের নেসাব ১৪০ মিসক্বাল সৌদী আরবীয় মুদ্রায় তা ৫৬ কাঁচা টাকার ওজনের সমান। স্বর্ণের নেসাব ২০ মিসক্বাল সৌদী রিয়ালে (গিনীতে) এগার রিয়াল এবং এক রিয়ালের সাত ভাগের তিন ভাগ। গ্রাম হিসাবে ৯২ গ্রাম। যার কাছে স্বর্ণ ও রৌপ্য নেসাব পরিমাণ আছে উভয়টি মিলিয়ে অথবা যে কোন একটিতে, তার উপর যাকাত চল্লিশ ভাগের এক ভাগ দেওয়া ফরজ। নেসাবের উপর এক বছর অতিবাহিত হলে যাকাত আসবে। লাভের অংশও মূল ধনের সাথে হিসাব হবে, লাভের হিসাবের জন্য আলাদা বছর হিসাব হবেনা। মূলধন যদি নেসাব পরিমাণ হয় তবে লাভ ও মূল ধনের সাথে হিসাব হবে।

স্বর্ণ ও রৌপ্যের ন্যায় বর্তমানে প্রচলিত মুদ্রার হিসাব। দিরহাম দীনার ডলার বা অন্য নামের মুদ্রা হোক যদি এর মূল্য রৌপ্য বা স্বর্ণের নেসাবে পৌছে যায় এবং এক বছর পূর্ণ হয় তবে এর মধ্যে যাকাত ওয়াজিব হবে। নগদ মুদ্রার সাথে মিলিত হবে মহিলাদের স্বর্ণ রৌপ্যের

অলঙ্কার। যদি তা নেসাব পরিমাণ হয় এবং এক বছর পূর্ণ হয় তবে এতে যাকাত আসবে। যদিও তা নিজের ব্যবহারের জন্য হয় অথবা অন্যকে প্রয়োজনের সময় পরনের জন্য ধার দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে। এটাই উলামাদের বিশুদ্ধ মত। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ ব্যাপক অর্থে বলেছেন:

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ .

অর্থ:"যে সমস্ত স্বর্ণ রৌপ্যের মালিকগণ এর যাকাত আদায় করেন না যখন ক্বিয়ামতের দিন হবে তখন ঐ গুলিকে আগুনের পাত বানানো হবে অতঃপর উহাকে জাহান্নামের আগুনে গরম করা হবে"। [১]

এবং এর প্রমাণ অন্য হাদীসে আছে রাসূলুল্লাহ ﷺ একজন মহিলার হাতে দুটি স্বর্ণের চুড়ি দেখে বললেন,

أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا قَالَتْ لَا. قَالَ أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ قَالَ فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَتْ هُمَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ.

"তুমি কি এর যাকাত দাও? মহিলা উত্তর দিলেন, না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি কি এতে খুশি থাকবে যে, তোমাকে আল্লাহ ক্বিয়ামতে এই দুটি চুড়ির কারনে দুটি আগুনের চুড়ি পরাবেন? তখন মহিলা চুড়ি দুটি খুলে ফেলে দিলেন এবং বললেন, এদুটি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মর্জি মত খরচ করার জন্য দিয়ে দিলাম।" [২]

উম্মে সালামাহ ﷺ হতে হাদীস বর্ণিত আছে যে, তিনি স্বর্ণের কিছু অলঙ্কার পরতেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন হে আল্লাহর রাসূল! এটা কি

১. আগে ইহা বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে ১২০ পৃঃ
২. আবুদাউদে বর্ণিত হইয়াছে (যাকাত) কানয্ কি ? অধ্যায়ে এবং অলঙ্কারের যাকাত হাদীস নং ১৫৬৩

কান্য্ (আযাবের কারণ)? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যা যাকাতের পরিমাণে পৌঁছে এবং যাকাত দেওয়া হয় তা কান্য্ নয়।"[১]

একই অর্থে আরও হাদীস আছে যাতে বুঝা যায় যে, ব্যবহৃত অলংকারে যাকাত আবশ্যিক।

ব্যবসায়ী সামগ্রী বছর শেষে হিসাব করে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে। এর মূল্য ক্রয় মূল্য হতে কম, বেশী বা সমান হোক। সামুরা ﷺ এর হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে আদেশ করতেন ব্যবসায়ের জন্য প্রস্তুত মালের যাকাত বের করার জন্য।[২]

এর মধ্যে শামিল রয়েছে জমি যা বিক্রয়ের জন্য খরিদ করা হয়, এমারত, গাড়ী, পানির পাম্প ইত্যাদি যাবতীয় ব্যবসার সামগ্রী। তবে যে গৃহ ভাড়া দেয়ার জন্য বানানো হয়েছে বেচার জন্য নয় তার শুধু ভাড়ার টাকার উপর যাকাত আসবে যখন টাকা নেসাব পরিমাণ হবে এবং এর উপর এক বছর পূর্ণ হবে। তার গৃহের উপর যাকাত আসবে না কারণ এটা বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত করা হয় নায়।

অনুরূপভাবে প্রাইভেট গাড়ী ও ভাড়ায় চালিত গাড়ীতে যাকাত আসবে না। ভাড়ার টাকার উপর যাকাত আসবে যখন টাকার নেসাবের এক বৎসর পূর্ণ হইবে। এই টাকা পারিবারিক খরচের জন্য জমা করা হোক অথবা বিবাহের জন্য অথবা জমি খরিদ করার জন্য অথবা ঋণ পরিশোধের জন্য জমা করা হোক সর্বাবস্থায় এই টাকার যাকাত আসবে। কারণ যাকাতের দলীল প্রমানের অর্থ ব্যাপক তাই এই সব মালের যাকাত দিতে হবে। উলামাদের বিশুদ্ধ মত হল ঋণ থাকলেও যাকাত ফরজ হয়, যা ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

---

১. আবু দাউদ (যাকাত) কান্য অলঙ্কারের যাকাত নং ১৪৬৪,

২. আবু দাউদ (যাকাত) তেজারতের মালের যাকাত ১৫৬২ নং

এতিম ও পাগলের মালে যাকাতের বিধান

অনুরূপভাবে এতিম ও পাগলের সম্পদ যদি নেসাব পরিমাণ হয় এবং এক বছর অতিক্রম করে তাহলে জমহুর উলামাদের নিকট তাতে যাকাত ওয়াজিব। এতিম ও পাগলের পক্ষ হতে যাকাতের নিয়ত করে তাদের অভিভাবকগণের উপর যাকাত বের করা ওয়াজিব। কারণ যাকাতের শরয়ী দলীল প্রমাণের অর্থ ব্যাপক। যেমন নবী ﷺ মুআয বিন যাবাল ﷺ কে ইয়ামানে প্রেরণ করার সময় বলেছিলেন: আল্লাহ তাআলা তাদের মালের মধ্যে তাদের উপর সাদাকাহ (যাকাত) ফরজ করেছেন, তাদের ধনীদের কাছ থেকে নেওয়া হবে এবং তাদের ফকীরদের মধ্যে বন্টন করা হবে।[১]

যাকাত হচ্ছে, আল্লাহর হক এর মধ্যে স্বজন প্রীতি করে যারা যাকাত পাওয়ার হকদার নয় তাদের দেওয়া যাবে না। যাকাত দ্বারা কেউ নিজের উপকার সাধন অথবা অপকার দূর করার নিয়ত করতে পারবে না (পার্থিব উপকারের আশা করবে না)। যাকাতকে তার সম্পদ রক্ষার কাজেও ব্যবহার করতে পারবে না। অথবা এর দ্বারা নিজের বদনাম ঘুচানোর ও নিয়ত করবে না। মুসলমানের জন্য ওয়াজিব হল যাকাতের উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে যাকাত দেওয়া। তারা যেন পাওয়ার উপযুক্ত হওয়ার কারণে হয় অন্য কোন ফায়দার জন্য নয়। যাকাত দিতে হবে মনের সন্তুষ্টির সাথে এক মাত্র আল্লাহর জন্য এখলাসের সাথে। সম্পদশালীগণ দ্বায়িত্বমুক্ত হন। অসীম সওয়াবের উপযুক্ত হন এবং এর বদলা আল্লাহর কাছ থেকে লাভ করতে পারেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে কারীমের মধ্যে যাকাতের হকদারদের কথা পরিস্কারভাবে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

১. বুখারী: অধ্যায় : যাকাত ১৩৯৫ ও মুসলিম (ঈমান) শাহাদাতাইনের দিকে দাওয়াত ১৯ ।

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

অর্থ: "নিশ্চয় যাকাত ফকীর-মিসকীন, যাকাত আদায়কারী, যাদের মন জয় করা প্রয়োজন, দাশ মুক্তি এবং ঋণগ্রস্থ, আল্লাহর রাস্তায় জেহাদেরত মুজাহিদ এবং মুসাফিরদের জন্য, আল্লাহর পক্ষ হতে এই আদেশ ফরজ, আল্লাহ্ মহা জ্ঞানী প্রজ্ঞাময়।"[১]

আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতের শেষে মহাজ্ঞানী প্রজ্ঞাময় বলে এই কথাই বুঝালেন যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের অবস্থা ভাল জানেন কে সাদাকা পাওয়ার উপযুক্ত কে উপযুক্ত নয়। তিনি প্রজ্ঞাময় তাঁর শরীয়তে ও তাঁর তকদীর ধার্য্য করার মধ্যে।

সকল বস্তুকে তার সঠিক স্থানে রাখেন, যদিও কোন কোন মানুষের নিকট আল্লাহর রহস্য লুকাইত থাকে। আল্লাহ এই দুই গুণের উল্লেখ এ জন্য করেছেন যাতে মানুষ আল্লাহর বিধানের রহস্যের উপর দৃঢ়চিত্ত থাকে এবং এর প্রতি আত্মসমর্পন করে। আল্লাহর কাছে দু'আ করি তিনি যেন আমাদের ও সমস্ত মুসলমান দিগকে তাওফীক দেন তাঁর দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করার। আল্লাহর সাথে সত্যবাদীতা এবং তাঁর সন্তুষ্টিতে প্রতিযোগিতা করার। তাঁর অসন্তুষ্টির কাজ থেকে যেন আমাদের রক্ষা করেন। তিনি সর্বশ্রুতা নিকটবর্তী।

---

[১]. সুরা তাওবা-৬০

প্রশ্নোত্তর পর্ব

প্রশ্ন ঃ যে ব্যক্তি যাকাত দেয়না তার প্রতি আপনার নসিহত কি, যাতে তার মন নরম হয়ে সত্যের দিকে ফিরে আসে ?[১]

উত্তরঃ যারা যাকাত দিতে কৃপণতা করে তার প্রতি আমার উপদেশ হল যেন সে আল্লাহকে ভয় করে এবং এই কথা স্মরণ করে যে, যিনি তাকে এই মাল দিয়েছেন তিনিই তাকে যাকাত ফরজ করে পরীক্ষা করছেন। কারণ যে আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে এবং নিয়ামতের হক্ব আদায় করে সে কৃতকার্য্য হবে। যদি যাকাত দিতে কৃপণতা করে এবং এই নিয়ামতের হক আদায় না করে সে অকৃতকার্য্য হবে ও অপদস্ত হবে এবং এর আযাব ও কর্মফল ভোগ করবে কবরে ও ক্বিয়ামতের দিনে। আল্লাহর কাছে এর থেকে পরিত্রাণ চাই।

সূতরাং সম্পদ ক্ষণস্থায়ী এবং এর দ্বায়িত্ব কঠিন এবং এর পরিণতি খুবই মারাত্মক যারা কৃপণতা করে এবং যাকাত দেয়না তাদের জন্য। সম্পদকে তার উত্তরাধীকারীর জন্য রেখে যায় এবং মালের হিসাব ও যাকাত না দেয়ার শাস্তি তার উপর থেকে যায়। যে মুসলমানের কাছে মাল আছে তার আল্লাহকে ভয় করা ওয়াজিব। আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়ানোর মূহুর্তকে স্মরণ করা। আল্লাহ্ তা'আলা সকল আমলকারীকে প্রতিদান দিবেন। এই সম্পদ পরীক্ষা স্বরূপ। যেমন আল্লাহ্ বলেন,

﴿ إِنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَٰدُكُمْ فِتْنَةٌ ﴾

অর্থ: "নিশ্চয় তোমাদের সম্পদ সমূহ এবং তোমাদের সন্তানগণ পরীক্ষা স্বরূপ।"[২]

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন, ﴿ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً ﴿٣٥﴾

---

১. যাকাত সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্তর , রিয়াদস্থ বড় জামে মসজিদে।

২. সূরা তাগাবুন-১৫

অর্থ: "এবং আমি তোমাদেরকে দুর্দিন এবং সুদিন দিয়ে পরীক্ষা করব"।[১]

ধন-সম্পদ আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ নিয়ামত এতে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলে ও মালের হক আদায় করলে এবং উপযুক্ত স্থানে খরচ করলে তবে এতে তুমি সফলকাম হবে। এই মাল তোমার জন্য নিয়ামত হবে। মুমিনের উত্তম সাথী হবে এই সম্পদ। এর দ্বারা আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখবে, এবং সেবা মূলক কাজে ব্যবহার করবে। এই মাল দিয়ে দূর্বল ও গরীবদের সাহায্য-সহযোগিতা করবে। এই মাল তাদের জন্য বৃহৎ নিয়ামত। আর যদি মালের মধ্যে কৃপণতা করে তবে তা হবে বড়ই বিপদ এবং এর পরিণাম হবে ভয়ানক। আমাদের ও সকল মুসলমানের জন্য সর্ব প্রকার মন্দ কাজ হতে আল্লাহর কাছে পরিত্রাণ চাই যিনি যাকাত আদায় করেননি তিনি বিগত বছর সমূহের যাকাত আদায় করবেন।

প্রশ্ন: আমি তিন বছর আগে নেসাব পরিমান মালের মালিক হয়েছি কিন্তু যাকাত দেইনি, আমার নিজের সম্পদ যা নিজের নিকট আছে এবং অন্যের নিকট রয়েছে তা সবই হিসাব করে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ হয়েছে। অতএব এই বছর পূর্ণ হলে আমি কি বিগত তিন বছরের যাকাত আদায় করব? অবশ্য আমি এতে সক্ষম। বিস্তারিত জানিয়ে উপকৃত করবেন।" [২]

উত্তর: বিগত দুই বছরের যাকাত আদায় করবেন এবং বিলম্ব করার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবেন এবং সেই সাথে তওবাও করবেন এবং যখন তৃতীয় বছর পূর্ণ হবে তখন এর যাকাত আদায় করবেন আর যাকাত আদায়ে বিলম্ব করবেন না।

আর যাকাত ফরজ হওয়ার ব্যাপারে অজ্ঞতা যাকাতকে রহিত করে না।

---

১. সুরা আল আম্বিয়া ৩৫

২. সুদ এবং এর ভয়াবহতা সম্বন্ধে একটি সেমিনারে কৃত প্রশ্নের জবাব। রিয়াদস্থ বড় জামে মসজিদে।

প্রশ্ন : আমার কাছে নির্দিষ্ট পরিমাণ মাল পাঁচ বছর যাবৎ আছে এবং এর পরিমাণ কখনো বাড়ে ও কমে। এই বছর এক ভায়ের সাথে মালের যাকাত সম্পর্কে আলোচনা হল, তিনি বললেন, কেউ যদি নেসাব পরিমাণ মালের মালিক হয় এবং তার নিকট এক বছর অতিক্রম করে তবে সেই সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হবে। সে সম্পদ যদিও সে বিবাহের জন্য অথবা ঘর-বাড়ী তৈরীর জন্য গচ্ছিত করে রাখে তবুও তাতে যাকাত দিতে হবে।

অতএব সম্মানিত শায়খ! বিগত বছরগুলির যাকাত আদায় করা কি আমার উপর ওয়াজিব? উল্লেখ্য যে, আমি এই মাসআলা অবগত ছিলাম না। অবগত হওয়ার পর শুধু এক বছরের যাকাত আদায় করলে কি যথেষ্ট হবে?[১]

উত্তরঃ তোমার উপর বিগত সকল বছরের যাকাত আদায় করা ফরজ। তোমার অজ্ঞতার কারনে যাকাত রহিত হবে না। কারণ যাকাত ফরজ হওয়া দ্বীনের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের অন্যতম একটি। কোন মুসলমানেরই এই বিষয় অজানা নয়। যাকাত ইসলামের তৃতীয় রুকন। বিগত সকল বছরের যাকাত তাড়াতাড়ী আদায় করা তোমার উপর ওয়াজিব এবং সেই সাথে দেরী করার কারণে তাওবাও করবে। আল্লাহ আমাকে, তোমাকে এবং সকল মুসলমানকে মাফ করুন। আল্লাহই তাফীক দাতা।

১. শেখ বিন বাযের মক্তাস্থ অফিস থেকে (المجلة العربية) তে পেশকৃত প্রশ্নের জবাব। ১৪/৯/১৪১৮ হিঃ।

এতিমদের মালে যাকাতের বিধান।

প্রশ্নঃ জনৈক ব্যক্তি কিছু সম্পদ ও কয়েকজন এতিম রেখে মৃত্যু বরণ করেন অতএব ঐ এতিমদের সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হবে কি? ওয়াজিব কে এই যাকাত আদায় করবে? [১]

উত্তর : এতিমের মালে যাকাত ওয়াজিব হবে, সেই সম্পদ নগদ হোক অথবা ব্যবসায়ী সামগ্রী হোক অথবা চতুস্পদ জন্তু হোক অথবা এমন শষ্য বা ফল হোক যাতে যাকাত ওয়াজিব হয়। সময় আসলে এতিমের অভিভাবক এই মাল হতে যাকাত আদায় করবেন। যদি তাদের পিতা দ্বারা নিয়োগকৃত কোন অলী (অভিভাবক) না থাকেন তবে বিষয়টি আদালতে পেশ করবেন। আদালত তাদের জন্য অভিভাবক নিয়োগ করবে, যিনি এতিমদের এবং তাদের মালের রক্ষনাবেক্ষণ করবেন। এক্ষেত্রে তিনি আল্লাহকে ভয় করবেন এবং এমন কাজ করবেন যাতে এতিমদের ও তাদের মালের কল্যাণ সাধিত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿ وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَٰمَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ﴾

অর্থঃ "এবং তারা তোমাকে এতিমদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করছে, তুমি বল তাদের কল্যাণ করাই উত্তম।"[২]

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ

অর্থঃ "এতিমদের মালের সংস্পর্শে যাবেনা রীতিসিদ্ধ নিয়ম ছাড়া, তারা সামর্থ্যবান দুদ্ধিমান হওয়া পর্যন্ত।"[৩]

---

২. শায়খ বিন বাযের (রহঃ) তুহফাতুল ইখওয়ান কিতাবে ১৫০ পৃঃ, এবং তাঁর মাজমুআ ফাতাওয়ায় ডঃ আব্দুল্লাহ আল জাইয়ার এবং শেখ আহমাদ আল বায কর্তৃক সংকলিত ৫ম খন্ড ৩৭ পৃঃ।

১. সূরা আল বাক্বারাহ-১২০

৩. সূরা আল আনআম-১৫২

এই মর্মে আরও অনেক আয়াত রয়েছে। এতিমের মালের বছর হিসাব হবে তাদের পিতার মৃত্যুর দিন থেকে। কারণ তাদের পিতার মৃত্যুর দ্বারাই এই মাল এতিমদের মালিকানায় এসেছে।

ছোট্ট মেয়ের মাল হতে যাকাত আদায়ের বিধান

প্রশ্ন : আমি একটি ছোট মেয়ের রক্ষনাবেক্ষণ করি যার বয়স এখন পাঁচ বছর। আমার স্বামী ফয়সাল আল ইসলামী ব্যাংকে আমার রাখা মাল হতে তাকে কিছু দেন। প্রশ্ন হল ঐ এতিমের মালে যাকাত লাগবে কি?[১]

উত্তরঃ আপনি তার মাল থেকে যাকাত দিবেন। কারণ আপনি তার অভিভাবক।

স্বামীর নিজ মাল থেকে স্ত্রীর যাকাত আদায় করার বিধান

প্রশ্নঃ আমার স্বামী আমাকে যে মাল দিয়েছেন সেই মালের যাকাত তিনি তার নিজ মাল থেকে আদায় করতে পারবেন কি? এই যাকাত কি আমার বিধবা বোনের পুত্রকে দেয়া যাবে? উল্লেখ্য যে, সে একজন যুবক এবং বিবাহ করতে ইচ্ছুক ? উত্তর দিয়ে কৃতজ্ঞ করবেন। [২]

উত্তরঃ আপনার নিকট যে মাল রয়েছে তা যদি নেসাব পরিমাণ হয় অথবা বেশী হয় আর সেই মাল স্বর্ণ-রৌপ্য হোক অথবা অন্য কোন সম্পদ হোক সেই সম্পদেও যাকাত আদায় করা আপনার উপরই ওয়াজিব। আপনার স্বামী যদি আপনার অনুমতি সাপেক্ষে সেই সম্পদেও যাকাত আদায় করেন তাতে কোন অসুবিধা নেই। অথবা আপনার অনুমতির ভিত্তিতে আপনার পিতা, ভাই কিংবা অন্য কেউ যাকাত আদায় করলে তাতে কোন সমস্যা নেই। আর আপনার বোনের ছেলেকে বিবাহের জন্য সাহায্য স্বরূপ যাকাতের অর্থ দিতে পারেন যদি সে এ বিষয়ে অপারগ হয়।

১.প্রশ্ন উম্মে আব্দুল আযীয, ৯/৯/১৪১৫ হিঃ শায়খ বিন বাযের অফিস থেকে উত্তর প্রকাশ করা হয়।

২. আল দাওয়া পত্রিকার ৯৪৭ নং সংখ্যায় ১৯/৯/১৪০৪ হিঃ প্রকাশিত হয়।

কুরআন ও সুন্নাহ্‌তে বর্ণিত উপকারী দু'আ ও যিকির

নিশ্চয় মানুষ যে সমস্ত অভ্যাসে নিজেকে অভ্যস্থ করে ও মুখ দিয়ে যা উচ্চারণ করে তন্মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে, অধিক হারে মহান আল্লাহর যিকির (স্বরণ) করা ও তাঁর তাসবীহ (পবিত্রতা) এবং প্রশংসা বর্ণনা করা, তাঁর মহাগ্রন্থ (আল কুরআন) তেলাওয়াত করা, তাঁর রাসুল মুহাম্মদ (ﷺ) এর উপর দূরূদ ও সালাম পাঠ করা । সেই সাথে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে বেশী বেশী দু'আ ও প্রর্থনা করা , এবং দ্বীনি ও দুনিয়াবী তথা জাগতিক ও পরকালীন যাবতীয় প্রয়োজন মেটানোর জন্য তাঁর কাছেই প্রার্থনা ও তার সাহায্য কামনা করা এবং সঠিক ঈমান ও আন্তরিকতা এবং আনুগত্য ও মনযোগ সহকারে তার আশ্রয় গ্রহণ করা।

যিকির ও দু'আকারী সর্বদা অন্তরে স্মরণ রাখবে যে, আল্লাহ্ সর্ব মহান, সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান, সর্বোজ্ঞ এবং যাবতীয় এবাদত পাওয়ার একমাত্র অধিকারী।

যিকির ও দু'আর ফজিলতের বর্ণনায় এবং এতদোভয়ের ব্যাপারে অনুপ্রেরণা দান করে এমন কোরআনী আয়াত ও রাসুল (ﷺ) এর সহীহ হাদীস অনেক রয়েছে। তন্মধ্যে কতিপয় উল্লেখ করব।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكۡرٗا كَثِيرٗا ٤١ وَسَبِّحُوهُ بُكۡرَةٗ وَأَصِيلٗا ٤٢ هُوَ ٱلَّذِي يُصَلِّي عَلَيۡكُمۡ وَمَلَٰٓئِكَتُهُۥ لِيُخۡرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِۚ وَكَانَ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ رَحِيمٗا ٤٣ ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে বেশী বেশী করে স্মরণ কর, এবং সকাল বিকাল তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা কর। তিনি যে তোমাদের প্রতি রহমত ও অনুকম্পা বর্ষণ করেন এবং তার ফেরেশতারা তোমাদের জন্য

রহমতের দু'আ করেন, তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করার জন্য । তিনি মুমিনদের প্রতি পরম দয়ালু।"[১]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾ ﴾

"অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব । আর তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং আমার নিয়ামতের না কুফুরী করো না।"[২]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾ ﴾

অর্থ: "নিশ্চয় মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারী, ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীলা নারী, বিনয়ী পুরুষ ও বিনয়ী নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোযাদার পুরুষ ও রোযাদার নারী, যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী পুরুষ ও যৌনাঙ্গ হেফাযাতকারী নারী, আল্লাহর অধিক যিকিরকারী পুরুষ ও অধিক যিকিরকারী নারী তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহা পুরস্কার"।[৩]

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

---

১. সূরা আল আহযাব-৪১-৪৩

২. সূরা আল বাকারা-১৫২

৩. সুরা -আল আহযাব-৩৫

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

"নিশ্চয় আসমান যমীন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আর্বতনে নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের জন্য, যারা দাড়িয়ে বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে। হে আমাদের রব্ব! আপনি এসব কিছু অযথা সৃষ্টি করেন নি, আপনারই সমস্ত পবিত্রতা, আমাদেরকে জান্নাম থেকে রক্ষা করুন।"[১]

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা কোন (কাফের) বাহিনীর সাথে সংঘাতে লিপ্ত হও , তখন সুদৃঢ় থাক এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর যাতে তোমরা কৃত কার্য হতে পার"।[২]

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا .

"অতঃপর যখন তোমরা হজ্বের যাবতীয় অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াদি সমাপ্ত করবে, তখন স্মরণ করবে আল্লাহকে যেমন তোমরা স্মরণ কর নিজেদের বাপ-দাদাদেরকে, বরং তার চেয়েও বেশী স্মরণ করবে।"[৩]

---

১. সূরা - আল ইমরান-১৯০-১৯১
২. সূরা আনফাল - ৪৫
৩. সূরা - বাকারা ২০০

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَٰلُكُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ ﴿٩﴾ ﴾

"হে ঈমানদারগণ তোমাদের ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে। যারা এ কারণে গাফেল হয় , তারাই তো ক্ষতিগ্রস্থ।"[১]

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَٰرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوٰةِ ۙ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَٰرُ ﴿٣٧﴾ ﴾

"এমন লোক যাদেরকে ব্যবসা বানিজ্য ও ক্রয় বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে, নামায কায়েম করা থেকে এবং যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখেনা। তারা ভয় করে সেই দিনকে, যে দিন অন্তর ও দৃষ্টি সমুহ উলটে যাবে।"[২]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَٱذْكُر رَّبَّكَ فِى نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْءَاصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَٰفِلِينَ ﴿٢٠٥﴾

"তোমার প্রভূকে স্মরণ কর উচ্চ আওয়াজের পরি বর্তে নিম্ন স্বরে সকাল সন্ধায় আর তোমরা উদাসীন (গাফেল) দের অর্ন্তভুক্ত হয়োনা।"[৩]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

১. সূরা মুনাফেকুন-৯
২. সূরা আন্ নূর-৩৭
৩. সূরা আ'রাফ - ২০৫

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوٰةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾ ﴾

"অতঃপর সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ কর ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।"[১]

আল্লাহ তা'আলার যিকির ও তার কাছে প্রর্থনা অধিক পরিমাণে করার নিমিত্তে শরীয়তে যে কোন সময় আল্লাহর যিকির বা দু'আ করা যায়েজ বা মুস্তাহাব, সকাল বেলা অথবা বিকাল বেলা শয়নকালে অথবা জাগ্রত হওয়ার পর গৃহে প্রবেশকালে অথবা বের হওয়ার সময়, মসজিদে প্রবেশের সময় অথবা বের হওয়ার সময়।

সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকির বা তাঁর কাছে প্রার্থনা করা যায়েয হওয়ার ব্যাপারে পূর্বোল্লেখিত আয়াত সমূহ প্রমাণ বহণ করে তেমনিভাবে আরো অনেক আয়াত রয়েছে, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ﴿٥٥﴾ ﴾

"এবং সকাল-সন্ধ্যায় আপনার পালন কর্তার প্রশংসা সহ পবিত্রতা বর্ণনা করুন।"[২] আল্লাহর বাণী ঃ

﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴿٣٩﴾ ﴾

"এবং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে আপনার পালন কর্তার পবিত্রতা প্রশংসা সমূহ বর্ণনা করুন।"[৩]

এই ভাবে আল্লাহর বাণী,

﴿ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ﴾

---

১. সূরা আল জুম'আহ-১০
২. সূরা গাফির - ৫৫
৩. সূরা ক্বাফ-৩৯

"আর তাদেরকে বিতাড়িত করবেন না যারা সকাল বিকাল স্বীয় পালন কর্তার এবাদত করে।"[১]

আল্লাহর বাণী ঃ ﴿ فَأَوْحَىٰٓ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا۟ بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴿١١﴾ ﴾

"তাদেরকে সকাল সন্ধায় আল্লাহর স্মরণ করার প্রতি ওহী করা হল"।[২]

আল্লাহর বাণী ঃ

﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٤٨﴾ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَٰرَ ٱلنُّجُومِ ﴿٤٩﴾ ﴾

"এবং আপনি আপনার পালন কর্তার পবিত্রতা প্রশংসার সাথে বর্ণনা করুন যখন আপনি নামাজে দন্ডায়মান হন, এবং রাত্রির কিছু অংশে এবং তারকা অস্তমিত হওয়ার সময় তার পবিত্রতা ঘোষনা করুন।"[৩]

আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

﴿ فَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿١٧﴾ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿١٨﴾ ﴾

"অতএব তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা কর সন্ধায় ও সকালে এবং অপরাহ্নে ও মধ্যাহ্নে, আর আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে সকল প্রশংসা তো তাঁরই।[৪]

---

১. সূরা আন আম-৫২
২. সূরা মারইয়ম-১১
৩. সূরা তূর-৪৮-৪৯
৪. সূরা রূম-১৭-১৮

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন ঃ

﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾ ﴾

"তোমাদের পালনকর্তা বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। যারা অহংকারবশে আমার এবাদতে বিমখকরে তারা অচিরেই লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"[১]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾

"আর আমার বান্দারা যখন আমার ব্যাপারে তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে, বস্তুতঃ আমি তো নিকটেই, আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে আমি তার আহ্বানে সাড়া দেই।"[২]

﴿ ٱدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿٥٥﴾ وَلَا تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَٰحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾ ﴾

"তোমরা বিনীতভাবে ও গোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাক, তিনি যালেমদেরকে পছন্দ করেন না। পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের পর তোমরা সেখানে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। তাকে আহব্বান কর ভয় ও আশা সহকারে । নিশ্চয় আল্লাহর অনুগ্রহ সৎ কর্মশীলদের নিকটবর্তী।"[৩]

---

১. সূরা মুমিন (গাফির) ৬০

২. সূরা বাকারা-১৮৬

৩.সূরা আ'রাফ-৫৫-৫৬

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓءَ ﴿٦٢﴾ ﴾

"বল তো কে অসহায়ের ডাকে সাড়া দেন যখন সে ডাকে এবং কষ্ট দূরীভূত করেন?"[১]

সহীহ মুসলিম শরীফে উকবা ইবনে আমির ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসুল ﷺ বের হলেন, আমরা তখন সুফফায় অবস্থান করছিলাম। তিনি বলেন, তোমাদের মধ্য থেকে কে এমন আছ যে, প্রত্যেক দিন সকালে বুতহান অথবা আকীক উপত্য কায় গিয়ে সেখান থেকে কোন প্রকার পাপ বা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন না করে উঁচু কুঁজ বিশিষ্ট দুটো উট নিয়ে আসতে ভালবাসে? আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসুল ﷺ! আমরা সবাই তা করতে ভালবাসি। তিনি বললেন, তোমরা কি এরূপ করতে পারনা যে, সকালে মসজিদে গিয়ে মহান আল্লাহর কিতাব থেকে দুটো আয়াত শিক্ষা দিবে অথবা পড়বে। এটা তার জন্য দুটো উট হতে উত্তম হবে, তিনটি আয়াত তার জন্য তিনটি উট হতে উত্তম হবে এবং চারটি আয়াত চারটি উট হতে উত্তম হবে, এভাবে আয়াতের সংখ্যা উটের সংখ্যা থেকে উত্তম হবে।"[২]

সহীহ্ মুসলিম শরীফে উসমান ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়।"[৩]

সহীহ মুসলিম শরীফে আবী উমামা বাহিলী ﷺ হতে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন তোমরা কুরআন তেলাওয়াত করো, কেননা কুরআন কেয়ামতের দিন তেলায়াতকারীর জন্য সুপারীশকারী হিসাবে উপস্থিত হবে।[৪]

---

১. সূরা নামল-৬২

২.মুসলিম: কিতাবু সালাতিল মুসাফিরীন, বাবু ফাজলে ক্বিরাতিল কোরআন ফিছ্ ছালাতে: ৮০৩।

৩. বুখারী : কিতাবু ফাজায়েলে কুরআন, বাবু খাইরুকুম মান তাআল্লামাল কুরআনা ওয়া আল্লামাহ: ৫০২৭

৪. মুসলিম : কিতাবু সালাতিল মুসাফিরীন, বাবু ফাজলে ক্বিরাতিল কোরআন ওয়া সূরাতিল... ৮০৪।

সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত নাওয়াছ ইবনে ছামআন ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, "কিয়ামত দিবসে কোরআনকে এবং তার তেলাওয়াকারীগণকে নিয়ে আসা হবে যারা কোরআনের হুকুমের উপর আমল করতেন, কোরআনের অগ্র ভাগে থাকবে সূরা বাকারা এবং আল এমরান, এই দুই সূরার অবস্থান কিভাবে থাকবে রাসূল ﷺ তার তিনটি উদাহরণ দিয়েছেন যা আমি এখনও ভূলিনি, তিনি ﷺ বলেছেন, "সূরা দুইটি যেমন দুই খন্ড মেঘমালা, অথবা দুইটি কাল ছায়া এর মধ্য খানে সূর্য পরিলক্ষিত হয়, অথবা সূরা দুইটি যেমন সারিবদ্ধ দুইটি পাখির ঝাঁক হয়ে উপস্থিত হবে, তাদের পাঠকারীদের পক্ষে সুপারিশ করবে"। [১]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শনেছি তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব (কুরআন) থেকে একটি হরফ পাঠ করে সে তার পরিবর্তে একটি নেকী পায়। আর একটি নেকী দশটি নেকীর সমান। আমি আলিফ, লাম, মীম,কে একটি হরফ বলছিনা, বরং "আলিফ" একটি হরফ " লাম " একটি হরফ এবং "মীম" একটি হরফ।" [২]

১. মুসলিম: কিতাবু সালাতিল মুসাফিরীন, বাবু ফাজলে ক্বিরাতিল কোরআন ও সূরাতিল বাকারাহ ৮০৫
২. তিরমিজী : কিতাবু ফাজলুল কুরআন বাবু মা যাআ ফীমান কারাআ হারফান মিনাল কোরআনে ..২৯১০

পাঁচ ওয়াক্ত সালাতান্তে পঠিতব্য দু'আ ও যিকির

রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে প্রমাণিত তিনি ফরজ সালাতের সালাম ফিরানোর পর তিনবার أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ "আসতাগ ফিরুল্লাহ " বলতেন অত:পর

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلاَ مُعْطِىَ لِمَامَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.

"আল্লাহুম্মা আন্তাস সালামু ওয়া মিনকাস্ সালামু তাবারাকতা ইয়া যাল যালা-লি ওয়াল ইকরামি। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাই-ইন কাদীর। আল্লাহুম্মা লা মানি'আ লিমা আতাইতা ওয়ালা মুতিআ লিমা মানাতা ওয়ালা ইয়ানফাউ যাল জাদ্দে মিনকাল জাদ্দু। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালা না'বুদু ইল্লা ইয়্যাহু। লাহুন নি'মাতু ওয়ালাহুল ফাযলু ওয়া লাহুস সানা উল হাসানু। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুখলিসীনা লাহুদ্দীন, ওয়ালাও কারিহাল কাফিরূন"।

"হে আল্লাহ! তুমি শান্তিময় আর তোমার নিকট হতেই শান্তির আগমণ, তুমি কল্যাণ ময়, হে মর্যাদাবান এবং দয়াময়। আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁরই জন্য সমস্ত রাজত্ব, তাঁরই জন্য সমস্ত প্রশংসা এবং তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ্। তুমি যা প্রদান কর তা রোধকারী কেউ নেই আর তুমি যা রোধ কর তা দানকারীও কেউ নেই। তোমার আযাব হতে কোন বিত্তশালী বা পদ মর্যাদার অধিকারীকে তার ধন সম্পদ বা পদমর্যাদা রক্ষা করতে পারেনা। আল্লাহর প্রেরণা ছাড়া পাপ থেকে ফিরার এবং সৎ কাজ করার সাধ্য কারো নেই। আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মাবুদ নেই। আমরা তিনি ছাড়া আর কারো ইবাদত করিনা, নেয়ামত

সমূহ তাঁরই, অনুগ্রহ ও তাঁর এবং উত্তম প্রশংসা তাঁরই। আল্লাহ ছাড়া কেহ সত্য উপাস্য নেই। আমরা বিশুদ্ধ চিত্তে তাঁরই আনুগত্য করি, যদিও কাফের দল তা অপছন্দ করে।"

এরপর বলবে سُبْحَانَ اللهِ "সুবহানাল্লাহি" আমি আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি, ৩৩ তেত্রিশ বার। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ "আলহাদু লিল্লাহ" সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, ৩৩ তেত্রিশ বার। اَللهُ أَكْبَرُ "আল্লাহু আকবার" ৩৩ তেত্রিশ বার।

অতঃপর একশত পূরণ করতে এই দু'আ একবার বলবে,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

" লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাই-ইন কাদীর "

অর্থ, "আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক তাঁর কোন শরিক নেই, তাঁরই জন্য সারা রাজত্ব, তাঁরই জন্য সমস্ত প্রশংসা এবং তিনি সকল বস্তুর উপর শক্তিমান।" অতঃপর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে ।

﴿ اَللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ اَلْحَيُّ اَلْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُۥ مَا فِى اَلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى اَلْأَرْضِ مَن ذَا اَلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ اَلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفْظُهُمَا وَهُوَ اَلْعَلِىُّ اَلْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾ ﴾

"আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইউল কাইয়ূম লা তাখুজুহু সিনাতুউঁ ওয়ালা নাউম লাহু মাফিস্ সামাওয়াতি ওয়ামা ফিল আরদ্ব, মানযাল্লাযী ইয়াশফাউ ইন্দাহু ইল্লা বিইজনিহি ইয়ালামু মা বাইনা আইদিহিম ওয়ামা খালফাহুম ওয়ালা ইয়োহীতূনা বি শাইইম মিন ইলমিহি ইল্লা বিমা শাআ

ওয়াসিআ কুরসীয়্যুহুস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ব ওয়ালা ইয়াউদুহু হিফযুহুমা ওয়াহুওয়াল আলিউল আজীম।"

অর্থ: "আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সবকিছুর ধারক, তাকে তন্দ্রা স্পর্শ করতে পারেনা এবং নিদ্রাও নয়। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব কিছুই তাঁর, কে আছে এমন যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তার অনুমতি ছাড়া, দৃষ্টির সামনে কিংবা পিছনে যা কিছু রয়েছে তা সবই তিনি জানেন। তার জ্ঞান থেকে তারা কোন কিছুকেই আয়ত্ত করতে পারেনা। কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তার কুরসী আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁকে ক্লান্ত করে না। তিনি সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান।"[১]

অতঃপর সুরা এখলাস, সুরা ফালাক ও সুরা নাস, প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর একবার করে পড়বে। মাগরিব ও ফজরের নামাজের পর উপরূক্ত তিনটি সুরা তিন বার করে পাঠ করা মুসতাহাব, এ ব্যবপারে নাবী ﷺ থেকে সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এই ভাবে নিম্নের দু'আ মাগরিব ও ফজরের নামাজের পর দশ বার পাঠ করা মুসতাহাব।

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ইউহ্য়ী ওয়া ইউমীতু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদীর "

অর্থঃ "আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁরই জন্য সারা রাজত্ব, তাঁরই জন্য সমস্ত প্রশংসা তিনি জীবিত করেন ও তিনিই মৃত্যু দান করেন এবং তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান।"[২]

---

১. সুরা আল বাকারা-২৫৫

২. মুসনাদ আহমদ নং ২৩০০৭

সালাত আদায়কারী যদি ইমাম হন তাহলে তিনবার "আসতাগফিরুল্লাহ" এবং " আল্লাহুম্মা আন্তাস সালামু ওয়া মিনকাস্ সালামু তাবারাকতা ইয়া যাল যালালি ওয়াল ইকরাম " পড়ে মুক্তাদীগণের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে বাকী যিকির সমূহ পাঠ করবেন। এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ ﷺ থেকে অনেক হাদীস প্রমাণিত, যেমন হযরত আয়শা ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীস যা মুসলিম শরীফে বর্ণিত। উপরোক্ত দু'আ সমুহ ফরজ সালাতান্তে পাঠ করা সুন্নত, ফরজ নয়।

আযানের সাথে সম্পৃক্ত দু'আ ও যিকির

আবু সাঈদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যখন তোমরা মুআযযিনের আযান শ্রবণ করবে তখন মোআযযিন যা বলে উত্তরে তোমরা তা-ই বলবে"।[১]

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আযান শুনে এই দু'আ পড়বে ।

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ ،

"আল্লাহুম্মা রাব্বা হাজিহিদ্ দাওআতিত তা-ম্মাতি ওয়া স্সালাতিল ক্বা-য়েমাতি আ-তি মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাজীলাতা ওয়াব আসহু মাকামাম মাহমুদানিল্লাযী ওয়া আদ্তাহ্।[২]

অর্থঃ "হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ আহব্বান এবং প্রতিষ্ঠিত সালাতের তুমি-ই তো প্রভূ। হে আল্লাহ্! তুমি মুহাম্মদ ﷺ কে সুমহান মর্যাদাপূর্ণ

১. বুখারী : কিতাবুল আযান: ৬১১ ও মুসলিম : কিতাবুস সালাত: ৩৮৩
২. বুখারী: কিতাবুল আযান: ৬১৪

স্থান দান কর এবং তাকে প্রশংসিত স্থানে পৌঁছিয়ে দাও, যার প্রতিশ্রুতি তুমি-ই তো তাকে দিয়েছ।" তার জন্য আমার শাফা'আত ওয়াজিব হয়ে যাবে। এই হাদিসটি ইমাম বুখারী (রাহঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম বাইহাকী (রাহঃ) উক্ত হাদীসটি শুদ্ধ ধারাবাহিকতায় বর্ণনা করেছেন কিন্তু إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ "ইন্নাকা লা তুখলিফুল মী'আদ"[১] 'নিশ্চয় তুমি ওয়াদার ব্যতিক্রম করনা' এই অংশটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন।

সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস ﷺ হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি মুআযযীনের আযান শুনে বলবে;

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا.

"আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসুলুহু, রাযীতু বিল্লা-হি রাব্বান, ওয়া বিমুহাম্মাদিন রাসুলান, ওয়া বিল ইসলামি দ্বী-নান "

অর্থঃ "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া (সত্য) কোন মাবুদ নেই। তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি আল্লাহকে প্রতিপালক হিসাবে, মুহাম্মাদ (ﷺ) কে রাসূল হিসাবে এবং ইসলামকে দ্বীন হিসাবে খুশির সহিত মেনে নিয়েছি।"[২] আল্লাহ তা'আলা তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিবেন।

উমর ইবনে খাত্তাব ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন মুআয্যিন বলে "আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার" অতঃপর তখন যদি তোমাদের মধ্য হতে কোন আযান শ্রবণকারী অন্তর থেকে বলে "আল্লাহু আকবার" যখন মুআযযীন বলে "আশহাদু আল্ লাইলা-হা ইল্লাল্লাহ" (শ্রবণকারী) বলে "আশহাদু আল্ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ" যখন মুআযযীন বলে " আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ"

১. সুনানে কুবরা: বায়হাকী: ১/৪১০(১৭৯০)
২. মুসলিম: কিতাবুস সালাত: ৩৮৬

(শ্রবণকারী) বলে " আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ" পরে যখন মুআযযীন বলে "হাইয়্যাআলাস্ সালাহ্" (শ্রবণকারী) বলে "লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্" পরে যখন মুআযযীন বলে " হাইয়্যাআলাল ফালাহ্" (শ্রবণকারী) বলে " লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" পরে যখন মুআযযীন বলে "আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার" (শ্রবণকারী) বলে "আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার" পরে যখন মুআযযীন বলে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" (শ্রবণকারী) বলে " লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[১]

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছেন; "যখন তোমরা আযান শ্রবণ করবে তখন মোআয্যিন যা বলে তোমরা তার-ই পূণরাবৃত্তি করবে। অত:পর আমার উপর দুরূদ পাঠ করবে, কেননা যে আমার উপর একবার দুরূদ পাঠ করবে আল্লাহ তায়ালা তার উপর এর পরির্বতে দশবার রহমত নাযিল করবেন। অতঃপর তোমরা আমার জন্য আল্লাহর কাছে অসিলার প্রর্থণা করবে, অসিলা হচ্ছে জান্নাতের একটি মর্যাদাপূর্ণ স্থান সেখানের উপযুক্ত হবে শুধু আল্লাহর এক বান্দা, আশা করি আমি-ই হব সেই বান্দা। যে আমার জন্য আল্লাহর কাছে অসিলার প্রার্থণা করবে তার জন্য কিয়ামত দিবসে আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে যাবে।"[২]

১. মুসলিম: কিতাবুস সালাত: ৩৮৫
২. মুসলিম: কিতাবুস সালাত : ৩৮৪

সালাম বিনিময়ের আদব ও ফযিলত

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ!" ইসলামের মধ্যে সর্বোত্তম আমল কোনটি? তিনি বললেন, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান এবং পরিচিত-অপরিচিত সকলকে সালাম প্রদান।"[১]

আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ, বলেছেন, "তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা যতক্ষণ না তোমরা (পূর্ন) ঈমানদার হবে এবং তোমরা (পূর্ণ) ইমানদার হতে পারবে না যতক্ষন তোমরা একে অপরকে ভাল না বাসবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন কিছু শিক্ষা দেবনা যা বাস্তবায়ন করলে তোমরা একে অপরকে ভালবাসতে পারবে? (তা হচ্ছে) তোমরা পরস্পরে সালাম বিনিময় কর"।[২]

আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, এক মুসলমানের উপর অপর মুসল মানের পাঁচটি হক রয়েছে। যথা; সালামের উত্তর দেওয়া, হাঁচিদাতা আলহামদু লিল্লাহ্ বললে তার জবাবে ইয়াহামুকাল্লাহ্' বলা, দাওয়াত গ্রহণ করা, অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া এবং জানাযায় অংশ গ্রহণ করা।"[৩]

আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "এক মুসলমানের উপর অপর মুসল মানের ছয়টি হক রয়েছে; যথা: যখন তুমি তার সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন তাকে সালাম জানাবে, যখন তোমাকে আহ্বান করবে তখন তুমি তার আহ্বানে সাড়া দিবে, যখন সে তোমার কাছে কোন উপদেশ চাইবে তখন তাকে উপদেশ দিবে, যখন সে হাঁচি দিবে

---

১. বুখারী: কিতাবুল ঈমান: ১২ ও মুসলিম: কিতাবুল ঈমান: ৩৯
২. মুসলিম: কিতাবুল ঈমান: ৫৪
৩. বুখারী: কিতাবুল জানাইয: ১২৪০ ও মুসলিম: কিতাবুস সালাম: ২১৬২

অতঃপর আলহামদুলিল্লাহ্ বলবে তখন তুমি হাঁচির উত্তর দিবে, যখন সে অসুস্থ হবে তখন তাকে দেখতে যাবে, যখন সে মারা যাবে তখন তার জানাযায় অংশ গ্রহণ করবে।"[১]

হাঁচি ও রোগী সেবার ফযিলত

আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহতায়ালা হাঁচি পছন্দ করেন এবং হাঁই তোলা অপছন্দ করেন, যখন তোমাদের মধ্য থেকে কেহ হাঁচি দেয় অতঃপর আল্লাহর প্রশংসা করে (আলহামদুলিল্লাহ্ বলে) তখন শ্রবণকারী সমস্ত মুসলমানের উপর জরূরী হচ্ছে তার হাঁচির উত্তর "ইয়ারহামুকাল্লাহ" বলা, আর হাঁই উঠার ব্যাপারটি হয় শয়তানের পক্ষ থেকে, কাজেই তোমাদের কারোর যখন হাই ওঠার উপক্রম হয় সে যেনো তার সাধ্যমত নিবারণ করার চেষ্টা করে । কারণ কেউ হাই তুলে হা- বললে তাতে শয়তান হাসে।"[২]

আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "হাঁই তোলার ব্যাপারটি শয়তানের পক্ষ থেকে আসে, অতএব যখন হাঁই আসার উপক্রম হয় তখন সে যেনো তার সাধ্যমত তা চেপে রাখার চেষ্টা করে।"[৩]

হযরাত আবু সাঈদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ হাঁই তোলে, তখন সে যেন তার হাত

---

১. বুখারী: কিতাবুল আদব; ৬২২৩ ও মুসলিম: ২৯৯৫

২. বুখারী: কিতাবুল আদব; ৬২২৩

৩. মুসলিম: ২৯৯৫

৫. মুসলিম: হাদীস নং ২৯৯৪

দিয়ে মুখ চেপে রাখে কেননা (মুখ খোলা পেয়ে তার মধ্যে) শয়তান প্রবেশ করে।"[১]

আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের কারো হাঁচি আসলে সে যেন বলে আলহামদুলিল্লাহ। তার জবাবে তার অন্য ভাই অথবা তার সঙ্গি-সাথী যেন বলে ইয়ারহামুকাল্লাহ্। যখন সে ইয়ারহামুকাল্লাহ্ বলে, তার জবাবে হাঁচি দাতা যেন বলে, ইয়াহ্দীকুমুল্লাহু ওয়া ইউসলিহু বা-লাকুম।"[২]

আবু মুসা আশ আরী ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শনেছি তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ হাঁচি দিয়ে আল্হামদুলিল্লাহ্ বললে তার জবাবে ইয়ার হামুকাল্লাহ্ বলবে। আর যদি সে আলহামদুলিল্লাহ্ না বলে তাহলে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলবেনা।"[৩]

পানাহারের আদব

হযরত উমর ইবনে আবূ সালামা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন; বিসমিল্লাহ বলে খাবার খাও, ডান হাতে খাও এবং নিজের সামনে থেকে খাও।"[৪]

হযরত আয়শা (রাঃ) থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ খাবার খাবে, তখন সে যেন প্রথমে বিসমিল্লাহ্ বলে। যদি প্রথমে বিসমিল্লাহ্ বলতে ভুলে যায়, তাহলে বলবে, বিসমিল্লাহি আওয়ালাহু ওয়া আখিরাহু।"[৫]

আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন "আল্লাহ তা'আলা তার সে সমস্ত বান্দাদের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন, যারা

---

[৬]. বুখারী: ৬২২৪

[৩]. মুসলিম: হাদীস নং ২৯৯২

[৪]. দাউদ: হাদীস নং ৩৭৬৭, ও তিরমিযী: হাদীস নং ১৮৫৮,

[৫]. প্রাগুক্ত

সামান্য খাদ্য খেয়ে তাঁর প্রশংসা করে এবং এক ঢোক পানি পান করেও আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে।"[১]

হযরত মু'আয ইবনে আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি খাবার খেয়ে

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَطْعَمَنِى هَذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّى وَلاَ قُوَّةٍ.

"আল হামদু লিল্লাহিলল্লাযী আত আমানী হাযা ওয়া রাযাকানীহি মিন গাইরি হাওলিম মিন্নী ওয়া লা কুউয়াতিন [২]" বলে, অর্থ ঃ সমস্থ প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাকে এখাবার খাইয়েছেন এবং রিযিক দিয়েছেন, যা আমার সাধ্য ও ক্ষমতার বাহিরে ছিল। তার পূর্ববর্তী গুনাহ রাশি ক্ষমা করে দেয়া হয়।

আবূ উমামা ﷺ বর্ণনা করেন, নবী ﷺ যখন খাবার খাওয়া শেষ করতেন তখন বলতেন।

الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفِىٍّ ، وَلاَ مُوَدَّعٍ وَلاَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ ، رَبَّنَا.

"আল হামদু লিল্লাহি ক্বাসীরান তাইয়্যিবান মুবারাকান ফীহি, গাইরা মাকফীইন ওয়ালা মুওয়াদ্দাইন ওয়ালা মুসতাগনান আনহু রাব্বানা" [৩]

অর্থ: "পাক পবিএ ও বরকতময় অনেক অনেক প্রশংসা সমস্তই আল্লাহর জন্য হে আমাদের প্রভূ! এমন প্রশংসা যা যথেষ্ট হবার নয়, শেষ হবার নয় এবং যাথেকে অমুখাপেক্ষীও হওয়া যায়না।"

---

৫. মুসলিমঃ ২৭৩৪

১. আবু দাউদ নং ৪০২৩, তিরমিযী নং ৩২৫৮, ইবনে মাযাহ্ নং ৩২৫৮।

২. বুখারীঃ ৫৪৫৮

শয়নকালীন দু'আ ও যিকির

হুযায়ফা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাত্রে যখন শয্যায় যেতেন তখন গালের নিচে হাত রাখতেন। অত:পর এই দু'আ পাঠ করতেন;

اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا.

"আল্লাহুম্মা বিসমিকা আমূতু ওয়া আহইয়া" অর্থঃ "হে আল্লাহ! তোমারই নামে আমি মরি ও জীবিত হই।" ঘুম থেকে যখন জাগ্রত হতেন তখন বলতেন ঃ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ.

"আলহামদু লিল্লাহিল্লাযি আহইয়ানা বা'দামা আমা-তানা ওয়া ইলাইহিন নুশূর "[১]

অর্থঃ "সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাদের মৃত্যু দান করার পর পুনরায় জীবন দান করেছেন। আর তাঁরই নিকট আমাদের ফিরে যেতে হবে।"

আয়শা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ প্রতিরাতে যখন তাঁর শয্যায় গমণ করতেন তখন তিনি তাঁর দু'হাতের তালু মিলাতেন তারপর সূরা "কুলহু আল্লাহু আহাদ" ও "কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক" ও "কুল আউযু বিরাব্বিন নাস" পড়তেন এই তিনটি সুরা পাঠ করে দু'হাতে ফুঁ দিতেন, তারপর উক্ত দু'হাতের তালু দ্বারা দেহের যতটা সম্ভব মাসেহ করতেন। মাসেহ আরম্ভ করতেন তাঁর মস্তক ও মুখ মন্ডল এবং দেহের সামনের দিক হতে। তিনি এরূপ তিনবার করতেন।[২]

---

১. বুখারী :কিতাবুদ দাআওয়াত নং ৬৩২১

২.বুখারী ৫০১৩ , মুসলীম ৮০৭ ,

আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তার নিকট এক আগন্তুক এসে, সদকার মাল থেকে কিছু নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। নাবী ﷺ তাকে ঐ সদকার মালের পাহারাদার নিয়োগ করেছিলেন, প্রথম রাত, দ্বিতীয় রাত, তৃতিয় রাত যখন সেই ব্যক্তি আসল তখন তিনি তাকে বললেন আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সামনে উপস্থিত করব। তখন আগন্তুক বলল, আমাকে ছেড়ে দাও আমি তোমাকে কিছু কথা শিক্ষা দিব (যার মাধ্যমে) আল্লাহ তোমার উপকার করবেন। আমি বললাম, এগোলো কি? তখন সে বলল, যখন তুমি তোমার শয্যায় আসবে তখন আয়াতুল কুরসী সম্পূর্ণ পড়ে নিবে -

﴿ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ ۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾ ﴾

"আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইউল কাইউম লা তা'খুজুহু সিনাতুঁউ ওয়ালা নাউম লাহু মাফিস্‌সামাওয়াতি ওয়ামা ফিল আরযি, মানঁ যাল্লাযী ইয়াশফাউ ইন্দাহু ইল্লা বি ইজনিহি ই'য়ালামু মা বাইনা আইদিহিম ওয়ামা খালফাহুম ওয়ালা ইউহীতূনা বি শাই ইম মিন ইলমিহি ইল্লা বিমা শাআ ওয়াসিআ কুরসীইয়ুহুস্‌ সামাওয়াতি ওয়াল আরয ওয়ালা ইয়াউদুহু হিফযুহুমা ওয়াহুওয়াল আলিউল আজিম"।

অর্থঃ "আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন (সত্য) উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সবকিছুর ধারক, তাকে তন্দ্রা স্পর্শ করতে পারেনা এবং নিদ্রাও নয়। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব কিছুই তাঁর, কে আছে এমন যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তার অনুমতি ছাড়া, দৃষ্টির সামনে কিংবা পিছনে যা কিছু রয়েছে সে সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞান থেকে কেহ কোন কিছুকেই আয়ত্ত্ব করতে পারেনা তবে যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন।

তাঁর কুরসী আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত। আর সেগুলোকে রক্ষনাবেক্ষন করা তার পক্ষে কঠিন নয়। তিনি সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান।"

এতে সর্বদা তোমার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন হেফাহতকারী থাকবেন এবং ভোর পর্যন্ত শয়তান তোমার নিকট বর্তী হতে পারবেনা। নবী ﷺ বললেন সত্য বলেছে তবে সে মিথ্যুক, সে হচ্ছে, শয়তান।"[১]

আবু মাসউদ আল আনসারী ﷺ নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেনঃ নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি রাত্রি বেলা সূরা বাকারার শেষ দুটি আয়াত পাঠ করবে উহা তার জন্য যথেষ্ট হবে।[২]

বারা ইবনে আযিব ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ যখন তুমি বিছানায় যেতে চাইবে তখন নামাজের ন্যায় অযু করবে এবং ডান কাতে শয়ন করবে আর বলবে,

اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِى إِلَيْكَ ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِى إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِى إِلَيْكَ ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِى إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِى أَنْزَلْتَ ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِى أَرْسَلْتَ .

"আল্লাহুম্মা আসলামতু নাফসী ইলাইকা, ওয়া ওয়াযযাহতু ইলাইকা, ওয়া ফাউওয়াযতু আমরী ইলাইকা, ওয়া আলজা'আতু যাহরী ইলাইকা, রাগবাতান ওয়া রাহবাতান ইলাইকা, লা মালজা'আ ওয়ালা মানজা' মিনকা ইল্লা ইলাইকা, আমানতু বি কিতাবিকা আল্লাযী আনযালতা, ওয়া বি নাবিয়িকা আল্লাযী আরসালতা"[৩]

অর্থঃ "হে আল্লাহ ! আমি আমার আত্মাকে তোমার কাছে সপে দিলাম, আমার মুখমন্ডলকে তোমার অভিমুখী করলাম, আমার ব্যাপার তোমাকে সমর্পন করলাম, আশা ও আকাঙ্খা নিয়ে আমার পিঠ তোমার আশ্রয় ও রক্ষাধীন করলাম। তুমি ছাড়া কোন আশ্রয়দাতা ও মুক্তির স্থল নেই।

১. বুখারী ৫০১০
২. বুখারী ৫০১০, মুসলীম ৮০৭,
৩. বুখারী ২৩৭, মুসলিম ২৭১০,

তোমার নাযিলকৃত কিতাব ও তোমার প্রেরিত নবীর প্রতি আমি ঈমান আনলাম।" যদি (এই দু'আ পাঠের পর ঐ রাত্রিতেই) মৃত্যু বরণ করে তবে ফিৎরাতের উপর অর্থাৎ দ্বীনে ইসলামের উপর মৃত্যু বরণ করবে। এই দো'আগুলি যেন তোমার শেষ কথা হয়।

আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন শয্যায় আসতেন তখন বলতেন,

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ.

"আল্লাহুম্মা রাব্বাছ ছামাওয়াতি ওয়ারাব্বাল আরদি, ওয়া রাব্বাল আরশিল আযীম, রাব্বানা ওয়া রাব্বা কুল্লি শাই ইন, ফালিকুল হাব্বে ওয়ান নাওয়া, ওয়া মুনযিলাত তাউরাতি ওয়াল ইঞ্জিলি ওয়াল ফুরকানি, আউযুবিকা মিন শাররি কুল্লি শাই ইন, আন্তা আখিযুন বিনাসিয়াতিহি, আল্লাহুম্মা আন্তাল আউওয়ালু ফালাইসা কাবলাকা শাই উন, ওয়া আন্ত াল আখিরু ফালাইসা বা'দাকা শইউন, ওয়া আন্তাজ জাহিরু ফালাইসা ফাউক্বাক্বা শাইউন, ওয়া আন্তাল বাতিনু ফালাইসা দুনাকা শাইউন, ইকযি আন্নাদ্ দাইনা, ওয়াগনিনা মিনাল ফাকরে "[১]

অর্থঃ "হে আল্লাহ! তুমি আকাশ মন্ডলীর ও যমীনের প্রভূ, মহা মহিয়ান আরশের প্রভূ এবং প্রত্যেক বস্তুর প্রভূ, হে আল্লাহ! বীজ ও আঁটি চিরে চারা ও বৃক্ষের উদ্ভব ঘটাও তুমি। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআন নাযিলকারী তুমি। আমি প্রত্যেক বস্তুর অনিষ্ট হতে তোমার নিকটই আশ্রয় প্রর্থনা করি, তোমার হাতে রয়েছে সকল বস্তুর ভাগ্য। হে আল্লাহ! তুমি অনাদি, তোমার পূর্বে কোন কিছুরই অস্তিত্ব ছিলনা, তুমি

১. মুসলিম ২৭১৩ ,

অনন্ত, তোমার পরেও কোন কিছুই নায়। তুমি প্রকাশ্য তোমার উপরে কেউ নেই। তুমি আমার অন্তরে তোমার চেয়ে নিকটবর্তি আর কিছুই নেই। হে প্রভূ ! তুমি আমার সমস্ত ঋণ পরিশোধ করে দাও, আর আমাকে দারিদ্রতা থেকে মুক্ত কর।"[১]

মুসলিম জননী হাফসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন নিদ্রায় যাওয়ার ইচ্ছা করতেন তখন তার ডান হাত ডান গালের নিচে রেখে বলতেন;

اللَّهُمَّ قِنِى عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ

"আল্লাহুম্মা ক্বিনী আযাবাকা ইয়াওমা তাবআছু ইবাদাকা "[২]

"হে আল্লাহ! আমাকে তোমার আযাব হতে রক্ষা কর সেই দিন যে দিন তুমি তোমার বান্দাদিগকে পূনরুত্থান করবে।" এই দু'আ তিনবার করতেন ।

আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ যখন বিছানায় যেতেন তখন বলতেন;

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا فَكَمْ مِمَّنْ لاَ كَافِىَ لَهُ وَلاَ مُئْوِىَ .

"আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আতআমানা ওয়া সাক্বানা ওয়া কাফানা ওয়া আওয়ানা ফা কাম মিম মান লা কাফিয়া লাহু ওয়ালা মুউ (مُئْـوِىَ) বিইয়া"[৩]

অর্থঃ "সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে খাইয়েছেন, পান করিয়েছেন। আমাদের প্রয়োজন পূর্ণ করেছেন এবং আমাদিগকে আশ্রয় প্রদান করেছেন। এমন বহুলোক রয়েছে যাদের কর্ম সম্পাদনকারী কেউ নেই এবং যাদের আশ্রয় দানকারীও কেউ নেই।"

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি এক ব্যক্তিকে বলেছেন, যখন সে শয়ন করতে যায় সে যেন এই দু'আ বলে,

---

১. মুসলিম নং ২৭১৫ .

২. মুসনাদে ইমাম আহমদ নং ৩৭৮৬ ও আবূ দাউদ ৫০৪৫

৩. মুসলিম নং ২৭১২

اللَّهُمَّ خَلَقْتَ نَفْسِى وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ.

"আল্লাহুম্মা আনতা খালাকতা নাফসী ওয়া আন্তা তাওয়াফ্ফাহা , লাকা মামাতুহা ওয়া মাহইয়া-হা, ইন আহয়াইতাহা ফাহফাজহা, ওয়া ইন আমাত্তাহা ফাগফির লাহা , আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকাল আফিয়াতা"[১]

হে আল্লাহ! নিশ্চয় তুমি আমার আত্মাকে সৃষ্টি করেছো আর তুমি উহার মৃত্যু ঘটাবে (অতএব) উহার জীবন ও মরণ যেন একমাত্র তোমার জন্য হয়। যদি উহাকে বাঁচিয়ে রাখো তাহলে তুমি তার হেফাযত করো, আর যদি তার মৃত্যু ঘটাও নিদ্রাবস্থায় তবে উহাকে মাফ করে দিও । হে আল্লাহ ! আমি তোমার কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি ।

আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাহার বিছানার দিকে (নিদ্রার উদ্দেশ্যে) যায় সে যেন তার লুঙ্গির এক আছল দিয়ে বিছানাটি ঝেড়ে নেয়, কেননা সে জানেনা যে তার চলে যাওয়ার পর উহাতে কি পতিত হয়েছে। তারপর সে যখন শয়ন করে তখন যেন ডান পার্শে শয়ন করে আর এই দু'আ যেন বলে,

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّى بِكَ وَضَعْتُ جَنْبِى وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِى فَاغْفِرْ لَهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ.

"সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রাব্বী বিকা ওয়াযা'তু যামবী, ওয়া বিকা আরফাউহু, ইন আমসাকতা নাফসী ফারহামহা, ওয়া ইন আরসালতাহা ফাহফাজহা বিমা তাহফাযুবিহি ইবাদাকাস সালিহীন"[২]

অর্থঃ "হে আল্লাহ তুমি পাক পবিত্র, প্রভূ তোমার নামে আমার পার্শ শয্যায় স্থাপন করছি আর তোমারই নামনিয়ে আমি উহাকে উঠাব (শয্যা ত্যাগ করব) যদি তুমি (আমার নিদ্রিত অবস্থায়) আমার প্রাণ

১. মুসলিম-৭০৬৩
২. বুখারী হাদীস নং ৭৩৯৩ , মুসলিম হাদীস নং ২৭১৪ .

কবজ করো, তবে তুমি উহার প্রতি রহম করো, আর যদি তুমি উহাকে ছেড়ে দাও (বাঁচিয়ে রাখ) তাহলে সে অবস্থায় তুমি উহার হেফাযত করো যেমনভাবে তুমি তোমার সৎকর্মশীল বান্দাগণকে হেফাযত করে থাকো।

আলী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা ফাতেমা (রাঃ) একজন খাদেম চাওয়ার জন্য নবী ﷺ এর নিকট যান তবে তিনি নবীকে ﷺ পাননি, আয়শাকে (রাঃ) পেয়ে তাঁর কাছে ফাতেমা (রাঃ) তার প্রয়োজনের কথা বলে আসলেন। আলী ﷺ বলেন, অতঃপর নবী ﷺ আমাদের কাছে আসলেন এমতাবস্থায় যে আমরা শয্যা গ্রহণ করেছি। পরে নবী ﷺ আমাদেরকে বললেন আমি কি তোমাদেরকে এমন কিছু বলে দিবনা যা তোমাদের জন্য খাদেম অপেক্ষা উত্তম ? (তার পর তিনি বলেন) যখন তোমরা তোমাদের বিছানায় (নিদ্রার উদ্দেশ্যে) গমণ কর, তখন তোমরা দু'জনে তেত্রিশ বার سبحان الله " সুবহানাল্লাহ " তেত্রিশ বার الحمد لله "আল হামদুলিল্লাহ" চৌত্রিশ বার الله أكبر "আল্লাহু আকবার" বলবে। উহা খাদেম অপেক্ষা তোমাদের জন্য উত্তম হবে। আলী ﷺ বলেন, একথা শোনার পর আমি এই তাসবীহগুলি কখনো ছাড়িনি।"[১]

উবাদা ইনে সামিত ﷺ হতে বর্ণিত তিনি বলেন নাবী ﷺ বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি নিদ্রা হইতে জাগ্রত হওয়ার পর বলেঃ

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ. الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ واللهُ أَكْبَرُ وَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ .

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাই-ইন কাদীর, আলহামদুলিল্লাহি, ওয়া

১.বুখারী হাদীস নং ৬৩১৮ , মুসলিম হাদীস নং ২৭২৮

সুবহানাল্লাহি, ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি " [১]

অর্থঃ "আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁরই জন্য সারা রাজত্ব, তাঁরই জন্য সমস্ত প্রশংসা এবং তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। সমস্থ প্রশংসা আল্লাহর, আমি আল্লাহর পবিএতা ঘোষণা করছি, আল্লাহ ছাড়া সত্য উপাস্য নেই, আল্লাহ মহান। আল্লাহর প্রেরণা ছাড়া পাপ থেকে ফিরার এবং সৎ কাজ করার সাধ্য কারো নেই। অতঃপর বলেঃ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي আল্লাহুম্মাগফিরলী "হে আল্লাহ! আমাকে মাফ কর অথবা অন্য কোন দু'আ করে, তার দু'আ কবুল করা হবে, যদি সে ওযু করে এবং নামায পড়ে তাহা গ্রহণ করা হবে"।

যিকির,তাহমীদ,তাহলীল তাসবীহ এবং দু'আর বর্ণনা

পাঁচওয়াক্ত সালাতান্তে, দিনে রাতে এমন কি সর্বদা আল্লাহর যিকির, তাহমিদ, তাহলীল, তাসবীহ, দু'আ ও ইস্তেগফারের ফযিলত সংক্রান্ত বহু হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। তনমধ্যে কিছু হাদীস বর্ণনা করব ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বাণী سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ মুফাররিদুনগণ অগ্রগামী হয়ে গেছেন, সাহাবায়েকেরাম জিজ্ঞাসা করলেন মুফাররিদুন কারা ? বললেন তারা হচেছন বেশী বেশী করে আল্লাহর যিকিরকারী পুরুষ ও নারীগণ। ইমাম মুসলিম তার সহীহ গ্রন্থে হযরত আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন[২] ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আর বলেন আল্লাহর কাছে চারটি কথা (এর যিকির) অতি প্রিয়, তন্মধ্যে থেকে যে কোনটা দিয়ে শুরু করতে পারবে এতে তোমার

১.বুখারী হাদীস নং ১১৫৪ .

২. মুসলিম: কিতাবুজ যিকর ওয়াদ দু'আ.. .. ২৬৭৬

কোন অসুবিধা নেই। সুবহানা ল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লাইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহুআকবার, অর্থঃ আমি আল্লাহর পবিএতা ঘোষণা করছি, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, আল্লাহ ছাড়া সত্য উপাস্য নেই, আল্লাহ সবার বড় ।"[১]

এইভাবে সহীহ মুসলিমে সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন এক গ্রাম্য সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট এসে বললেন হে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এমন কিছু কালেমা (দু'আ) শিক্ষা দিন যা আমি পড়তে থাকব। জবাবে নাবী ﷺ বললেন, তুমি বল ,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا سُبْحَانَ اللَّـهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, আল্লাহু আকবার কাবীরাও ওয়াল হামদুলিল্লাহি কাছীরাও ওয়া সুবহানাল্লাহি রাব্বীল আলামীন, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আযীযিল হাকীম "

অর্থঃ "আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নাই। তিনি একক তার কোন অংশিদার নেই। আল্লাহ মহান অতীব মহিয়ান, আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা, অসংখ্য প্রশংসা, সমগ্র সৃষ্টি জগতের প্রভূ আল্লাহ সমস্ত দোষ ত্রুটি ও অপূর্ণতা হতে পাক পবিত্র তিনি, আল্লাহর প্রেরণা ছাড়া পাপ থেকে ফিরার এবং সৎ কাজ করার সাধ্য কারো নেই, এক মাত্র প্রতাপশালী ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহর সাহায্য ছাড়া।"

গ্রাম্য লোকটি বললেন, এই গুলোতো আমার রবের জন্য তবে আমার জন্য (প্রর্থনা করার কথা) কি ? তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি বল;

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى وَارْحَمْنِى وَاهْدِنِى وَارْزُقْنِى

১. মুসলিমঃ কিতাবুল আদবঃ ২১৩৭

"আল্লাহুম্মাগ ফিরলী ওয়ার হামনী ওয়াহদিনী ওয়ার যুকনী" হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি তুমি দয়া কর, আমাকে তুমি সরল সুদৃঢ় পথে পরিচালিত কর এবং আমাকে রিযেক দান কর।"[১]

আবু সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত তিনি বলেন যে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন "আল বাকিয়াতুস সালেহাত " অর্থ: "যে সৎ কাজগুলির পুণ্য স্থায়ী হবে সেগুলো হল;

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ .

"সুবহানাল্লাহি, ওয়াল হামদুলিল্লাহি, ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু আকবার, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি"।

অর্থ ঃ "আমি আল্লাহর পবিএতা ঘোষণা করছি, সমস্থ প্রশংসা আল্লাহর, আল্লাহ ছাড়া সত্য উপাস্য নেই, আল্লাহ মহান। আল্লাহর প্রেরণা ছাড়া পাপ থেকে ফিরার এবং সৎ কাজ করার সাধ্য কারো নেই। ইমাম নাসাঈ এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, ইবনে হিব্বান এই হাদীসটি কে সহীহ বলেছেন, হাকীম আবু সাঈদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণা করেছেন।"[২]

রাসুলুল্লাহ ﷺ আর ও বলেছেন, আদম সন্তানের আমল সমুহের মধ্যে আল্লাহর যিকির ছাড়া এমন কোন বড় আমল নেই যা তাকে আল্লাহর আযাব হতে মুক্তি দিতে পারে। এই হাদীসটি মু'আয ইবনে জাবাল ﷺ থেকে হাসান সনদে ইবনে আবি শাইবাহ ও তাবরানী বর্ণনা করেছেন।[৩]

মাআজ ইবনে জাবাল ﷺ বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি কি তোমাদের উত্তম আমলের কথা জানাব না যা তোমাদের প্রভোর কাছে অত্যন্ত পবিত্র, তোমাদের জন্য অধিক মর্যাদা বৃদ্ধি কারী (আল্লাহর পথে) সোনা রূপা ব্যয় করা অপেক্ষা উত্তম এবং তোমাদের শত্রুদের মুখোমুখি হয়ে তাদেরকে হত্যা করা এবং তারা তোমাদেরকে হত্যা করার চাইতে ও অধিকতর শ্রেয়? সাহাবীগণ বললেন হ্যাঁ, তিনি

---

২. মুসলিম: কিতাবুজ যিকর ওয়াদ দু'আ ওয়াত তাউবা ওয়াল ...২৬৯৬
২. মুসনাদ আহমদ: ১১৩১৬,
৩. তাবরানী, ২/১৬৬

বললেন, তাহচ্ছে, আল্লাহ তাআলার যিকির। সহীহ সনদে ইমাম আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাযাহ, বর্ণনা করেন। [১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোন সমপ্রদায় কোন মজলিসে বসে তাতে আল্লাহর যিকির করলে আল্লাহ তাআলার ফেরেশতাগণ তাদেরকে ঘিরে নেন ও আল্লাহর রহমত তাদেরকে ঢেকে ফেলে এবং তাদের উপর ছাকীনা তথা শান্তি ও নিরাপত্তা নাযিল হয়, এবং আল্লাহ তাআলা তার ফেরেশতাদের মধ্যে তাদের আলোচনা করেন । ইমাম মুসলিম আবু হুরায়রা ও আবু সায়ীদ থেকে বর্ণনা করেছেন। [২]

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেছেন, যে ব্যক্তি বলবে;

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাই-ইন কাদীর "।

অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁরই জন্য সারা রাজত্ব, তাঁরই জন্য সমস্ত প্রশংসা এবং তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান। এই দু'আ দশবার পাঠ করবে সে ইসমাইল ﷺ এর বংশের চারজন দাস মুক্তির সম পরিমান সাওয়াব লাভ করবে। বুখারী ও মুসলিম, হাদীসটি আবু আইয়ূব আনসারী ﷺ থেকে বর্ণিত। [৩]

বুখারী ও মুসলিমে আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে ব্যক্তি প্রত্যহ একশত বার এই দু'আ পাঠ করবে,

لاَإِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ.

" উচ্চারণ ও অর্থ উপরে বর্ণিত হয়েছে " সে দশ জন গোলাম আজাদ করার সাওয়াব পাবে, তার একশত গুনাহ মুছে দিয়ে তদস্থলে একশত

৪. তিরমিজীঃ কিতাবুদ দাওআতঃ ৩৩৭৭ ও ইবনে মাযাহঃ কিতাবুল আদব, ৩৭৮০, মুসনাদ আহমদ নং ২১০৬৫ .

১. মুসলিমঃ কিতাবুজ যিকর ওয়াদ দু'আয় বর্ণনা করেছেন, তেলাওয়াতে কুরআনের২৭০০

২. বুখারীঃ কিতাবুদ দাওআত , নং ৫৯২৫ ও মুসলিমঃ কিতাবুজ যিকর ওয়াদ-২৬৯৩

নেকী লেখা হবে, এবং সে সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তানের প্ররোচনা থেকে নিরাপদ থাকবে। ঐ দিন তারচেয়ে অধিক সওয়াব আর কোন ব্যক্তি পাবেনা, তবে যে আরো অধিক পড়বে সে ব্যতীত ।

তিনি আরও এরশাদ করেন যে প্রতিদিন একশতবার سُبْحَانَ اللّٰه وَبِحَمْدِه পাঠ করবে তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে, যদি তা সাগরের ফেনার সমান ও হয়। [১]

এই ভাবে বুখারী ও মুসলিমে রাসুলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, এমন দুটি বাক্য আছে যা উচ্চারণ করতে খুবই সহজ, ওজনে খুবই ভারী, দয়াময় আল্লাহর কাছে খুবই প্রিয় (বাক্য দুটি হচ্ছে)

سُبْحَانَ اللّٰه وَبِحَمْدِه ، سُبْحَانَ اللّٰه الْعَظِيمِ

"সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানালল্লাহিল আযীম" মহা পবিত্র আল্লাহ, তার জন্য সমস্ত প্রশংসা, মহা পবিত্র আল্লাহ তিনি মহা মহিয়ান"। [২]

ইমাম তিরমিযী (রাহঃ) হাসান সনদে আবু সায়ীদ ও আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তাঁহারা বলেন যে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি কোন দল কোন বৈঠকে বসে আর সেখানে যদি আল্লাহর যিকির না করে এবং নবী ﷺ এর উপর দরূদ পাঠ না করে তবে কিয়ামতের দিন তাদের সেই বৈঠক তাদের জন্য ক্ষতির কারণ হবে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি দেবেন, অথবা ক্ষমা করবেন। [৩]

হযরত আয়শা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ ﷺ সর্বদা আল্লাহর যিকির করতেন । [৪]

---

১. বুখারী : কিতাবুদ দাওআতঃ ৫৯২৪ ও মুসলিমঃ কিতাবুজ যিকরে ওয়াদ দু'আয় বর্ণনা - ২৬৯১

২. বুখারী :কিতাবুদ দাওআতে বর্ণনা করেছেন, নং ৬৪০৬ ও মুসলিম : কিতাবুজ যিকর ওয়াদ দু'আয় বর্ণনা করেছেন নং ২৬৯৪

৩. তিরমিজীঃ কিতাবুদ দাওআহ , ৩৩০৮ এবং আবু দাউদঃ কিতাবুল আদবঃ ৪২১৫

৪. মুসলিমঃ কিতাবুল হাইজ :৩৭৩

হযরত আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন; যদি কোন দল আল্লাহর ঘর সমুহের মধ্য থেকে কোন ঘরে একত্রিত হয় এবং সেখানে আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করে অথবা নিজেদের মধ্যে কোরআন শিক্ষা করে, তাদের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে সাকিনা নাযিল হয়, তাদেরকে আল্লাহর রহমত ঢেকে নেয় এবং ফিরিশতারা তাদেরে ঘিরে নেন, এবং আল্লাহ তাআলা তার নিকটস্থদের মাঝে তাদের আলোচনা করেন, যে ব্যক্তি তার আমলের কারণে পিছনে পড়েযাবে তাকে তার বংশ মর্যাদা অগ্রসর করতে পারবেনা।[১] (মুসলিম)

বুখারী ও মুসলিমে আবু বাকার সিদ্দীক ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলেন হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে এমন দো'আ শিক্ষাদিন যা দিয়ে আমি আমার নামাজে ও ঘরে দু'আ করব। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি বল,

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

"আল্লাহুম্মা ইন্নি জুয়ালামতু নাফসী জুলমান কাসীরান ওয়ালা ইয়াগফিরুজ যুনূবা ইল্লা আন্তা ফাগফিরলী মাগফিরাতাম মিন ইন্দিকা ওয়ার হামনী ইন্নাকা আন্তাল গাফূরুর রাহীম"

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের উপর অনেক বেশী যুলুম করেছি, আর তুমি ছাড়া গুনাহ সমূহ কেহই মাফকরতে পারে না, সুতরাং তুমি তোমার নিজ গুণে আমাকে মার্জনা করে দাও এবং আমার প্রতি রহম কর, নিশ্চয় তোমি মার্জনা কারী দয়ালু ।[২]

নুমান ইবনে বাশীর ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেনঃ নিশ্চয়ই দু'আ হল ইবাদাত, এই হাদিসটি চার জন ইমাম বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী (রাহঃ) একে সহীহ বলেছেন।[৩]

---

১. মুসলিমঃ কিতাবুজ যিকরে ওয়াদ দু'আয় বর্ণনা করেছেন নং২৬৯৯

২. বুখারী : কিতাবুল আযানঃ ৮৩৪ ও মুসলিমঃকিতাবুজ যিকর ওয়াদ দু'আয়ঃ ২৭০৫

৩. তিরমিযী : ২৯৬৯, আবু দাউদ হাদীস নং ১৪৭৯ ইবনে মাযাহ হাদীস নং ৩৮২৮

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন;

اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ.(مسلم)

"আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন যাওয়ালে নি'মাতিকা, ওয়া তাহাওউলি আফিয়াতিকা, ওয়া ফুজাআতে নিকমাতিকা, ওয়া জামীয়ে সাখাতিকা "

অর্থঃ "হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আপনার নেয়ামতের ক্ষয় থেকে, আপনার প্রদত্ত শান্তি ও নিরাপত্তা দূর হয়ে যাওয়া হতে, হঠাৎ করে আপনার শাস্তি অবতীর্ণ হওয়া থেকে এবং আপনার যাবতীয় অসন্তুষ্টি ও ক্রোধ হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রর্থণা করছি"। [১]

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন;

اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ.

"আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন গালাবাতিদ্ দাইনে ওয়া গালাবাতিল আদুওয়ে ওয়া শামাতাতিল আ'দাএ"।

অর্থঃ "হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ঋণের প্রাবল্য হতে, শত্রুর বিজয়লাভ হতে, এবং শত্রুরা আনন্দিত হয় এমণ দুরবস্থা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। ইমাম নাসায়ী বর্ণনা করেছেন, হাকীম সহীহ বলেছেন [২]

বুরাইদাহ ﷺ হতে বর্ণিত তিনি বলেন নবী ﷺ একটি লোককে বলতে শুনেন,

اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِأَنِّى أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِى لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. (الترمذي)

---

১. মুসলিম :কিতাবুজ যিকরে ওয়াদ দু'আয় বর্ণনা করেছেন নং ২৭৩৯

২. নাসায়ী হদীস নং ৫৪৭৫

"আল্লাহুম্মা ইন্নী আশহাদু আন্নাকা আন্তাল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা আন্তা আল আহাদুস ছামাদুল্লাযী লাম য়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়া কুললাহু কুফুওয়ান আহাদ "

অর্থঃ "হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আপনার নিকট এই বলে প্রার্থনা করছি, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই, আপনি একক ও অমুখাপেক্ষী আপনার কোন সন্তান নেই আর আপনিও কারো সন্তান নন এবং আপনার সমতুল্যও কেউ নেই।"

তার কথাগুলি শুনে নবী ﷺ বললেন, লোকটি আল্লাহ তা'আলার নিকট তার এমন নাম নিয়ে চাইল যে নাম নিয়ে তাঁর নিকট চাইলে তিনি প্রদান করেন এবং আহব্বান করলে ঐ আহব্বানে সাড়া দেন। এই হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ও ইবনে মাযাহ বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে হিব্বান (রাহঃ) একে সহীহ বলেছেন।[১]

আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন;

اَللّٰهُمَّ أَصْلِحْ لِى دِينِىَ الَّذِى هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِى وَأَصْلِحْ لِى دُنْيَاىَ الَّتِى فِيهَا مَعَاشِى وَأَصْلِحْ لِى آخِرَتِى الَّتِى فِيهَا مَعَادِى وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِى فِى كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِى مِنْ كُلِّ شَرٍّ .

"আল্লাহুম্মা আসলিহ লী দ্বীনী, আল্লাযী হুওয়া ইসমাতু আমরী, ওয়া আসলিহ লী দুনয়ায়া আল্লাতী ফীহা মাআশী, ওয়া আসলিহ লী আখিরাতী আল্লাতী ফীহা মাআ-দী, ওয়াজআলিল হায়াতা জিয়াদাতান লী ফী কুল্লি খাইর, ওয়াজআলিল মাউতা রাহাতান লী মিন কুল্লি শার"

অর্থঃ "হে আল্লাহ! আমার দ্বীনকে আপনি পরিশুদ্ধ করে দিন যা সকল ব্যাপারে আমার জন্য রক্ষা কারী, আমার জন্য আমার পার্থিব জীবন সংশোধন করে দাও যাতে রয়েছে আমার জীবীকার আধার, এবং আমার জন্য আমার পরকালকে বিশুদ্ধ করে দাও যেখানে আমাকে ফিরে যেতে হবে, এবং প্রত্যেক মঙ্গল ও কল্যাণময় ব্যাপারে আমার জীবনে

১.আবু দাউদ: ১৪৯৩, তিরমিযী হাদীস নং ৩৪৭৫, ইবনে মাযাহ হাদীস নং ৩৮৫৭

আধিক্য দান করো, এবং মৃত্যুকে আমার জন্য যাবতীয় অমঙ্গল হতে অব্যাহতি পাওয়ার কারণ বানিয়ে দাও"।[১]

আবু মুসা আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী ﷺ এই দু'আ করতেন;

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جِدِّي وَهَزْلِي وَخَطَئِي وَعَمْدِي وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

"আল্লাহুম্মাগফির লী খাতীআতী ওয়া জাহলী, ওয়া ইসরাফী ফী আমরী, ওয়া মা আন্তা আ'লামু বিহি মিন্নী, আল্লাহুম্মাগফির লী জিদ্দী ওয়া হাযলী ওয়া খতিআতী ওয়া আমাদী ওয়া কুল্লু জালিকা ইনদী, আল্লাহুম্মাগফির লী মা ক্বাদ্দামতু ওয়ামা আখ্খারতু ওয়ামা আসরারতু ওয়ামা আ'লান্তু ওয়ামা আন্তা আ'লামু বিহী মিন্নী, আন্তাল মুক্বাদ্দিমু ওয়া আন্তাল মুআখখিরু ওয়া আন্তা আলা- কুল্লি শাই ইন ক্বাদীর "

অর্থঃ "হে আল্লাহ! আপনি আমার দোষ ত্রুটি এবং আমার অজ্ঞতা, স্বীয় কর্মে সীমালঙ্ঘন করা আর আমার যে সমস্ত ব্যাপারে আমার চেয়ে বেশী জানেন এসমস্ত ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ আমার স্বেচ্ছায় কৃত ও পরিহাস জনিত দোষ ত্রুটি,আমার অনিচ্ছা কৃত অপরাধ ও স্বেচ্ছায় কৃত অপরাধ এবং এ সব কাজই আমার কাছে রয়েছে (এ সবই ক্ষমা করুণ)। হে আল্লাহ! যে অপরাধ আমি পূর্বে করেছি এবং যা পরে করেছি এবং যে পাপ আমি গোপনে করেছি এবং যে পাপ আমি প্রকাশ্যে করেছি আর যে গুলি আপনি আমার চেয়ে বেশী জ্ঞাত আছেন ঐ সবই আপনি মাফ করে দিন, আপনি অগ্রগতি ও পশ্চাতগতি দানকারী এবং আপনি প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান।"[২]

---

২. মুসলিম : কিতাবুজ যিকরে ওয়াদ দু'আয় বর্ণনা করেছেন নং ২৭২০

১. বুখারী : কিতাবুদ দাওআত, নং ৬৩৯৮ ও মুসলিম : কিতাবুজ যিকরে ওয়াদ দু'আয়: নং ২৭১৯

আনাস ﷺ হতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ এই দু'আটি বলতেন;

اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي وَارْزُقْنِي عِلْمًا يَنْفَعُنِي.

"আল্লাহুম্মানফা'আনী বিমা 'আল্লামতানী ওয়া আল্লিমনী মা ইয়ানফাউ'নী ওয়ার জুক্বনী ইলমান ইয়ানফাউনী" [১]

অর্থ: "হে আল্লাহ! আপনি আমাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তদ্বারা আমাকে উপকৃত করুণ, আর যা আমার জন্য উপকারী তা আমাকে শিক্ষা দিন এবং আমার উপকারে আসে এমন জ্ঞান আমাকে দান করুন।" ইমাম নাসায়ী ও হাকীম বর্ণনা করেছেন।

আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনিয়াছি, তিনি বলেছেন, আল্লাহর কসম আমি দৈনিক সত্তর বারেরও অধিক আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি ও তাওবা করি"।[২]

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমরা একই মজলিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে একশত বার পর্যন্ত এই দু'আ গণনা করেছি।

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ.

"রাব্বিগফির লী ওয়া তুব আলাইয়্যা ইন্নাকা আন্তাত তাওয়াবুল গাফূর"।[৩]

অর্থঃ "হে আমার প্রভূ! আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার তাওবা ক্বুবুল করুন। কারণ আপনি তাওবা গ্রহণকারী, অধিক ক্ষমাশীল।" আবু দাউদ, তিরমিযী, বর্ণনা করেছেন তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান ও সহীহ বলেছেন।

শাদ্দাদ ইবনে আওস ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, সাইয়িদুল ইস্তেগফার "সর্ব উত্তম ক্ষমা প্রার্থণা" হল এই দু'আ, বান্দা বলবে,

---

১. তিরমিজী : কিতাবুদ দাওআতে বর্ণনা করেছেন , নং ৩৫৯৯
২. বুখারী : কিতাবুদ দাওআতে বর্ণনা করেছেন , নং ৬৩০৭
৩. আবু দাউদ হাদীস নং ১৫১৬ ও তিরমিযী: কিতাবুদ দাওআত: নং ৩৪৩৪

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّى ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ، خَلَقْتَنِى وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِى ، اغْفِرْ لِى ، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ

"আল্লাহুম্মা আন্তা রাব্বী লা ইলাহা ইল্লা আন্তা খালাক্বতানী ওয়া আনা আবদুকা ওয়া আনা 'আলা 'আহদিকা ওয়া ওয়া'দিকা মাসতাত্বা'তু, আউযুবিকা মিন শাররি মা সানা'আতু আবুউ লাকা বিনিমাতিকা আলাইয়্যা ওয়া আবুউ বি জামবী ফাগফিরলী ফাইন্নাহু লা ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা আন্তা " [১]

অর্থঃ "হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রতি পালক, তুমি ছাড়া কোন সত্য মা'বুদ নেই, তুমি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছ আমি তোমার বান্দাহ, আমি সামর্থ্য অনুযায়ী তোমার ওয়াদায় অঙ্গীকারবদ্ধ রয়েছি, আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট হতে তোমার আশ্রয় কামনা করছি, আমার প্রতি তোমার নিয়ামতের স্বীকৃতি প্রদান করছি, আর আমি আমার গুনা খাতা স্বীকার করছি। অতএব তুমি আমাকে মাফ করে দাও, নিশ্চয় তুমি ভিন্ন আর কেহই গুনাহসমূহের মার্জনাকারী নাই"।

সকাল-সন্ধ্যার যিকির

আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ,বলেছেন, যে ব্যক্তি সকাল সন্ধায় এক শতবার এই দু'আ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি" আমি আল্লাহর প্রশংসা সহ পবিত্রতা বর্ণনা করছি, বলবে কিয়ামতের দিন তার চেয়ে বেশী উত্তম (আমল) নিয়ে কেউ উপস্থিত হবেনা, তবে সেই ব্যক্তি ব্যতীত যে তৎসম বা তার চেয়ে অধিক বার এই কালেমা বলে। [২]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ সন্ধা বেলা এই দু'আ পাঠ করতেন;

---

১. বুখারী : কিতাবুদ দাওআতে বর্ণনা করেছেন , নং ৬৩০৬

২. মুসলিম : কিতাবুজ যিকরে ওয়াদ দু'আয় বর্ণনা করেছেন নং ২৬৯২

أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِى هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِى هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَارَبِّ أَعُوذُ بِكَمِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِى النَّارِ وَعَذَابٍ فِى الْقَبْرِ

"আমসাইনা ওয়া আমসাল মুলকু লিল্লাহ ওয়াল হামদু লিল্লাহি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুওয়া আলা কুল্লিশাই ইন ক্বাদীর, রাব্বি আসআলুকা খইরা মা ফী হাযিহিল লাইলাতি ওয়া খাইরামা বাদাহা, ওয়া আউযু বিকা মিন শাররি মা ফী হাযিহিল রাইলাতি ওয়া শাররি মা বাদাহা, রাব্বি আউযু বিকা মিনাল কাসালে ওয়া সোইল কিবারি রাব্বি আউযু বিকা মিন আযাবিন ফীন নারি, ওয়া আযাবীন ফীল কাবরি "।[১]

অর্থঃ "আমরা এবং সমগ্র জগত আল্লাহর জন্য সন্ধায় উপনিত হয়েছি, আর সমূদয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক তাঁর কোন শরীক নাই, তাঁরই জন্য সারা রাজত্ব, তাঁরই জন্য সমস্ত প্রশংসা এবং তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতা বান। হে আল্লাহ! এই রাত্রির মাঝে এবং উহার পরে যা কিছু মঙ্গল আছে আমি তোমার নিকট উহা প্রার্থনা করছি। আর এই রাত্রির মাঝে এবং উহার পরে যা কিছু অমঙ্গল আছে উহা হতে তোমার নিকট আশ্রয় চাই। প্রভূ ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি আলস্য এবং বার্ধক্যের কষ্ট হতে , প্রভূ তোমার আশ্রয় কামনা করি দোযখের আযাব হতে এবং কবরের আযাব হতে । আর যখন সকালে উপনিত হতেন বলতেন, "আসবাহনা ওয়া আসবাহাল মুলকু লিল্লাহ" আমরা এবং সমগ্র জগত আল্লাহর জন্য সকালে উপনিত হয়েছি।

১. মুসলিম : কিতাবুজ যিকরে ওয়াদ দু'আ: ২৭২৩

শাদ্দাদ ইবনে আওস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, সাইয়িদুল ইস্তেগফার "সর্ব উত্তম ক্ষমা প্রার্থনা" আল্লাহুম্মা আন্তা রাব্বী লা-ইলা-হা ইল্লা- আন্তা..[১]

(উপরে উচ্চারণ ও অর্থ বর্ণিত হয়েছে) যে ব্যক্তি এই দু'আ, দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে সকাল বেলা পাঠ করে অতঃপর সন্ধ্যা হওয়ার আগে মৃত্যু বরণ করে, তাহলে সে জন্নাতিদের মধ্য থেকে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যা বেলা এই দু'আ দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে পাঠ করে, অতঃপর সকাল হওয়ার পূর্বে মারা যায়, তাহলে সে জান্নাতীদের মধ্য থেকে হবে।

আব্দুল্লাহ ইবনে হাবীব ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একদা মেঘাচ্ছন্ন রাত্রিতে গভীর অন্ধকারের মধ্যে নবী ﷺ কে তালাশ করার উদ্দেশ্যে বের হলাম যাতে তিনি আমাদের কে নামায পড়ান, আমরা তার সাক্ষাত পেলাম অতঃপর তিনি বললেন, বল; আমি কিছুই বলি নাই, দ্বিতীয়বার আবার বললেন, বল; আমি কিছুই বলি নাই, তৃতিয়বার বললেন, বল; তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! কি বলব ? উত্তরে তিনি বললেন, বল;

﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾

তিনবার করে সকাল বেলা ও সন্ধ্যা বেলা পাঠ করবে। (যদি সূরাগুলি তিন বার করে) পাঠ কর তাহলে এগুলি তোমার (বিপদ-আপদ ও ভয়ভিতি হতে মুক্তি লাভ সহ) সব কিছুর জন্য যথেষ্ট হবে।[২]

আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত তিনি বলেন নবী ﷺ তাঁর সাথীদেরকে শিক্ষাদিতেন, যখন তোমাদের কেহ সকালে উপনিত হয় তখন সে যেন বলে,

اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ .

---

১. পূর্বে ১৩৭ পৃ: উল্লেখিত হয়েছে।

২. তিরমিজী : কিতাবুদ দাওআত: হাদীস নং ৩৫৭৫ ও আবু দাউদ হাদীস নং ৫০৮২

"আল্লাহুম্মা বিকা আসবাহনা ওয়া বিকা আমসাইনা ওয়া বিকা নাহয়া ওয়া বিকা নামূতু ওয়া ইলাইকান নূশূর "

অর্থ: "হে আল্লাহ তোমারই হুকুমে আমাদের সকাল হয় তোমারই হুকুমে আমাদের সন্ধা হয়, তোমারই হুকুমে আমরা জিবীত থাকি এবং তোমারই হুকুমে আমরা মৃত্যু বরণ করব, আর তোমারই দিকে আমাদের পুনরুত্থান হবে"। আর যখন সন্ধায় উপনিত হবে তখন বলবে।

اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَى وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.

"আল্লাহুম্মা বিকা আমসাইনা ওয়া বিকা আসবাহনা ওয়া বিকা নাহইয়া ওয়া বিকা নামূতু ওয়া ইলাইকান নুশূর " [১]

অর্থঃ "হে আল্লাহ তোমারই হুকুমে আমাদের সন্ধা হল তোমারই হুকুমে আমাদের সকাল হবে, আর তোমারই হুকুমে আমরা জিবীত থাকি এবং তোমারই হুকুমে আমরা মৃত্যু বরণ করব, আর তোমারই দিকে আমাদের ফিরে যেতে হবে"।

আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আবু বাক্র সিদ্দীক ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমাকে আদেশ দিন কিছু কালেমার ব্যাপারে যা আমি সকাল সন্ধা পাঠ করব, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, বল;

اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ.

"আল্লাহুম্মা ফাতিরাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি আলিমাল গাইবি ওয়াশ শাহাদাতি রাব্বা কুল্লি শই ইন ওয়া মালীকাহু আশহাদু আল্ লা ইলাহা ইল্লা আন্তা, আউযু বিকা মিন শাররি নফসী ওয়া শাররিশ শাইতানি ওয়া

১. আবু দাউদ কিতাবুল আদব: হাদীস নং ৫০৬৮ ও তিরমিজী : কিতাবুদ দাওআত : হাদীস নং ৩৩৯১

শিরকিহি ওয়া আন আকতারিফা আলা নাফসী সূআন আও আজুররাহু ইলা মুসলিমিন" [১]

অর্থঃ "হে আল্লাহ! আকাশ ও পৃথিবীর তুমি সৃষ্টি কর্তা তুমি দৃশ্য অদৃশ্য সব কিছু সম্পর্কে জ্ঞাত তুমি সকল কিছুর প্রভূ এবং সমস্ত কিছুর মালিক, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তুমি ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য কোন মা'বুদ নেই, আমি আমার প্রবৃত্তির অনিষ্ট হতে আর শয়তান এবং তার শিরকের অনিষ্ট হতে তোমার আশ্রয় প্রর্থনা করছি আমি নিজের আনিষ্ট এবং কোন মুসলমানের অনিষ্ট করা হতে তোমার আশ্রয় চাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি এই দু'আ সকাল সন্ধা এবং যখন শয্যায় যাবে বলবে। ইমাম আহমদ ও আবু দাউদ ও তিরমিযী, নাসায়ী এবং বুখারী আদাবুল মুফরাদে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি এই শব্দ দিয়ে ইমাম আহমদ ও বুখারী বর্ণনা করেছেন ।

উসমান ইবনে আফ্ফান ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে বান্দা প্রতিদিন সকালে ও রাত্রে সন্ধায়

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ .

"বিসমিল্লাহিল্লাযী লা য়াদুররু মাআ ইসমিহি শাইউন ফীল আরদি ওয়া লা ফীস সামায়ি ওয়া হুওয়াস সামীউল আলীম" [২]

অর্থঃ "আমি শুরুকরছি সেই আল্লাহর নামে যার নামের সাথে জমীনের ও আকাশের কোন জিনিস ক্ষতি সাধন করতে পারেনা। এবং তিনিই সর্ব শ্রোতা সর্বজ্ঞ। তিনবার করে পাঠ করবে, কোন জিনিস তার ক্ষতি সাধন করতে পারবেনা"। তিরমিযী, ইমাম আহমদ, ইবনে মাযাহ, ইমাম তিরমিযী এই হাদীসটিকে সহীহ ও হাসান বলেছেন।

---

১. আবু দাউদ কিতাবুল আদব : হাদীস নং ৫০৬৭ ও তিরমিজী : কিতাবুদ দাওআত : হাদীস নং ৩৫২৯ ও ইমাম আহমদ মুসনাদে আবু বাকার সিদ্দীক: হাদীস নং ৮২

২. তিরমিজী : কিতাবুদ দাওআত : হাদীস নং ৩৩৮৮ ও ইবনে মাযাহ কিতাবুদ দু'আ: হাদীস নং ৩৮৬৯

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর খাদেম ছাওবান থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে কোন মুসলমান বান্দা সকাল-বিকাল তিন বার (এই দু'আ) বলবে,

رَضِيتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا

"রাযীতু বিল্লাহি রাব্বান ওয়া বিল ইসলামে দ্বীনান ওয়া বি মুহাম্মাদীন নাবীয়্যান" [১]

অর্থঃ আমি আল্লাহকে প্রভূ হিসাবে, ইসলামকে দ্বীন হিসাবে এবং মহাম্মদ ﷺ কে নবী রূপে পেয়ে সন্তুষ্ট।" আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিবসে তুষ্ট করবেন। ইমাম আহমদ ও আবু দাউদ ও ইবনে মাযা হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন, উপরোক্ত শব্দ দ্বারা ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন তবে ছাওবান নাম উল্ল্যেখ করেন নাই, ইমাম তিরমিযী নাম সহ বর্ণনা করেছেন, ইমাম নাসায়ী দিনের ও রাতের আমলের পাঠে ইমাম আহমদের বর্ণিত শব্দ অনূযায়ী বর্ণনা করেছেন।

সহীহ মুসলিমে আবু সায়ীদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে রব হিসাবে এবং ইসলামকে দ্বীন হিসাবে এবং মুহাম্মাদ ﷺ কে নাবী হিসাবে (মেনে নিতে) রাজী তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায় ।[২]

এই ভাবে সহীহ মুসলিম গ্রন্থে আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালেব থেকে বর্ণিত নবী ﷺ বলেছেন, সেই ব্যক্তি ইমানের স্বাদ পেয়েছে যে, আল্লাহকে রব হিসাবে এবং ইসলামকে দ্বীন হিসাবে এবং মুহাম্মাদ ﷺ কে নবী হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট ।[৩]

---

১. তিরমিজী : কিতাবুদ দাওআত: হাদীস নং ৩৩৮৯ ও আবু দাউদ কিতাবুল আদব: হাদীস নং ৫০৭২
২. মুসলিম : কিতাবুল এমারাত : হাদীস নং ১৮৮৪
৩. মুসলিম : কিতাবুল এমারাত : হাদীস নং ১৮৮৪

আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে ব্যক্তি সকাল বেলা ও সন্ধা বেলা এক বার বলবে -

اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ.

"আল্লাহুম্মা ইন্নী আছবাহতু উশহিদুকা ওয়া উশহিদু হামালাতা আরশিকা, ওয়া মালা-য়িকাতাকা ওয়া জামীআ খালকিকা বিআন্নাকা আন্তাল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা আন্তা ওয়াহদাকা লা শারীকা লাকা, ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুকা ওয়া রাসূলুকা "।[১]

অর্থ: "হে আল্লাহ! আমি সকালে উপনিত হয়েছি, আমি তোমাকে সাক্ষি করছি এবং তোমার আরশ বহণ কারী ফেরেশতাদেরকে সাক্ষি করছি, এবং তোমার সকল ফেরেশতা ও তোমার সকল সৃষ্টিকে সাক্ষি করে বলছি, নিশ্চয় তুমি আল্লাহ তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই, তুমি এক, তোমার কোন শরীক নেই। আর মুহাম্মদ ﷺ তোমার বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ তাআলা তার এক চতুর্থাংশ জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন, আর যে ব্যক্তি দুই বার বলবে তার অর্ধেক আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন, আর যে ব্যক্তি তিন বার বলবে তার তিন চতুর্থাংশ আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন, আর যে ব্যক্তি চার বার বলবে তাকে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন"।

ইমাম নাসায়ী দিন ও রাতের আমল পাঠে হাসান সনদে এই শব্দ দ্বারা এই ভাবে বর্ণনা করেছেন। যে ব্যক্তি সকাল বেলা বলবে,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ.

(উচ্চারণ ও অর্থ উপরে বর্ণিত হয়েছে।)

১. আবু দাউদ কিতাবুল আদব: হাদীস নং ৫০৬৯

"আল্লাহ তা'আলা তার এক চতুর্থাংশ জাহান্নাম থেকে ঐ দিন মুক্তি দিবেন, যদি এই দু'আ চারবার পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তাকে ঐ দিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন"। [১]

আব্দুল্লাহ ইবনে গান্নাম ﷺ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সকাল বেলা এই দু'আ পাঠ করলো,

اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ

"আল্লাহুম্মা মা আছবাহা বী মিন নি'মাতিন আও বি আহাদিমমিন খালক্বিকা ফামিনকা ওয়াহদাকা লা-শারীকা লাকা ফা লাকাল হামদু ওয়া লাকাশ শুকরু"। [২]

অর্থঃ "হে আল্লাহ! আমার সাথে অথবা তোমার সৃষ্টিকুলের মধ্য থেকে কারো সাথে যে সমস্ত নে'য়ামত এই ভোর বেলায় রয়েছে, এসব নে'য়ামত একমাত্র তোমার নিকট হতে। তুমি এক তোমার কোন শরীক নেই। তোমার জন্যই সমস্থ প্রশংসা, আর সকল প্রকার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা তোমারই প্রপ্য। সে যেন সেই দিনের শুকরিয়া আদায় করলো। আর যে সন্ধায় এই দু'আ পাঠ করল সে যেন রাতের শুকরিয়া আদায় করলো। আবু দাউদ, নাসায়ী দিনের ও রাতের আমল পাঠে হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন। উপরে বর্ণিত হাদিসের শব্দ গুলি তার তবে তিনি (যখন সন্ধায় উপনিত হবে) এটুকু উল্ল্যেখ করেননি। ইবনে হিব্বান ইবনে আব্বাস থেকে নাসায়ীর বর্ণিত হাদিসের শব্দের মতই বর্ণনা করেছেন।

আবাদুল্লাহ ইবনে উমর বর্ণনা করেন, নবী ﷺ কোনদিন সকালে ও সন্ধায় এই দু'আ ছাড়েননি,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ

১. নাসায়ী: দিন ও রাতের আমল :১/১৩৮
২. আবু দাউদ কিতাবুল আদব: হাদীস নং ৫০৭৩

بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي.

"আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল আফীয়াতা ফীদ্ দুন্‌য়া ওয়াল আখিরাহ, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল আফওয়া ওয়াল আফিয়াতা ফী দ্বীনী ওয়া দুন্‌য়া-য়া ওয়া আহলী ওয়া মালী, আল্লাহুম্মাস তুর আওরা-তী ওয়া আ-মীন রাওআ-তী, আল্লাহুম্মাহ্‌ফাজনী মিম বাইনি য়াদাইয়্যা ওয়া মিন খালফী ওয়া আন য়ামীনী ওয়া আন শিমা-লী ওয়া মিন ফাউক্বী ওয়া আউযু বিআযামাতিকা আন উগতা-লা মিন তাহতী "।

অর্থ: "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের নিরাপত্তা কামনা করছি। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি এবং আমার দ্বীন ও দুনিয়ার, আমার পরিবার পরিজনের এবং আমার সম্পদের নিরাপত্তা কামনা করছি। হে আল্লাহ! আপনি আমার গোপন দোষ ত্রুটি সমূহ ঢেকে রাখুন আমাকে অগ্র-পশ্চাত ডান বাম ও উপরের দিক থেকে আসা বিপদ হতে রক্ষা করুন। আমার নিম্ন দিক থেকে আমার অজ্ঞাতে আগত বিপদ হতে আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রর্থনাকরছি। ইমাম আহমদ, ইবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন হাকীম হাদিসটিকে সত্যায়িত করেছেন। [১]

আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সকাল বেলা দশবার বলবে;

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

(উচ্চারণ ও অর্থ উপরে বর্ণিত হয়েছে) আল্লাহ্ তা'আলা তার আমল নামায় একশ নেকি লিখে দিবেন এবং তার একশ গুনাহ মিঠিয়ে দিবেন, একটি গোলাম আযাদ করার সমপরিমাণ ছোয়াব দিবেন এবং সে সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তানের প্ররোচনা থেকে নিরাপদ থাকবে। আর যে ব্যক্তি সন্ধা

১. আবু দাউদ কিতাবুল আদব : হাদীস নং ৫০৭৪ ও মুসনাদে আহমদ আব্দুল্লাহ: হাদীস নং ৪৭৭০.